উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার ৫.০০ টাকা 2 December 2023 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

সিরিজ জিতল সূর্যদের ভারত

▸▸ চোদ্দোর পাতায়

মালা পরিয়ে মানিক তালুকদারকে বরণ স্বজন ও প্রতিবেশীদের। শুক্রবার তুফানগঞ্জের চেকাডরা গেরগেন্দারপাড়ে।

ভবিষ্যৎ-সংকটে ৩৫ হাজার পড়ুয়া

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : বন্ধ হয়ে গেল রেজিস্ট্রেশন। অনিশ্চিত দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা। বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলায় প্রশ্নের মুখে ৩৭১টি কলেজের প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ। শুক্রবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট আটকে আন্দোলন অব্যাহত ছিল। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে সেটাও নিশ্চিতভাবে বলছেন না আন্দোলনকারীরা। বিশৃঙ্খলার দায় একে অপরের কাঁধে ঠেলছেন উপাচার্য ও 'অনুমোদন' বাতিল হওয়া কলেজের মালিকরা। তবে অনুমোদিত ৩৭১টি কলেজের বৈধ ছাত্রছাত্রী এবং ভর্তির জন্য টাকা দিয়ে বেকায়দায় পড়া ২৫৩টি কলেজের ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ কী হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

সমাধানের রাস্তা না দেখিয়ে এর মধ্যেই উপাচার্যের বিরুদ্ধে মুখ খুলে তদন্তের কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর কথা, 'দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে জেনেছি কিছু সমস্যা হয়েছে। সমস্যা হওয়া মানে তো ক্যাম্পাসে তালা ঝুলিয়ে রেখে চলে যাওয়া নয়। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। তবে মাননীয় আচার্যের উচিত পদক্ষেপ করা। উনিই তো উপাচার্যদের নিয়োগ করেছেন। আইন কী বলছে সেটাও আমি খতিয়ে দেখছি। তারপরই যা করার করব।' মন্ত্রীর পালটা কোনও কথা বলতে চাননি উপাচার্য। তবে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'চেয়ারে বসে চুরি আটকে দিয়েছি বলেই আমার উপর যত রাগ। মন্ত্রীর পালটা কিছু বলতে চাই না। তবে যতদিন চেয়ারে আছি কাউকে চুরি করতে দেব না। তাতে যা হয় হবে।'

৪ ডিসেম্বর থেকে কলেজগুলিতে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। সেই পরীক্ষার জন্য বহিরাগত পরীক্ষকদের তালিকা তৈরি করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেইমতো পরীক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলেজগুলি। এখনও পর্যন্ত কোনও কলেজ পরীক্ষকের তালিকা পায়নি বলেই অভিযোগ। ফলে সোমবার থেকে আদৌ পরীক্ষা হবে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না কেউই।

এদিন থেকেই উত্তরবঙ্গের বিএড কলেজগুলির (৭০টিরও বেশি) ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন শুরুর তারিখ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সেই কাজও এদিন শুরু হয়নি। কবে থেকে হবে সেটা বলা যাচ্ছে না। ফলে বিপাকে পড়েছে কলেজগুলি।

ময়নাগুড়ির বিএড কলেজের অধ্যক্ষ অসীম রায়ের কথা, 'আমরা পড়েছি মহাসমস্যায়। কী করব বুঝতে পারছি না। রেজিস্ট্রেশনের জন্য সশরীরে কাগজপত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইন মেনে দ্রুত পদক্ষেপ করুক। নইলে বিনা কারণে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সমস্যায় পড়বে। তাদের ফল প্রকাশ পিছিয়ে যাবে এবং চাকরির পরীক্ষায় বসার সুযোগও নষ্ট হতে পারে।'

উপাচার্যের বক্তব্য, 'আমার চেম্বারে ঢুকে আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ক্যাম্পাসের গেটের বাইরে মাইকে অনবরত হুমকি দিচ্ছেন কয়েকজন কলেজ মালিক। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েছি সাময়িকভাবে ক্যাম্পাস বন্ধ রাখতে। সবটাই মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার প্রত্যেককে জানিয়েছি। নিজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাকর্মী, আধিকারিক প্রত্যেকের নিরাপত্তার স্বার্থেই ক্যাম্পাস বন্ধ রাখা হয়েছে।' এরপর দশের পাতায়

শিক্ষায় অশনিসংকেত

- সোমবার থেকে উত্তরের ৭০টিরও বেশি বিএড কলেজে রেজিস্ট্রেশন শুরুর কথা
- ৪ ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা বিএড কলেজগুলিতে
- এখনও বহিরাগত পরীক্ষকদের তালিকা পায়নি কলেজগুলি
- উপাচার্য বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেওয়ায় পড়ুয়া ও কলেজগুলি দিশেহারা

শান্তিনগরের বিনয় মোড়ে বাড়ির অবৈধ অংশ ভেঙে দিচ্ছেন পুরকর্মীরা। শুক্রবার।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙায় বেসুরো কাউন্সিলার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে নতুন অস্বস্তিতে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম। দিনের শেষে দলেরই কাউন্সিলার অভিযানকে 'আই ওয়াশ' বলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন। তবে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা সরাসরি পুরবোর্ডের ঘাড়ে দোষ চাপাননি। বরং ঘুরিয়ে নাম না করে দায় চাপিয়েছেন পুরনিগমের এক আধিকারিকের ওপর। তাঁর বক্তব্য, 'মেয়রকে অন্ধকারে রেখে পুরনিগমের এক আধিকারিক অবৈধ নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে বেনিয়ম করছেন। বিষয়টি পুরবোর্ডে জানাব। যতটা অবৈধ নির্মাণ রয়েছে তা না ভেঙে পুরকর্মীদের দিয়ে কিছু অংশ ভাঙানো হয়েছে। গোটাটাই আই ওয়াশ।' ফোনে সংযোগ না পাওয়ায় এ ব্যাপারে মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'আইন মেনেই তো ভাঙার ব্যবস্থা করা হয়। সেটা আইনের মধ্যে থেকেই করতে হয়। কতটা ভাঙা হয়েছে, কী হয়েছে তা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলারের সঙ্গেও কথা বলব।'

এর আগেও অবৈধ নির্মাণ ভাঙা নিয়ে তৎকালীন তৃণমূল কাউন্সিলার, বর্তমানে বিজেপি নেতা নান্টু পালের সঙ্গে পুরনিগমের বিরোধ বাধতে দেখা গিয়েছিল। প্রকাশ্যেই পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন নান্টু। এবার কি ৩৬-এর কাউন্সিলারও সেই পথে, এমনই চর্চা শুরু হয়েছে শহরে। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই নিয়ম মেনে কাজের কথা জানিয়েছেন পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের সহকারী বাস্তুকার ব্রিজীৎ আইচ। তাঁর বক্তব্য, 'বিল্ডিং নির্মাণে বেনিয়ম খুঁজে পেয়েই পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

বিতর্ক এবং রঞ্জন শীলশর্মা শিলিগুড়ির রাজনীতিতে যেন সমার্থক। দলের মধ্যেই গুঞ্জন, বিতর্ক ছাড়া তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন না। প্রায়শই মাসিক অধিবেশনে এমন তিনি 'কাণ্ড' করেন যে তিনি শাসকদলের না বিরোধীপক্ষের বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

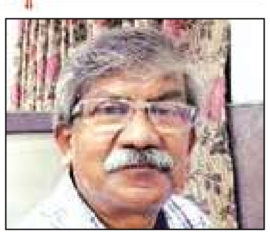

চোর চোর ধ্বনিতে বঙ্গ রাজনীতির নয়া ন্যারেটিভ

গৌতম সরকার

দিনরাত বাংলায় শুধু চোর চোর চিৎকার। গোরু চোর, কয়লা চোর, বালি চোর, চাল চোর। কারও মুখে শুনি, পার্থ চোর, জ্যোতিপ্রিয় চোর, অনুব্রত চোর। পিসি-ভাইপো চোরও শুনি। পালটা মোদি চোর, শা চোর স্লোগান ওঠে। সবাই যদি চোর হয়, আমরা আছি কোথায় বলুন তো? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের চারপাশে বোধহয় শুধুই চোরেদের বসবাস। বিভ্রম হয়, আমরা আম পাবলিকও কি তাই? চোরে চোরে মাসতুতো ভাই যে রকম হয় আর কী।

'অক্ষমের নিষ্ফল আক্রোশ' বলে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। বঙ্গে বিজেপি নেতাদের কাণ্ডকারখানা দেখলে প্রবাদটির ভাবসম্প্রসারণ করা যায়। সবসময় যেন একটা চিড়বিড়ানি ভাব। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা শব্দবন্ধনীটা যেন উঠেই গিয়েছে। শুধু তৃণমূল সম্পর্কে গরম গরম কথা আর অকথা-কুকথার স্রোত। হঠাৎ হঠাৎ এমন এমন কর্মসূচি, যাকে অন্তত রাজনৈতিক কর্মসূচি বলার উপায় থাকে না। তাঁরা যা করেন বা বলেন, তাতে পরিকল্পনার ছাপ কিছু থাকে না।

এখানে-ওখানে কিছু শোর মচানোই যেন এই নেতাদের একমাত্র কাজ। তিনদিন আগের কথাই ধরুন না। কলকাতায় অমিত শা'র সভার দিন বিধানসভা চত্বরে তৃণমূলের পূর্ব ঘোষিত ধর্না চলছিল। হঠাৎ ওই চত্বরে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী কথা নেই, বার্তা নেই আচমকা একাই চোর চোর চিৎকার জুড়ে দিলেন। তারপর বিধানসভায় উপস্থিত দলের এরপর দশের পাতায়

বাড়ি ফিরতেই মানিককে ঘিরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

তুষার দেব ও খোকন সাহা

দেওয়ানহাট ও বাগডোগরা, ১ ডিসেম্বর : কী হতে পারে জানাই ছিল। হলও তাই। মানিক তালুকদার বাড়ি ফিরেই রীতিমতো 'সেলেব্রিটি'। তাঁকে একটিবার ছুঁয়ে দেখতে সবাই উন্মুখ। এমনটা অবশ্য হওয়ারই কথা। টানা ১৭ দিন পাঞ্জা লড়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে হারানো তো মুখের কথা নয়। নিজের ডেরায় ফেরার পর তাঁকে ঘিরে সবার উচ্ছ্বাস দেখে তাঁর সহজ সরল স্বীকারোক্তি, 'সবার ভালোবাসার জেরেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছি। আজীবন এই ভালোবাসার মর্যাদা রাখব।'

মানিকরা কীভাবে উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারায় অন্ধকার সুড়ঙ্গে টানা ১৭ দিন কাটিয়ে মুক্তি পেয়েছেন তা এতদিনে সবারই জানা। তারপর থেকে এলাকা ঘরের ছেলের ঘরে ফেরার প্রহর গুনছিল। তাঁকে নিয়ে শুক্রবার বেলা ৫টা বেজে ৪০ মিনিট নাগাদ দুধসাদা এক গাড়ি যখন তুফানগঞ্জের বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকাডরা গেরগেন্দারপাড়ের তালুকদারবাড়ির সামনে এসে থামল তখন সবার অপেক্ষার অবসান। ব্যান্ড বাজল, আতশবাজি ফাটল। মানিককে নিয়ে আসা গাড়ির চারদিকে শুধুই কালো মাথার ভিড়। ঘরের ছেলেকে সবাই একটিবার ছুঁয়ে দেখতে চান। মানিক কোনওমতে গাড়ি থেকে নামার পর তাঁকে মালা পরিয়ে, মিষ্টিমুখ আর মঙ্গলদীপ জ্বেলে বরণ করে নেওয়া হল। মানিক ছেলে মণি আর স্ত্রী সোমাকে খুঁজছিলেন। তাঁদের দেখতে পেয়েই দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন।

তাঁকে ঘিরে এলাকা এদিন উৎসবে মাতলেও গত কয়েকটা দিন খুবই উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছে। পরিবার তো বটেই, উদ্বেগ গোটা এলাকাকেই একরকম গিলে খেয়েছিল। ১১ নভেম্বর থেকে সেই আঁধারপর্বের সূচনা। ২৮ নভেম্বর সেই পর্বের অবসান। মানিক যে এদিন বাড়ি ফিরবেন তা বৃহস্পতিবার বিকেলের মধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই এলাকায় উৎসব-পর্ব শুরু। ভাইপো বিনয় ও আত্মীয় গৌতম চন্দের সঙ্গে মানিক এদিন বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন। কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, তুফানগঞ্জ-১ ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক অনিরুদ্ধ রায়, বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিক্রম অধিকারী তাঁকে বরণ করে নেন। প্রশাসনের গাড়িতে চেপেই মানিক বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। এদিকে, বাড়িতে তখন জোর ব্যস্ততা। স্বামীর পছন্দের ডাল, আলু ভাজা, বাঁধাকপি ঘণ্ট আর মাছের ঝোল রাঁধতে সোমা তখন খুবই ব্যস্ত। ফুলের মালা, মিষ্টি, আতশবাজি আনতে প্রতিবেশী সঞ্জয় তরফদার, অভিজিৎ রায় সহ অন্যরা ঘনঘন বাজারে ছুটছেন। কেউবা ব্যান্ডপার্টির সঙ্গে যোগাযোগে ব্যস্ত। কাজ থাকলেও এদিন এলাকার কেউই তাতে যুক্ত হননি।

অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এল। বৃদ্ধা শাশুড়ি মঙ্গলদীপ জ্বেলে জামাইয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। নীলিমা তালুকদার প্রিয় কাকাশ্বশুরকে মিষ্টিমুখ করালেন। এরপর দশের পাতায়

গ্রামে যেন উৎসব

- শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ উড়ানে বাগডোগরায় নামেন মানিক
- বলরামপুরের বাড়িতে পৌঁছান বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট নাগাদ
- এতদিন পর মানিককে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত পাড়াপড়শিরা
- আতশবাজি ফাটানোর পাশাপাশি ব্যান্ডপার্টির আওয়াজে মুখর হয় গোটা গ্রাম

প্রতারককে বাঁধল জনতা, পুলিশ দায় ঠেলায় ক্ষোভ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : প্রতারণার অভিযোগে এক রিকশচালককে জনতা ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রেখেছিল। ট্রাফিক পুলিশ তাকে আটক করলেও গ্রেপ্তারের পর প্রতারণাচক্রের বিষয়ে অনেক কিছু জানা যাবে বলে জনতা যখন উত্তেজনায় ফুটছে তখন পুলিশই গোলটা বাধাল। ঘটনাটি কোন থানা এলাকার তা নিয়ে পুলিশ নিজেদের মধ্যেই জোর চর্চা চালাল। পরে কন্ট্রোল রুম থেকে নির্দিষ্ট এলাকার বদলে অন্য এলাকায় পুলিশের গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। সবকিছু দেখে জনতা তো বটেই, ট্রাফিক বুথে সেই সময় বসে থাকা ওই রিকশচালকও অবাক। শেষমেশ পুলিশ অবশ্য নিমাই দাস নামে ওই রিকশচালককে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শুক্রবার শহর শিলিগুড়ি এমনই অবাক করা এক ঘটনার সাক্ষী থাকল।

জেইন আশরফ শিলিগুড়ির একটি শপিং মলে কাজ করেন। কিডনির সমস্যায় ভোগা তাঁর মা গত কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মায়ের জন্য চেয়ার-কমোড কিনতে জেইন গত শুক্রবার সেবক মোড়ে চানাপট্টির গলির উলটোদিকে একটি চিকিৎসা সামগ্রী বিক্রির দোকানে গিয়েছিলেন। সেদিনের ঘটনার বিষয়ে ওই যুবক বলেন, 'ওই দোকানে আমার কাছে ৪০০০ টাকা চাওয়া হয়। কিন্তু আমার কাছে ২৫০০ টাকা ছিল। রাস্তা পার করে চানাপট্টি মোড়ে আসি। এমন চেয়ার-কমোড আর কোথাও পাওয়া যাবে কি না এক রিকশচালকের কাছে জিজ্ঞাসা করি। তার বন্ধুর দোকানে ওই টাকাতেই চেয়ার-কমোড পাওয়া যাবে বলে ওই চালক আমাকে জানায়।' জেইন ওই রিকশায় উঠে বসলে নিমাই নামে ওই চালক তাঁকে বর্ধমান রোডে নিয়ে যায়। নয়াবাজারের কাছে একজন রিকশায় ওঠে। পরে জানা যায়, নিমাইয়ের 'বন্ধু'ই ওই ব্যক্তি।

জেইন জানান, রিকশাটি নয়াবাজারের এক গলির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওই যুবক বলেন, 'রিকশাচালক ও তার বন্ধু মিলে আমার কাছে থাকা ২৫০০ টাকা নিয়ে নেয়। গলির ভেতরে গোডাউন রয়েছে বলে জানায়। সেখান থেকে চেয়ার-কমোড নিয়ে আসবে বলে ওরা আমাকে বলে।' জেইনকে একটি মোবাইল ফোন নম্বর এরপর দশের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ে ঘিরে চাঁদের হাট কার্সিয়াংয়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ভিভিআইপি বিয়ের মেগা ইভেন্টকে ঘিরে সেজে উঠছে কার্সিয়াং। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ে বলে কথা। শুধু পাহাড় নয়, গোটা রাজ্যেই এখন কার্সিয়াংয়ের এই বিয়ের কথা মুখে মুখে ফিরছে। আর এই বিয়েকে ঘিরে কার্যত চাঁদের হাট বসছে। মন্ত্রী, আমলা থেকে শুরু করে রাজ্যের সমস্ত হেভিওয়েটই বিয়ে উপলক্ষ্যে কার্সিয়াংয়ে পা দেবেন। আর তাই শহর শুধু নয়, শহরতলির অলিগলির রাস্তা মেরামত থেকে শুরু করে পথবাতি সারাই করার তোড়জোড় চলছে।

তবে, ভিভিআইপি বাড়িতে নিজের মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন বলে তেমন কোনও উচ্ছ্বাস নেই কার্সিয়াং পুরসভার প্রধান করণিক সুরেন্দ্র কাটোয়ালের। পুরসভায় অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, বিনয়ী হিসাবে পরিচিত সুরেন্দ্রবাবু বলছেন, '৭ ডিসেম্বর বিয়ে। ৪, ৫ তারিখ থেকেই লোকজন আসবেন। মেয়ের বিয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি।'

মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে আবেশের সঙ্গে কার্সিয়াংয়ের মেয়ে দীক্ষা ছেত্রীর বিয়ে। নেপালি মতে ৭ ডিসেম্বর কার্সিয়াং কমিউনিটি হলে বিয়ের আসর বসছে। এই বিয়েতে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রায় সমস্ত মন্ত্রী, আমলা, তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় সমস্ত নেতা-নেত্রী এবং উত্তরবঙ্গের নেতা-নেত্রীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমন্ত্রণ পেয়েছেন দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান সহ কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিকের প্রশাসকও। পুলিশ সূত্রের খবর, ২০০-রও বেশি ভিআইপি-ই বিয়ে উপলক্ষ্যে কার্সিয়াংয়ে আসছেন। এরপর দশের পাতায়

কার্সিয়াংয়ের এই কমিউনিটি হলেই হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।

৭ ডিসেম্বর

নেপালি মতে বিয়ে
কার্সিয়াং কমিউনিটি হলে
রিসেপশন হবে
টি রিসর্টে

জলপরিদের নৃত্যশৈলী এবং বড়দিনের প্রস্তুতি। শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে। -পিটিআই

ভিক্ষায় জমানো ৫০ লক্ষ ত্রাণ তহবিলে দান

চেন্নাই, ১ ডিসেম্বর ঃ পরিস্থিতির চাপে বেছে নিতে হয়েছে ভিক্ষাবৃত্তির পথ। এই ভিক্ষা করেই চলে যায় কোনও মতে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোনওরকম খরচ না করে তিল তিল করে জমিয়েছেন ৫০ লক্ষ টাকা। আর দীর্ঘদিন ধরে ভিক্ষা করে জমানো সেই টাকার পুরোটাই এই ব্যক্তি দান করেছেন সরকারি তহবিলে। করোনা অতিমারির পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে সরকারি দপ্তরে টাকা দান করে এসেছেন তিনি।

কথা হচ্ছে, তামিলনাড়ুর পুলপান্দিয়ানকে নিয়ে। ৭২ বছরের এই বৃদ্ধের জীবিকা বলতে ভিক্ষাবৃত্তি। অন্যের সাহায্য দিয়েই দিন কাটে তাঁর। ওই বৃদ্ধ জানিয়েছেন, ২০২০ সালে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর আয়োজিত করোনা ত্রাণ তহবিলে সর্বপ্রথম ১০ হাজার টাকা দান করেন তিনি। এরপর থেকে সেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি দেখে সরকারি অফিসে দান করে আসতেন তিনি। শুধুমাত্র ত্রাণ তহবিল নয়, শ্রীলঙ্কার তামিলদের সাহায্য করতে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্যও টাকা দিয়েছেন তিনি। সমাজসেবার জন্য ২০২০ সালে তামিলনাড়ু সরকারের তরফেও সম্মানিত করা হয়েছে তাঁকে।

পিতৃহারা মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন ট্রাক মালিকরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১ ডিসেম্বর ঃ বাবা প্রয়াত হয়েছেন। মা অন্যের বাড়ি কাজ করে দু'মুঠো ভাত জোটান। মেয়ের পড়াশোনার খরচ জোটানোর সামর্থ্য নেই তাঁর। তাই একাদশ শ্রেণিতেই পড়াশোনায় দাঁড়ি টেনে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছিল মেয়েটি। তবে এগিয়ে এল বীরপাড়া ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার থেকে বীরপাড়ার মহাকালপাড়ার বাসিন্দা জেসুইট গারি নামে মেয়েটির পড়াশোনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিল তারা। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোতি খান বলেন, 'শুধু দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্তই নয়। মেয়েটির আজীবন পড়াশোনার দায়িত্ব বহন করবে আমাদের সংগঠন।' সহ সভাপতি জীবন ভুজেল জানান, প্রয়োজনীয় খরচ প্রতি মাসের ৫ তারিখে মেয়েটির পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

জেসুইট গারিকে খাতা-কলম দিচ্ছেন ট্রাক মালিকরা। শুক্রবার।

জেসুইটদের বাড়ি ছিল ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা বাগানে। ১২ বছর আগে তার বাবা জুয়েল গারি মারা যান। এর বছর দুয়েক পর পাঞ্জাব আলিকে বিয়ে করেন জেসুইটের মা সুদি খালকো গারি। তবে এবছরের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান পাঞ্জাব। বিপাকে পড়েন সুদি। জেসুইট ছাড়াও ১৪ বছর ও ৮ বছরের দুটি পুত্রসন্তান রয়েছে তাঁর। বড় ছেলেটি পড়াশোনার পাট চুকিয়েছে পঞ্চম শ্রেণির পরই। ছোটটি প্রাথমিকের পড়ুয়া। জোটেনি সরকারি প্রকল্পের ঘর। ঘুপচি ঘরের একটি কক্ষে চারজনের বাস। পরিবারটির কারও র‍্যাশন কার্ডও নেই। জেসুইটের মা সুদি জানান, শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে কয়েক বছর তাঁরা কেরলে ছিলেন। ফলে র‍্যাশন কার্ড তৈরি করানো হয়নি। তিনি বলেন, 'ভাত জোটানোই মুশকিল। মেয়েকে পড়াব কী করে? তবে ট্রাক মালিকরা আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। এতে আমি কতটা খুশি বলে বোঝাতে পারব না।'

শুক্রবার ট্রাক মালিকদের সংগঠনের অফিসে জেসুইটকে খাতা, কলম ও দুই মাসের টিউশন ফি বাবদ প্রয়োজনীয় টাকা দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক উৎপল রায় বলেন, 'মানবিক কারণেই ওই পদক্ষেপ করা হয়েছে।' পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যদের র‍্যাশন কার্ড তৈরি করাতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবে সংগঠন। জেসুইটের বক্তব্য, 'আমি ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি পড়তে চাই। আমি শিক্ষিকা হতে চাই।'

চা দোকানির ছেলের নেশা বন্যপ্রাণ রক্ষা

সিলেট, ১ ডিসেম্বর ঃ 'আমার ছেলে ঘরের খেয়ে বনে মোষ চরায়।' নিজের ছেলের বিরুদ্ধে এই আক্ষেপ ঝরে পড়ল বাবা ভানু হাজরার গলায়। আর বলবেন নাই বা কেন। ছেলের কাজ হল, পাখিদের ছবি তোলা, বিপন্ন বন্যপ্রাণ রক্ষা ও গাছ লাগানো। চা দোকানির ছেলে কাজল হাজরা ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার। তাঁর ছবির তালিকায় রয়েছে বিরল প্রজাতির কালো বাজ পাখি, বড় খোঁপা ডুবুরির মতো অনেক পাখি। শ্রীমঙ্গলের ভাড়াউড়া চা বাগানের বাসিন্দা কাজল পাখি ও বন্যপ্রাণীর ছবি তোলেন। বিপদগ্রস্ত বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে শুশ্রূষা করেন, পাখিদের জন্য গাছ লাগান এবং পরিবেশ সচেতনতা তৈরিতে জনসচেতনতামূলক প্রচার করেন। সবই করেন নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে। পরিযায়ী পাখির খোঁজে হাওরেও ছুটে যান কাজল। ছুটে যান বিপন্ন প্রাণী উদ্ধার করতে।

সম্প্রতি সপ্তম শ্রেণির একটি সহায়ক বইয়ে স্থান পেয়েছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষক হিসেবে বাহুতে বক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছবি সহ কাজল হাজরাকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন। চা কলোনিতে নিজের হাতে ৬০টি গাছের চারা লাগিয়েছেন কাজল। আশা, কিছুদিন পরই এই গাছগুলি বড় হবে। আর সেই গাছে আরও পাখি এসে বসবে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৬৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৬৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

রাজ্যে সেরা কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর ঃ কলা উৎসবে লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজ্যে প্রথম হল কোচবিহার শহরের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। গত ২৯ নভেম্বর কলকাতার সল্টলেকে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ২৪টি জেলার স্কুলকে হারিয়ে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা ঘোষ স্কুলকে এই পুরস্কার এনে দেয়। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সহ গোটা কোচবিহার জেলায় খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। খুব শীঘ্রই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় যাবার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে স্কুল।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে প্রতি বছর রাজ্যের সমস্ত স্কুলগুলিকে নিয়ে কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বিভিন্ন বিভাগে জেলা স্তরে যে স্কুলগুলি প্রথম হয়। তাদের নিয়ে আবার রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা হয়। এবারও এই উৎসবে জেলার বিভিন্ন স্কুলগুলি অংশ নেয়। তাতে লোকনৃত্য বিভাগে প্রথম হয়েছিল কোচবিহারের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। গত ২৯ নভেম্বর কলকাতার সল্টলেকে সেই কলা উৎসবের রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা হয়। এ বিষয়ে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুচিস্মিতা চক্রবর্তী বলেন, 'কলা উৎসবের রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় কলকাতায় লোকনৃত্য বিভাগে আমাদের স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা ঘোষ বিহু নৃত্য করে স্কুলকে প্রথম পুরস্কার এনে দেয়। এতে আমরা খুবই খুশি। পাশাপাশি অঙ্কিতার এই পুরস্কার পাওয়ার পেছনে স্কুলের গাইড টিচার তমালিকা সরকার তাকে প্রচণ্ড সহযোগিতা করেছেন। খুব শীঘ্রই আমরা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাব।'

এদিকে, স্কুলকে প্রথম পুরস্কার এনে দিতে পেরে খুশি অঙ্কিতা নিজেও। সে জানায়, স্কুলকে প্রথম করতে পেরে তার খুবই ভালো লাগছে। তবে গাইড টিচারের সহযোগিতা ছাড়া তার পক্ষে এই পুরস্কার পাওয়া সম্ভব হত না বলেও জানিয়েছে অঙ্কিতা।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভূষণের শ্রাদ্ধের খরচ জোগালেন ইমরানরা

লালগোলা, ১ ডিসেম্বর ঃ 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এই কথাটাই যেন মূর্ত হয়ে উঠল। জাত, ধর্মের চেয়ে বড় হয়ে উঠল মানবিকতা। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। স্বামী ভূষণ মণ্ডলের অকালমৃত্যুতে দিশেহারা স্ত্রী পূর্ণিমার পাশে দাঁড়ালেন ইমরান, মাসুদ, কারান, সফিকুল, ইমদাদুলেরা, শ্রাদ্ধের যাবতীয় খরচ দিলেন তাঁরা। লালগোলার বিরামপুরে ভূষণের বাড়িতে হিন্দু ধর্মীয় মতে শ্রাদ্ধ থেকে শুরু করে শ্মশানযাত্রী ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানোর আয়োজন ও বিকেলে নামসংকীর্তন, সবই সামলালেন ইমরান, মাসুদরাই।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য ইমরান, মাসুদরা। এভাবে কোনও মৃতের শেষ ক্রিয়া সম্পাদনের কথা ভাবেননি কখনও। ইমরান জানান, বছর ৩৫ বয়সের ভূষণ অসুস্থ ছিলেন। বাড়িতে মানুষ বলতে দুই নাবালক পুত্র আর স্ত্রী। ইটভাটায় দিনমজুরের কাজ করতেন ভূষণ। ১৮ নভেম্বর হঠাৎই মৃত্যু হয় তাঁর। শ্রাদ্ধাদি করার সামর্থ্য ছিল না তাঁদের। এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে এই দুর্দশার কথা জানতে পারেন ইমরানরা। এরপরই বিরামপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁদের দুরবস্থার ছবি। ইমরান বলেন, 'তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম ভূষণের শেষ ক্রিয়া হিন্দু মতে স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই করা হবে, দায়িত্ব নেব আমরা।' সেদিন থেকেই পরিবারের সব দায়িত্ব নেন ইমরানরা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Last date of bid submission for Tender ID: 2023_WBPWD_602695_1 is extended upto 05.12.2023 (12:00 Hrs.). Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.pwdwb.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T24325(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.Q. No-WBIW/SDO/M.Inv.S.D./ eNIQ-02/2023-24, Dated : 01.12.2023
On behalf of the Governor of W.B., the Sub Divisional Officer, Malda Investigation Sub Division, Green Park, Malda invites online e-quotation. Online bid submission end date:-11.12.2023 till 13:00 Hours IST. Details may be seen in the website www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in Sd/ Sub Divisional Officer, Malda Investigation Sub Division. ICA-T24354(4)/2023

Abridged E-Tender Notice
Tender for **eNIT No.- 5065/B.D.O, dated - 01/12/2023** of Block Dev. Officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **15/12/2023**. The details of eNIT may be viewed & downloaded from the **website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
B.D.O

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Div, P.H.E. Dte, Kalimpong on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/10/EE/NKWSMD OF 2023-24. (2nd Call) (SL. NO. 01) and ID: 2023_PHED_610911_1 for GROUND WATER RESERVOIR HAVING CAPACITY OF 20 ML SONADA TO ACCOMMODATE TWO VILLAGES UNDER SUKHIA POKHRI BLOCK WITHIN DARJEELING DISTRICT UNDER KURSEONG DIVISION. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 27.12.2023 at 2.00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T24352(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
e-NIT No. WBIW/EE/TBED/e-NIT-19/2023-24
Separate Tenders are invited by the Executive Engineer, Teesta Barrage Electrical Division on behalf of the Governor of West Bengal from eligible & resourceful contractors having sufficient credential and financial capability for execution of similar nature of work. Bid Submission start date: 29-11-2023 at 18:00 Hrs. Bid Submission end date: 08-12-2023 up to 15:30 Hrs. Tender ID: 2023_IWD_609466_1, 2023_IWD_609466_2, 2023_IWD_609466_3, 2023_IWD_609466_4, 2023_IWD_609466_5, 2023_IWD_609466_6, 2023_IWD_609466_7. Detailed information regarding the e-NIT will be available in the Website: www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in Sd/- SANDIP ROY, Executive Engineer, Teesta Barrage Electrical Division, Tinbatti, Siliguri. ICA-T24280(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
West Bengal Tourism Development Corporation Ltd
Mainak Tourism Property Complex
Hill Cart Road, Siliguri
PO-Pradhan Nagar, Dist.- Darjeeling.
Abridged Tender Notice
e-NIT No-30/EE (North)/WBTDCL OF 2023-24
Tender Id : 2023_WBTDC_603966_1 to 2023_WBTDC_603966_2
Executive Engineer, WBTDCL invites following two e-tender for the Work **1.** Painting and other allied works of elevated structure for water storage tank including replacement of one PVC tank and construction of DG set at Batabari Tourism property in the district of Jalpaiguri. **2.** Support for beam below Wooden Block in Aranya Tourism Property (Earlier Jaldapara Tourist Lodge) in the dist of Alipurduar under WBTDCL. Bid submission start date 30.11.23 from 11:00 Hrs. & Bid submission ends date: 08.12.23 up to 05:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website & notice board only. Details of Notice, tender documents, Work details and others can be obtained from the website www.wbtenders.gov.in & www.wbtdcl.com or office notice board. Sd/- Executive Engineer, WBTDCL, Siliguri. ICA-T24299(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE-I
E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, PHE Dte. On behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/e-NIT-32/2023-24 (2nd call) and ID: 2023_PHED_603539_1 to 2023_PHED_603539_3 for FHTC and Water distribution network in Jalpaiguri Division, P.H.E Dte. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 02.12.2023 upto 16:00 Hours. Sd/-for Executive Engineer, Jalpaiguri Division, PHE Dte. ICA-T24304(4)/2023

ABRIDGED NIT
On behalf of Pardeonapur Sovapur Gram Panchayat of Kaliachak III Block under Malda dist. invites bids through e-tendering process for **Tender ID - 2023_ZPHD_609634_1, 2023_ZPHD_609221_1 to 2023_ZPHD_609221_13** the tender values (Including GST & L.Cess) are details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Pardeonapur Sovapur GP
Kaliachak-III, Malda

হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৪৩/ডব্লিউ-২/ এপিডিজে. তারিখঃ ২৯-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৫৮-এপি-I-২০২৩। কাজের নাম ঃ ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত জোরাই (৩ টি পিএফ), শামুকতলা রোড (৩ টি পিএফ) এবং তুফানগঞ্জে (৩ টি পিএফ) ভ্যাকুয়াম ডিওয়াটারিং কংক্রিট ফ্লোর সারফেস সহ হাই লেভেল প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৪৪,৪৭,২৪৭.০৬ টাকা, বায়নার ধনঃ ৫,৭২,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২২-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২২-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

১২ এম প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিএস_৫১_২০২৩-২৪/কে, তারিখঃ ২৯-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ঃ ইএল_জিএস_৫১_২০২৩-২৪, কাজের নাম ঃ "এবিএসএস ঃ-কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত ঠাকুরগঞ্জে ১২ এম প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করা" (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৩,৯৬,৭৬৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,০৭,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২১-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাসবেস্ট্যাস শীটের প্রতিস্থাপন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৪৪/ডব্লিউ-২/ এপিডিজে তারিখঃ ২৯-১১-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. ৫৯-এপি-I-২০২৩। কাজের নামঃ নিউ কোচবিহারঃ ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে নিউ বানেশ্বর (৩ টি প্ল্যাটফর্ম) এবং শ্রীরামপুর অসমে (২ টি প্ল্যাটফর্ম) ভ্যাকুয়াম ডিওয়াটারিং কংক্রিট ফ্লোর সারফেস সহিত উক্ত স্তরীয় প্ল্যাটফর্মের নির্মাণের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের মেরামতী এবং বাহুল্য বৃষ্টিজল পরিত্রাণ বাহনের জন্যে শেডের ব্যবস্থা করা সহিত গ্যালভানিজিম প্রফাইল শীটের সঙ্গে এফওবি এবং পিপি শেডের ওপরে অ্যাসবেস্টস শীটের প্রতিস্থাপন। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৫৭,৪৮,৪৭৩.৪৬ টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৭৮,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ২২-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২২-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহিত সম্পূর্ণ সবিশেষ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/আরএনওয়াই/টিএন/২৫/২০২৩-২৪/ তারিখঃ ২৯-১১-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. আরএনওয়াই-ইএল-টি-২৫-২০২৩-২৪। কাজের নামঃ মেন্দিপথার রেলওয়ে স্টেশনকে বিশ্ব মানদণ্ডের স্টেশন পর্যন্ত পুনর্বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৫,১৩,৭৭,১২৫.৩৪ টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,০৭,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Govt. of West Bengal
Office of the District Registrar, Balurghat
District - Dakshin Dinajpur
NOTICE
Memo no. - 417 Date - 30.11.2023
In pursuance of **Memorandum No. 1523-F.T./Fin-34012(21)/87/2021-REV SEC dated 29.08.2023** of the Finance (Revenue) Department, Government of West Bengal, applications are invited from the retired eligible Government employees to fill up the vacant Group B posts by re-engagement on contractual basis in the Registration Offices under the Directorate of Registration and Stamp Revenue, West Bengal. Last date of **receiving application is 18th December 2023**.
For the Application Format and the applicable terms and conditions the applicants may visit the Official Website **www.wbregistration.gov.in**
By Order /-
District Registrar,
And Convener,
Selection Committee for the District of Dakshin Dinajpur

TENDER NOTICE
E-tenders are invited for :
1) Distribution of free spectacles to beneficiaries under SES and Customize Glasses for Elder Persons under NPCB and VI Programme, Kalimpong (2nd Call) (Last date 15.12.2023 within 05.30 PM.
2) Construction of Main Gate and boundary fencing at CMOH Office, Kalimpong GTA (last date 15.12.2023) within 05.30 PM.
3) Minor Repair and Renovation of AYUSH HWC at Aligarh PHC (last date 15.12.2023) within 05.30 PM
4) Minor Repair and Renovation of AYUSH HWC at Gairibas SHD (last date 15.12.2023) within 05.30 PM.
5) Setting up of Addtional New Day Care Chemotherapy Centre at Kalimpong District Hospital, Kalimpong, GTA. (last date 16.12.2023) within 11.00 AM.

For details visit : www.wbtenders.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong.
Email : cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/-
CMOH & Member Secretary, DH & FW Samiti, Kalimpong

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT
Details of the Children :-

Name	Age	Sex	Details (Height, Weight and complexion)	Photo	
				Before	Present
Sushmita Das	10 years	Female	Height : 140.5 CM Weight : 33 KG Complexion-Medium Dark	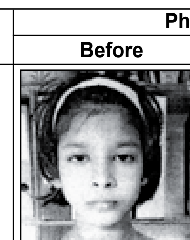	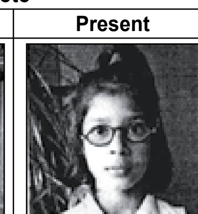
Mamita Kumari	12 Years	Female	Height : 139.9 CM Weight : 34 KG Complexion-Dark		
Bipta Munda	12 Years	Female	Height : 137 CM Weight : 37 KG Complexion-Dark		

At present the baby is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Darjeeling at Edith Children Home for Girls, Darjeeling.
Any legal claimant of this child may contact within 120 days in the following address during working days with valid documents.
District Child Protection Unit/Child Welfare Committee, Darjeeling
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling

বিক্রয়
জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়াতে দুটো ঘর সহ পৌনে চার কাঠা জমি বিক্রি হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 8158840371. (C/107948)

জ্যোতিষ
শত্রুদমন সহ A to Z সমস্যার স্থায়ী সমাধান। আচার্য্য শ্রী. জে এন শাস্ত্রী। শিলিগুড়ি, আলিপুর, কোচবিহার। (M) 8335830322. (C/108275)

চলচ্চিত্র
নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 7595865299. (C/108267)

অ্যাফিডেভিট
৩০/১১/২০২৩ তুফানগঞ্জ নোটারিতে অ্যাফিডেভিট করে মির্জা পায়েল থেকে পায়েল দাস হলাম। পিতা রাজু দাস, গ্রাম-অন্দরানফুলবাড়ি, পো: ছাটফুলবাড়ি, থানা-তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার। (D/S)

•

৩০/১১/২০২৩ তুফানগঞ্জ নোটারিতে অ্যাফিডেভিট করে মির্জা জুঁই থেকে জুঁই দাস হলাম। পিতা রাজু দাস, গ্রাম-অন্দরানফুলবাড়ি, পো: ছাটফুলবাড়ি, থানা-তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার। (D/S)

কর্মখালি
Content Writing, Salary : 15000-20000/- Falakata, Alipurduar. Call : 8927739405. Walk-in-Interview : 5/12/2023 at 1 pm. (B/S)

•

Ratna Bhandar Jewellers-Store Manager Required Min. 3 years' experience, B.Com., Resume@76991-13720.

•

নামী সিকিউরিটি কোম্পানিতে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M :-8370895152. (C/108273)

•

Ratna Bhandar Jewellers-Dhupguri Store. Sales Staff Required, Min. 2 years' experience, Resume@76991-13720.

•

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108277)

Required
Salesman (Male) for Retail Garments Showroom at Siliguri. Contact :-9800099077. (C/108268)

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar, West Bengal-736165
Advt. No. UBKV/Rect./05/2023
Dated 01.12.2023
Walk-in-Interview will be held for Part-Time Guest Lecturer in Mathematics on purely temporary basis for Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Pundibari. Details are available in the University website **www.ubkv.ac.in**
Date : 01.12.2023 **Registrar (Actg.)**

TENDER NOTICE
Sealed tenders are invited by the Prodhan, Hamidpur Gram Panchayat, Malda on behalf of the Governor of W.B. from the bonafide Contractor / Agencies for the work having experience in similar nature of work detailed given in **NIET No. - 8/23-24, & 9/23-24, all are Dt. 30.11.2023.** The **last date** of **Bidding is 08.12.2023 up to 12:00 Hours.** Further details will be available in the website **www.wbtenders.gov.in** or in the office of the undersigned.
Sd/-
Prodhan
Hamidpur G.P., Malda

Govt of west Bengal
OFFICE OF THE P.O.-CUM-D.W.O.B.C.W. & TD, MALDA
NOTICE INVITING e-TENDER
P.O.-CUM-D.W.O.B.C.W, & TD, MALDA,invited Percentage rate tender **e-N.I.T No. 16/BCW (MLD)/2023-24, Dated 29.11.2023** for sinking of Tubewell (Mark-II) under Gazole Dev. Block, Malda. **Last date of submission of Online Bid is on 09.12.2023** up **to 10:00 a.m.** Details information will be avalila at **http://wbtenders.gov.in. http://malda.gov.in** and at Notice Board. of the office of the undersigned.
Sd/-
P.O.-cum.-D.W.O.,
B.C.W. & TD, Mald
Memo No : 1081(2)/DICO/MLD. dt 01/12/2023

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এ রাজ্যেই স্থায়ী কাজের আবেদন মানিকের

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১ ডিসেম্বর : রাজ্য সরকার আমাদের পরিবারের জন্য কোনও স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করলে আর ভিনরাজ্যে যেতে হবে না। শুক্রবার বাড়িতে ফিরে এই কথা বললেন মানিক তালুকদার। তাঁর পরিচয় আর নতুন করে দেওয়ার নেই। উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারায় নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে বাকি ৪০ জন শ্রমিকের সঙ্গে টানা ১৭ দিন বন্দি ছিলেন মানিক। গত ২৮ নভেম্বর ৪১ জনই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে নবজীবন পান।

অভাবের তাড়নায় ২০০৭ সালে বাড়ি ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে সিকিমে পাড়ি দেন মানিক। পরবর্তীতে ২০১৮ সাল থেকে উত্তরাখণ্ডে কর্মরত ছিলেন তিনি। এই সময়কালে তাঁর স্ত্রী সোমা, পুত্র মণি বারবার অনুরোধ করেছেন ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরে এখানকার কোনও কাজে যুক্ত হতে। যদিও তা গ্রাহ্য করেননি মানিক। ভিনরাজ্যে তাঁর উপার্জিত অর্থেই চলছিল সংসার। কিন্তু তিনি সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনার কবলে পড়তেই তাঁর স্ত্রী, পুত্র সহ আত্মীয়রা সিদ্ধান্ত নেন এবার ফিরলে আর ভিনরাজ্যে যেতে দেবেন না প্রিয়জনকে। কিন্তু এই কথা মেনে নিলে তাঁর সংসার যে অচল হয়ে যাবে তা ভালোই জানেন মানিক। এদিন বাড়িতে ফেরার পর মানিকের কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি কি ফের ভিনরাজ্যে ফিরবেন? এর উত্তরে তিনি জানান, অন্যান্যদের মতো তিনিও বাড়িঘর, পরিবার ছেড়ে ভিনরাজ্যে থাকতে চান না। কিন্তু উপার্জনের কথা ভেবে সম্পূর্ণ নিরুপায়। ছেলে মণি বিএ পাশ করে ঘরে বসে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর পরিবারের জন্য কোনও স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করলে আর বাইরে যেতে হবে না। মানিকের স্ত্রী সোমাও স্বামীর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত। তিনি বলেন, 'ওঁরও তো বয়স হচ্ছে। আর কতদিন বাইরে বাইরে থাকবেন? রাজ্য সরকার যদি আমাদের পরিবারের জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করে তাহলে ভীষণ উপকৃত হব।'

পলি জমে বিপন্ন তিস্তার বিস্তীর্ণ অঞ্চল

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ১ ডিসেম্বর : পলি পড়ে তিস্তার নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। বাঁধের ওপারে তিস্তার থেকে বর্তমানে কয়েক ফুট নীচে গ্রামের অবস্থান। আর ওই বাঁধের নীচ দিয়েই জল চুইয়ে ক্রান্তি ব্লকের প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা কৃষিজমিতে জল জমেছে। ওই জলাজমিতে কৃষিকাজ করতে না পেরে আর্থিক ক্ষতির মুখে ব্লকের হাজার সাতেক কৃষক। সমস্যা সমাধানের কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না প্রশাসন থেকে স্থানীয় কৃষক কেউই। সবজি চাষের বদলে ওই সমস্ত জমি পুকুরে রূপান্তরিত করে মাছ চাষের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।

নদীর নাব্যতা হ্রাসের জের

- অক্টোবরে সিকিমে বিপর্যয়ের পর ক্রান্তি ব্লকের বহু জমিতে জল ঢুকে যায়
- ক্ষতির মুখে ৭ হাজার কৃষক
- ব্লকের চ্যাংমারি, চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়েছে
- আনুমানিক ৫ থেকে ৭ হাজার টাকার ক্ষতির আশঙ্কা কৃষিক্ষেত্রে

তিস্তার জল ঢুকেছে চ্যাংমারির কৃষিজমিতে।

সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে গত অক্টোবর মাসে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা এলাকায়। সেই বন্যায় তিস্তা নদীতে বালির এতটাই প্রলেপ পড়েছে যে, তাতে তিস্তা নদীর নাব্যতা কয়েকগুণ হ্রাস পেয়েছে। তাতেই তিস্তা নদী থেকে গ্রামের উচ্চতা কমে গিয়েছে। ফলে এলাকার কয়েক হাজার কৃষক সমস্যায় পড়েছেন।

ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি, ক্রান্তি ও চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে তিস্তা নদী। যার বাঁধের পাশেই দীর্ঘদিন থেকে কৃষিকাজ করে জীবিকানির্বাহ করে এলাকার কয়েক হাজার কৃষক। কিন্তু বন্যার পর থেকে ওই কৃষিজমি আর চাষাবাদের উপযোগী নেই বলে দাবি স্থানীয় কৃষকদের। স্থানীয় চেংমারি ডাঙ্গাপাড়া এলাকার কৃষক জীবন সরদার বলেন, 'বাঁধ লাগোয়া এলাকায় আমার পাঁচ বিঘা জমি রয়েছে। প্রতি বছর এই সময় জমিতে বেগুন, লংকা, মুলো ও অন্য শাকসবজি চাষ করতাম। কিন্তু এবছর জমির প্রায় ৫০ শতাংশ এলাকায় তিস্তার জল দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক রতন শীল, মহম্মদ হাবিবুর, ক্রান্তি এলাকার কৃষক রতন সরকার, শিবেন সরকাররা জানান, গ্রামের হাজার হাজার বিঘা জমিতে তিস্তার জল রয়েছে। যে সামান্য জমিতে জল নেই, তাতে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'পরিস্থিতি কীভাবে স্বাভাবিক হবে, বোঝা যাচ্ছে না। প্রাথমিক অনুমান, প্রায় পাঁচ-সাত কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'বিষয়টি সত্যি উদ্বেগের। তবে বিষয়টি আমার জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে কী করা যায় দেখা হবে।'

মাল ব্লক কৃষি আধিকারিক অনুরুচি বর্মন বলেন, 'প্রাথমিকভাবে বিষয়টি নিয়ে একটি সার্ভে করা হয়েছে। জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।' যদিও এই জমি আর স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ময়নাগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান মধুসূদন কর্মকার বলেন, 'তিস্তা নদীর এত বড় অংশজুড়ে ড্রেজিং করা প্রায় অসম্ভব। ফলে নদীর নাব্যতা বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই এলাকার কৃষকদের উচিত ওই সমস্ত জমিতে পুকুর খনন করে মাছ চাষ করা। তাহলেই কিছুটা হলেও সমস্যার সমাধান হতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'তিস্তার নাব্যতা বেড়ে যাওয়ায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। জল চুইয়ে গ্রামের কৃষিজমিতে প্রবেশ করছে। এই সমস্যা সমাধানের কোনও রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

পর্যটনে ট্যাক্সি সার্ভিসে আশার আলো নিগমে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : কর্মীসংকটের জেরে একের পর এক রুট বন্ধ হচ্ছে। রয়েছে বাসের বড় ধরনের ঘাটতি। হতাশার অন্ধকারের মধ্যেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার ঘটাচ্ছে গত এপ্রিল থেকে চালু করা ট্যাক্সি সার্ভিস। কম খরচে গোটা বাস বুক করে লাটাগুড়ি, ডুয়ার্স, দার্জিলিংয়ের মতো নিগম নির্ধারিত রুটে যাওয়ার সুবিধা থাকায় বড় বড় পর্যটকের দলের নজর পড়েছে এই সার্ভিস।

নিগম থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, ছুটির মরশুমগুলোকে সামনে রেখেই এই ট্যাক্সি সার্ভিস শুরু হয়েছে। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের এই পরিষেবায় পঞ্চাশের বেশি বাস বুকিং হয়েছে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত ২০টিরও বেশি বাস বুকিং হয়েছে। দুটো পর্যায় মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকারও বেশি আয়ের মুখ নিগম দেখেছে বলে জানাচ্ছে বুকিংয়ের দায়িত্বে থাকা নিগমের কর্তা। মূলত চাহিদা থাকছে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন-দার্জিলিং রুটেই। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলছেন, 'সার্ভিসের জন্য দুটো বাস সবসময় রাখা হচ্ছে। আরও দুটো অতিরিক্ত হিসেবে রাখা হয়েছে। যা বাস রয়েছে, সেটা দিয়েই পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।' ট্যাক্সি সার্ভিসে মূলত ২৫ সিটের বাস ব্যবহার করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি-দার্জিলিং, শিলিগুড়ি-লাটাগুড়ির মতো মূলত পর্যটনকেন্দ্রিক রুটগুলোই এক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে। সবমিলিয়ে তিরিশটিরও বেশি রুট রয়েছে। দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রে দার্জিলিং বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। অন্য রুটের ক্ষেত্রে অবশ্য পর্যটকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো হোটেলের সামনে গিয়েও নামতে পারেন। সম্প্রতি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন-দার্জিলিং রুটের পরিষেবায় বুক করেছেন কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থার কিছু কর্মী। ওঁদের সঙ্গে এদিন যোগাযোগও করা হয়েছিল। উজ্জ্বল রায় বলছিলেন, 'আমাদের বুকিং ডিসেম্বর ২৫ তারিখ রয়েছে। আমাদের দলে কুড়িজন রয়েছে। একটা চারচাকার গাড়ি বুক করলেই তো প্রায় আট হাজার টাকা হয়ে যাবে। সেখানে আমরা সবাই একসঙ্গে মাত্র ৭৫০০ টাকাতে দার্জিলিং যেতে পারছি। এটা তো সুবিধাই।'

> "সার্ভিসের জন্য দুটো বাস সবসময় রাখা হচ্ছে। আরও দুটো অতিরিক্ত হিসেবে রাখা হয়েছে। যা বাস রয়েছে, সেটা দিয়েই পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।
>
> – **দীপঙ্কর পিপলাই**
> *ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি*

ধান ঝাড়াই।। *জলপাইগুড়ির তিস্তার স্পারে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী*

ডুয়ার্সের পর্যটনস্থলে ধুঁকছে তিনটি পথসাথী

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : সরকারের তরফে কোটি কোটি টাকা খরচে পর্যটকদের স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়ার পরিষেবা দিতেই জেলায় জেলায় পথসাথী নামে ভবনগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। কখনও সরাসরি সরকারিভাবে, কখনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে পথসাথী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উলটে ভবনগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় থাকতে থাকতে পরিত্যক্ত হয়েছে। নতুন করে পিপিপি মডেলে এক নামী হোটেল সংস্থাকে তিনটি পথসাথীর দায়িত্ব দেওয়ার পরেও এখনও সেগুলি সংস্কার করে চালু করা যায়নি। ফলে পথসাথীগুলিকে নিয়ে রাজ্য সরকারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

জেলার লাটাগুড়ি ও শিলিগুড়ি মহকুমার শিমুলগুড়ির মতো দুটি পর্যটনস্থলে পথসাথী তৈরি হয়। এমনকি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মতো বাংলাদেশ স্থলবন্দরেও আরও একটি পথসাথী ভবন তৈরি হয়। এই তিনটির মধ্যে লাটাগুড়ির ভবনটির অবস্থা শোচনীয়। একসময় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) লাটাগুড়ির পথসাথীর পরিচালনার ভার নিয়েছিল। এসজেডিএ থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে দায়িত্ব যায়। যদিও লাটাগুড়ির পথসাথীতে ৪ লক্ষ টাকা বিদ্যুতের বিল জেলা প্রশাসনকে মেটাতে হয়েছে। অথচ সরকারের ঘরে রাজস্ব কিছুই আসেনি। গত এক বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকে ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগ, পরিস্রুত পানীয় জলের লাইন, ভিতরের দামি আসবাব অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে। ভবনের চারপাশ আগাছায় ঢেকেছে।

পর্যটন ব্যবসায়ী সব্যসাচী রায় জানান, অনেক পর্যটক ডুয়ার্সে এসে নিরিবিলিতে কম খরচে থাকতে চান। সেদিক থেকে পথসাথী আদর্শ ছিল। কিন্তু দেখভালের অভাবে অনেকগুলি পথসাথী নষ্ট হচ্ছে। এখন সেগুলি বেসরকারি উদ্যোগে চলে যাওয়ায় কম খরচের সুযোগ নেই।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ জানান, পথসাথী ভবনগুলি পর্যটন দপ্তরের অধীনে রয়েছে। তারাই বিষয়টি দেখছে। পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ জানান, লাটাগুড়ি, শিমুলবাড়ি ও ফুলবাড়ির পথসাথী ভবনগুলিকে পিপিপি মডেলে পরিচালনার জন্য একটি হোটেল গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছে। শিমুলবাড়ির ভবন নিয়ে তারা কাজ শুরু করেছে। লাটাগুড়ির ভবনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জানানো হবে।

বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করে সম্মানিত সংস্থা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করে নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি। এই সোসাইটিতে ২৭০ জন ছেলেমেয়েকে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো সহ পাঠ্যবইয়ের বাইরের অনেক কিছু সম্পর্কে শেখানো হয়। এই সংগঠনকে তাদের অসমান্য কাজের জন্য রাজ্য সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের তরফে 'আউটস্টান্ডিং ইনস্টিটিউট ওয়ার্কিং ফর দ্য কজ অফ ডিজেবিলিটি' সম্মানে সম্মানিত করা হয়। কলকাতার মহাজাতি সদনে ২ ডিসেম্বর সংগঠনের সদস্যদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই পুরস্কারের বিষয়ে জানানো হয়। প্রায় ৩৫ বছর ধরে শহরের বিশেষভাবে সক্ষমদের শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের জন্য একাধিক কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। তাই আন্তর্জাতিক বিশেষভাবে সক্ষম দিবসের আগে সংগঠনকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দনকুমার ঘোষ বলেন, 'বহু বছর ধরে আমরা বিশেষভাবে সক্ষমদের পাশে রয়েছি। আমাদের অনেক ছেলেমেয়ে খেলাধুলো থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের ও আমাদের নাম উজ্জ্বল করছে। আমাদের এই প্রাপ্তি শুধু আমাদের নয়, গোটা শহরের প্রাপ্তি।' পরবর্তীতে এই ছেলেমেয়েদের নিয়ে আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

এসজেডিএ কর্মীরা জুড়লেন পেনশন স্কিমে

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) সমস্ত কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা পেনশন স্কিমের আওতায় আসছেন। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা মামলায় বিচারপতি শম্পা সরকার পেনশন স্কিমের আওতায় আনার রায় দিয়েছেন। কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে মামলা লড়েছেন আইনজীবী এক্রামুল বারি।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানান, কোর্টের রায়কে তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন। এর আগে বোর্ডের ১৪৬তম মিটিংয়ে কর্মচারীদের পেনশন দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সৌরভ বলেন, '২০১৬ সালে আমি চেয়ারম্যান থাকার সময়ে পেনশন চালু করার বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই পেনশন নিতে এসজেডিএ'র ৩৩ জন কর্মী নাম নথিভুক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তর সমীক্ষা করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'রাজ্য সরকার পেনশন খাতে কোনও অর্থ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দেবে না। পেনশন খাতের অর্থের সংস্থান আমাদের নিজস্ব তহবিল থেকে সংস্থান করতে হবে।' আইনজীবী এক্রামুল বারি বলেন, 'উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পেনশনের বিষয়ে একাধিকবার মামলা হয়েছে। অর্থ দপ্তর পেনশন দেবার ক্ষেত্রে আপত্তির কথা জানিয়েছিল। বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেছেন অর্থ দপ্তর কোনও আপত্তি জানাতে পারে না। তারা পেনশন স্কিমের পলিসির বিষয়ে মতামত দিতে পারে। কোর্ট বলেছে, এসজেডিএ নিজেরাই অর্থের সংস্থান করবে বলে ঘোষণা করেছে। তাই পেনশন স্কিম কার্যকর করতে কোনও সমস্যা নেই।' সৌরভ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের পেনশন দেবার বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা দ্রুত পেনশন স্কিম কার্যকরী করবেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন দিতে ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮ হাজার ৮৯৮ টাকা খরচ করতে হবে। কর্মীদের জন্য পেনশন খাতে ১২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। বাৎসরিক প্রিমিয়াম হবে ৪৩ লক্ষ টাকা। কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে এক্রামুল বারি ছাড়া শেখ ইমতাজউদ্দিন মামলা লড়েছেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন প্রীতম দাস এবং সৌরভ সরকার। এসজেডিএ'র আইনজীবী ছিলেন রাজা সাহা, বেদশ্রুতি বোস এবং শুভম চন্দ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Department of Science & Technology and Biotechnology
Memo. No.1765/STBT-11012(99)/11/2023 Date:01.12.2023

Extension of last date for submission of R&D project proposals for F.Y. 2023-24

In reference to the advertisement memo. no. 962/STBT-11012(99)/11/2023 dated 12.10.2023 of this Department published on 13.10.2023 it is notified that the last date for online submission of R&D Project Proposals through the Departmental Portal **Vigyansathi has been extended upto 18.12.2023.** For further information visit https://dstbt.bangla.gov.in and portal https://dstbt.bangla.gov.in/vigyansathi.

Sd/
Special Secretary

ICA-N830(6)/2023

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চালু হচ্ছে মেকানাইজড লন্ড্রি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের পোশাক, শয্যার চাদর সহ অন্যান্য সমস্ত কাপড় হাতে পরিষ্কার করার দিন ফুরোচ্ছে। এখন থেকে মেশিনেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু হচ্ছে। আগামী ১২ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মেকানাইজড লন্ড্রির উদ্বোধন করবেন। শুধু উত্তরবঙ্গ মেডিকেলই নয়, এই মেকানাইজড লন্ড্রিতে দার্জিলিং জেলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মোট পাঁচ জেলার ১৬টি হাসপাতালের কাপড় পরিষ্কার করা হবে। এই পরিষেবা দেওয়ার জন্য বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। শুক্রবার স্বাস্থ্য ভবন থেকে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

পাঁচ জেলার ১৬টি হাসপাতালের কাপড় সাফাইয়ের জন্য আধুনিক মেশিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে।

উত্তরবঙ্গের সব সরকারি হাসপাতালেই রোগীদের বিছানার চাদর থেকে শুরু করে অপারেশনের সময় ব্যবহৃত পোশাক সমস্ত কিছুই হাতে পরিষ্কার করার রীতি রয়েছে। কোনও হাসপাতালেই রোগীদের ব্যবহৃত সরঞ্জাম ভালো করে সাফসুতরো হয় না বলে অভিযোগ। একজন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরে নতুন রোগীকে ওই শয্যায় ঠাঁই দেওয়া হয়। কিন্তু সেই রক্তমাখা বিছানার চাদর, তোষক, দুর্গন্ধযুক্ত বালিশই রোগীরা ব্যবহার করতে বাধ্য হন। একই অবস্থা অপারেশনের সময় দেওয়া পোশাকেরও। সেগুলি মাসের পর মাস ব্যবহার হলেও পরিষ্কার করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। রোগীদের পাশাপাশি চিকিৎসকরাও অনেক সময় এই অস্বাস্থ্যকর পোশাক নিয়ে সরব হয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কিছু রোগী বাড়ি থেকে বিছানার চাদর, বালিশ নিয়ে আসেন ঠিকই, কিন্তু সিংহভাগের কপালে জোটে সেই দুর্গন্ধযুক্ত, রক্তমাখা পোশাক।

এবার সেই রীতি বদলাচ্ছে। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এই অত্যাধুনিক লন্ড্রি তৈরি করা হয়েছে। এখানে জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়াও পাঁচ জেলার জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালের রোগীদের পোশাক পরিষ্কার করা হবে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৫ ডিসেম্বর থেকে এই পরিষেবা চালুর কথা বলা হয়েছে। তবে, মুখ্যমন্ত্রী ১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এর উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে।

মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'যন্ত্র পরিচালিত এই লন্ড্রি চালু হলে হাসপাতালের কাপড় আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে। প্রতি ঘণ্টায় এই লন্ড্রিতে প্রায় ২৫ কেজি কাপড় ধুয়ে ইস্তিরি করার ব্যবস্থা থাকছে। ফলে প্রতিদিন প্রচুর কাপড় পরিষ্কার করার পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় ইস্তিরির কাজও হয়ে যাবে। রোগী পরিষেবা এবং বিশেষ করে স্বাস্থ্যসম্মত বিষয়গুলি নজরে রাখার ক্ষেত্রে এটা অনেকটাই সহায়ক হবে।'

> "এই লন্ড্রি চালু হলে হাসপাতালের কাপড় আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে। প্রতি ঘণ্টায় এই লন্ড্রিতে প্রায় ২৫ কেজি কাপড় ধুয়ে ইস্তিরি করার ব্যবস্থা থাকছে।
>
> –**ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক,** *সুপার*

স্কুল ছুটির বেলায়... *শুক্রবার দুপুরে ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।*

জোড়াপানিতে বাজারের আবর্জনা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : অবাধেই শিলিগুড়ির জোড়াপানি নদীতে ফেলা হচ্ছে মাছ বাজারের আবর্জনা। তবে শুধু পচনশীল আবর্জনাই নয়, ফেলা হচ্ছে থার্মোকলের বাক্স। এতে নদীর নাব্যতা কমে গিয়ে বড় নিকাশিনালায় পরিণত হয়েছে। দিনের পর দিন এভাবে নদীর মধ্যেই আবর্জনা, থার্মোকলের বাক্স ফেলা হলেও কারও কোনও হেলদোল নেই। ফলে নদী সংস্কার করার পরেও কি পুরনিগম আবর্জনা ফেলা ঠেকাতে পারবে? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অলোক ভক্তর বক্তব্য, 'আজ সকালেই আমরা নদী পরিষ্কার করে পাশে জমা করেছি। কাল সকালে সেগুলি তুলে নেওয়া হবে। ব্যবসায়ীদের বারবার সতর্ক করা হলেও কোনও লাভ হচ্ছে না।' বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির বক্তব্য, 'যদি এটা হয়ে থাকে তবে একদমই উচিত হয়নি। বাজার কমিটির বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা অবশ্যই দেখব যাতে ব্যবসায়ীরা আর কেউ নদীতে আবর্জনা না ফেলেন।'

শিলিগুড়ির ঘোগোমালি বাজারের পাশে জোড়াপানি নদীতে অবাধে বাজারের সমস্ত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পলিব্যাগ থেকে শুরু করে থার্মোকলের বাক্স, মাছ

> আজ সকালেই আমরা নদী পরিষ্কার করে পাশে জমা করেছি। কাল সকালে সেগুলি তুলে নেওয়া হবে। ব্যবসায়ীদের বারবার সতর্ক করা হলেও কোনও লাভ হচ্ছে না।
>
> **– অলোক ভক্ত,** *কাউন্সিলার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড*

বাজারের, সবজি বাজারের আবর্জনা সব এনে ফেলা হচ্ছে জোড়াপানিতে। এর জেরে নদীর দূষণ বাড়ছে। নিয়ম করে পুরনিগম পরিষ্কার করছে ঠিকই কিন্তু আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে পারছে না। পুরনিগম কঠোর হওয়ার বদলে শুধুমাত্র অনুরোধ করায় ব্যবসায়ীরাও বিষয়টিতে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। সম্প্রতি সেচ দপ্তর ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানি সংস্কারের জন্যে প্রায় ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মাসখানেকের মধ্যে সংস্কারের কাজও শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু সংস্কার করার পর আদৌও কি ওই নদীগুলি পরিষ্কার রাখতে পারবে পুরনিগম তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাই নদী সংস্কারের আগে নদীতে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা উচিত বলে মত শহরবাসীর। শুক্রবার ঘোগোমালি বাজারে বাজার করতে এসেছিলেন আশিঘরের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব সমীক বসু।

জোড়াপানির দূষণ নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এই নদীতে অনেক জল হত। জল বয়ে যাওয়ার শব্দ হত। এখন তাকিয়ে দেখুন নিকাশিনালাতে পরিণত হয়েছে। দুর্গন্ধ বের হয় নদী থেকে।' কলেজে যাচ্ছিলেন সঞ্চিতা গুহ মিত্র। তাঁর বক্তব্য, 'ফুলেশ্বরীতে নেট লাগানোর পর দেখেছি অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। এখানেও চারদিক ঘিরে ফেলা দরকার। প্রয়োজনে যারা আবর্জনা ফেলছে নদীতে, তাদের জরিমানা করা উচিত।'

ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাছের বাক্স, জঞ্জাল। হুঁশ নেই কারও। –সংবাদচিত্র

৬০ লক্ষ টাকার কাঠের আসবাব ও লগ সমেত ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বন দপ্তর প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার সেগুন কাঠের আসবাব সমেত দুজনকে গ্রেপ্তার করল। শুক্রবার দুপুরে ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে অভিযান চালিয়ে বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাড়াবাড়ি বিটের বনকর্মীরা ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করেন। চোরাই কাঠ বহন করা ১০ চাকার একটি কনটেনারও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা হল কুন্দনকুমার সিং ও চন্দন শর্মা। কুন্দন নাগাল্যান্ড এবং চন্দন বিহারের বাসিন্দা। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। ডাবগ্রামের রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদারের বক্তব্য, 'রাত থেকে দাঁড়িয়ে থেকে পিছু নিয়ে কনটেনার আটক করা হয়েছে। ওই সমস্ত সামগ্রী নাগাল্যান্ড থেকে বিহারে পাচার করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতরা আমাদের কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।'

ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাড়াবাড়ি বিটের কাছে খবর আসে বিপুল পরিমাণে চোরাই কাঠের আসবাব নিয়ে একটি লরি শিলিগুড়ির দিকে আসছে। ফুলবাড়ি থেকে ঘোষপুকুর হয়ে গাড়িটির বিহারের দিকে চলে যাওয়ার কথা ছিল। খবর পেয়ে বন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমের সামনে রাত ১২টা থেকে অপেক্ষা করছিল। লরিটি মধ্যরাতে ওই নার্সিংহোম পার করতেই ওই গাড়িটিকে ধাওয়া করা শুরু হয়। ফুলবাড়ি থেকে ক্যানালের দিকে না গিয়ে লরিটি সোজা চলতে থাকে। বন দপ্তর ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড় এলাকা থেকে গাড়িটিকে আটক করে। সেটিকে সোজা ডাবগ্রাম রেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কোনও কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কনটেনারে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে সেগুন কাঠের আসবাবপত্র, সেগুন কাঠের লগ উদ্ধার করা হয়। বন দপ্তর সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের প্রস্তুতি

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের উদ্যোগে এই দিনটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে। শুক্রবার বিভাগীয় প্রধান ডাঃ পার্থপ্রতিম পান বলেন, 'সেদিন বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে মেডিকেলে র‌্যালির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। বিশেষভাবে সক্ষমরাই ওই অনুষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছেন। মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যরা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।'

বধূর দেহ উদ্ধার

মানিকগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : এক নববধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলজোয়াপাড়ায়। মৃতের নাম পুষ্পা রায় (২২)। শুক্রবার ওই বধূকে শোওয়ার ঘরে গলায় দড়ি পেঁচিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন পরিবারের সদস্যরা। তারপর তাঁকে উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক বধূকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই বধূর এক মাস আগে বিয়ে হয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ না পেলেও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বুড়াগঞ্জে লোকালয়ে তছনছ হাতির

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ এলাকায় লাগাতার হাতির হানায় অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। রাত হলেই টুকুরিয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ছে হাতির পাল। খাবারের খোঁজে বিগত কয়েকদিন থেকে লোকালয়ে ঢুকে যাচ্ছে তারা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফের থানঝোরা চা বাগান ও তেলেঙ্গাজোতে ঢুকে পড়ে হাতিরা। দলছুট একটি দাঁতাল থানঝোরা চা বাগানের ১০ নম্বর লাইনে দুটি বাড়ি ভেঙে দেয়। এছাড়াও বহু বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়েছে। মাঠের সবজি, বাড়ির কলা গাছ, সুপারি গাছ তছনছ করেছে সে। বনকর্মীদের খবর দেওয়া হলে তাঁরা সময়মতো আসেননি বলে অভিযোগ। সকালে ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে হাতির পালকে বনে ফেরত পাঠান।

থানঝোরা চা বাগানের বুধনী মালপাহাড়িয়া ও সোমারি মালপাহাড়িয়ার বাড়ি ভেঙে দিয়েছে হাতি। সোমারি বলেন, 'বাড়ির শোকেস, হাঁড়িপাতিল সব ভেঙে দিয়েছে। সন্তানদের নিয়ে কোনওক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচে।' বুধনীর কথা, 'হঠাৎ ঘর ভেঙে হাতি ঢুকে পড়ে। চৌকির নীচে স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। চাল, ডাল, সবজি খেয়ে নিয়েছে হাতিটি। সরকারকে

থানঝোরা চা বাগানে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি।

ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

এলাকার মনোদীপ মিশ্রর অভিযোগ, বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিস, বিডিও অফিস, থানা ও পঞ্চায়েতে মোট তিনবার লিখিতভাবে হাতির হানা নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একদিকে চিতাবাঘ অন্যদিকে, হাতির হানা লাগাতার চলছে। বনকর্মীরা সঠিক সময়ে আসেন না বলে তাঁর দাবি।

খবর পেয়ে এদিন সকালে ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। ততক্ষণে তাণ্ডব চালানোর পর ১১ হাতির পালটি চা বাগানের ঝোপে আশ্রয় নেয়। রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল জানান, টুকুরিয়াঝাড় জঙ্গলে এখন ৩০-৪০টি হাতি রয়েছে। সন্ধে হলেই তারা চার-পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে গ্রামে ঢুকে যাচ্ছে। রেভেনিউ ভিলেজ হলে ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারেন। তবে তা না হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না।

এদিকে বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হাতির হানা নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন। এই পঞ্চায়েত এলাকাতেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের বাড়ি। তিনি বলেন, আগে বন দপ্তরের দুটি গাড়ি হাতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হত। এখন পাঁচটি গাড়ি রয়েছে। তবুও লোকালয়ে হাতির হানা নিয়ন্ত্রণ করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত হাতির দলটিকে দলকা ফরেস্টে ড্রাইভ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

কেন্দ্রের শাসন ছাড়া ভোট নয়, বার্তা জীবনের

বেলাকোবা, ১ ডিসেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের যুগনিডাঙ্গা গ্রামে শুক্রবার অল কামতাপুর কোচ রাজবংশী সমাজের কর্মী সম্মেলন হয়। সম্মেলনে ভিডিও কলের মাধ্যমে জীবন সিংহের সঙ্গে কথা বলেন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা। এবিষয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অনিল রায় জানান, সম্মেলনে জীবন সিংহের বার্তা শোনানো হয় সকলকে। এদিকে উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল করা না হলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কোনও ভোট দেওয়া হবে না, এই বার্তা দেয় সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের সদস্য মহম্মদ হাসিবুলের বক্তব্য, 'কেন্দ্র সরকার আমাদের উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ে তুলবে আশ্বাস দিয়েছিল। সেই আশ্বাস পূরণ করা না হলে আসন্ন লোকসভা ভোটে কোনও ভোট দেব না আমরা।' সংগঠনের সদস্য মনোরঞ্জন রায় বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জীবন সিংহের শান্তি আলোচনা অতি দ্রুত শেষ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের মানুষ আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করছেন। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে এবার এই দাবি মেনে নেওয়া দরকার। নইলে 'নো ইউটি নো ভোট' আন্দোলন তীব্রতর হবে।'

যুবকের দেহ

চোপড়া, ১ ডিসেম্বর : চোপড়া থানার লছুগছ এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম বিশাল সাহি (২৪)। বৃহস্পতিবার রাতে শোয়ার ঘর থেকে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেলা ও পালাগান

চোপড়া, ১ ডিসেম্বর : চোপড়ার প্রসাদগছ এলাকায় রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার থেকে দু'দিনব্যাপী মেলা ও পালাগানের আসর বসেছে। শুক্রবার মেলা ও গানের আসরে পরিদর্শনে যান চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। স্থানীয় কালীপুজো কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবারের মতো এবারও রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পালাটিয়া গানের আসর বসানো হয়েছে।

খাদ্যসামগ্রী বিলি

বাগডোগরা, ১ ডিসেম্বর : সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির তরফে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেডিওথেরাপি বিভাগের সামনে ক্যানসার রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাবার বিলি করা হয়। সোসাইটির অন্যতম কর্তা লিপি ঘোষ রায় জানালেন, ডালিয়া, সুজি, বিস্কুট, দুধ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সচিব এমকে ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কোকরাঝাড়ে খুন করে কোচবিহারে ধৃত

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : খুনে অভিযুক্ত এক যুবককে কোচবিহার শহর থেকে ধরে নিয়ে গেল অসম পুলিশ। এ রাজ্যের পুলিশের সাহায্য নিয়ে অসম পুলিশ তাকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে কোচবিহার শহর থেকে। কোচবিহার কোতোয়ালি থানা ওই যুবককে ধরতে বিশেষ টিম করেছিল। কোকরাঝাড়ের এক প্রবীণ দম্পতিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় সে। ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন স্বামী তপন চক্রবর্তী। তাঁর স্ত্রী মধুমিতা চক্রবর্তী গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন অসমের বঙ্গাইগাঁওতে একটি নার্সিংহোমে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অসমের কোকরাঝাড় শহরের বিধানপল্লি ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি তপন চক্রবর্তীর। তিনি কৃষি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মধুমিতা স্থানীয় একটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিনিও অবসরগ্রহণ করেছেন। দম্পতির এক ছেলে বেঙ্গালুরুতে চাকরি করেন। মেয়ে থাকেন আমেরিকায়। অভিযুক্ত শম্ভু কাহার সিং ওই বাড়িতে রংমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিল। সেই সূত্রে ওই দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। বুধবার ভোরে সে আবার ওই বাড়িতে যায়। রংয়ের সামগ্রী ফেলে গিয়েছে ভেবে ওই দম্পতি দরজা খুলে তাকে ভিতরে ডাকে। পুলিশের ধারণা, ভোরবেলায় আশপাশের লোকজন ঘুমিয়ে থাকার সুযোগে শম্ভু প্রবীণ দম্পতির উপর ভোজালি নিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। তপন ও মধুমিতা রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরে পড়ে থাকেন। সেখান থেকে দামি জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় শম্ভু।

শম্ভু তাঁদের মৃত ভেবে ফেলে গেলেও তখনও তাঁরা জীবিত ছিলেন। তপন রক্তাক্ত অবস্থায় কোনওমতে গেটের কাছে এসে প্রতিবেশী প্রাতর্ভ্রমণকারীদের ঘটনার কথা জানান। প্রতিবেশীরাই তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে তপন তাঁদের জানান, শম্ভু তাঁদের উপর হামলা করেছে। সে আগে কোকরাঝাড়ের একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করত। কাজ চলে যাওয়ার পর সে রংমিস্ত্রির কাজ শুরু করে। সেই সূত্রেই সে ওই বাড়িতে আসে। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই তপনের মৃত্যু হয়। মধুমিতাকে বঙ্গাইগাঁওতে নিয়ে আসা হয় ভালো চিকিৎসার জন্য।

এই ঘটনার পর অভিযুক্ত কোচবিহারে পালিয়ে আসে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ তদন্তে নামে। তারা জানতে পারে, ওই যুবক বেশ কয়েক বছর ধরে কোকরাঝাড়ে আছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে তার স্ত্রী ও সন্তানও রয়েছে। তার কোচবিহার শহরেও একটি বাড়ি রয়েছে। তার আত্মীয়স্বজনও কোচবিহারে রয়েছে। কোকরাঝাড় পুলিশ সেই মোতাবেক তদন্ত সূত্রে কোচবিহারে আসে। তারা কোচবিহার পুলিশের সাহায্য নেয়। বুধবারই কোতোয়ালি থানার পুলিশ একটি টিম করে শম্ভুকে খোঁজা শুরু করে। দু'দিনের চেষ্টায়, বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহর থেকে তাকে ধরা হয়। রাতেই অভিযুক্তকে কোকরাঝাড় পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি এ রাজখোয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুক্রবার কোকরাঝাড় পুলিশ তাকে কোকরাঝাড় সিজেএম কোর্টে তুলে সাতদিনের হেপাজতে নিয়েছে।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য শুক্রবার জানিয়েছেন, কোকরাঝাড়ে একটি খুনের ঘটনায় কোচবিহার শহর থেকে এক যুবককে ধরে সেখানকার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এইডস দিবসে সচেতনতা

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ১ ডিসেম্বর : শুক্রবার ছিল বিশ্ব এইডস দিবস। সেই উপলক্ষ্যে এদিন নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে একটি র‌্যালি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে পরিক্রমা করে।

শুক্রবার এই র‌্যালিতে অংশ নেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক, মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সুদীপ দত্ত সহ অন্যরা।

এছাড়া, এদিন সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট-২'এর সদস্যরা পোস্টার মেকিং, ফেস পেন্টিং, রঙ্গোলি তৈরির পাশাপাশি একটি সচেতনতামূলক র‌্যালির আয়োজন করেন।

দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শুক্রবার বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হল। এদিন সেখানে এই রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ২০১০ সাল থেকে এই পর্যন্ত ব্লকে মোট ব্লকে নথিভুক্ত এইচআইভি আক্রান্তদের সংখ্যা ৩৫০। আর ২০২৩ সালে নতুন ১২ জন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। এলাকায় এ ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচার জারি রয়েছে।

মাদক কারবারির পুলিশ হেপাজত

খড়িবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারত-নেপাল সীমান্তের কোয়ার্টার মোড় এলাকা থেকে ১০১ গ্রাম মাদক সহ মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শুক্রবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিচারক ধৃত বিশ্ব বর্মন ওরফে বাহাদুরকে ছ'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

৩১ বছর বয়সি বিশ্ব প্রসাদুজোত এলাকার বাসিন্দা। এর আগেও তাকে মাদক সহ একাধিকবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস জানান, ধৃতকে জেরা করে ওই এলাকার মাদক কারবারের কিংপিনদের খোঁজ করতে চাইছে পুলিশ।

অন্য সংস্করণের খবর

চিন্তায় বিএড কলেজের পড়ুয়ারা

কোচবিহার

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : দু'দিন আগেও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে গমগম করত কোচবিহার-২ ব্লকের রাজারহাটের টেঙ্গনমারি বিএল এডুকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। বৃহস্পতিবার কলেজে দিনভর সিবিআই অভিযান চালানোর পরদিনই দেখ গেল খাঁখাঁ করছে কলেজ চত্বর। কলেজ খোলা থাকলেও কোনও ছাত্রছাত্রীর দেখা নেই সেখানে। শুধু ছাত্রছাত্রীরা নন, কলেজের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদেরও উপস্থিতিও এদিন ৫০ শতাংশের কম ছিল। অন্যান্য দিন, কলেজ চলাকালীন কলেজের অন্যতম কর্ণধার সজল কর প্রায় নিয়মিত উপস্থিত থাকলেও এদিন দুপুরে কলেজে গিয়ে তাঁকেও পাওয়া যায়নি।

রহস্য বাড়াচ্ছে বাজেয়াপ্ত নথি

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : অন্যান্যদিন ক্লাস চলাকালীন কলেজে থাকলেও শুক্রবার আগেই রাজারহাটের টেঙ্গনমারি বিএল এডুকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বেরিয়ে যান কলেজের অন্যতম কর্ণধার সজল কর। জানা গিয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি সকাল ১০টা নাগাদ কলেজ থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে পরেশ কর চৌপথি এলাকায় নিজের বাড়িতে যান। ঘণ্টা দেড়েক কাটানোর পর সাড়ে ১১টা নাগাদ বেরিয়ে যান সেখান থেকে। দুপুর আড়াইটা নাগাদ সজলের বাড়িতে গেলে একই কথা জানানো হয়। রাত ৯টা পর্যন্ত তিনি কলেজে ঢোকেননি। সজল এখন কোথায় রয়েছেন, তা বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার কলেজে দিনভর তল্লাশি চালানোর পর সিবিআই কর্তাদের দুই বান্ডিল কাগজপত্র নিয়ে বেরোতে দেখা যায়। সেসব কীসের নথিপত্র, তা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে।

বন্ধ হয়ে গেল রিয়াবাড়ি বাগান

জলপাইগুড়ি

বানারহাট, ১ ডিসেম্বর : কাজের সময় নিয়ে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের অনড় অবস্থানের জেরে শুক্রবার বানারহাট ব্লকের রিয়াবাড়ি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেল। অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ বাগানে কোনও নোটিশ না ঝুলিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে বাগানে কর্মবিরতি নোটিশ দিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে এলাকা ছাড়ে। এদিন সকালে কাজে এসে শ্রমিকরা পরিচালকদের না পেয়ে বাগান বন্ধের বিষয়টি টের পান। এভাবে বাগান বন্ধ হওয়ায় প্রায় ১৫০০ শ্রমিক কর্মহীন হলেন। তাঁদের ৯৫০ জন স্থায়ী শ্রমিক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন্ন উত্তরবঙ্গ সফরের আগে এই ঘটনায় ডুয়ার্সে শোরগোল ছড়িয়েছে।

অধরা 'সুন্দর', তল্লাশির ভাবনা

আলিপুরদুয়ার

মাদারিহাট, ১ ডিসেম্বর : মাহুতকে মেরে জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া সুন্দরকে ধরা গেল না সাতদিনেও। এর আগে জলদাপাড়ার কুনকি হাতি শম্ভুও সাতদিন ধরে পালিয়ে ছিল। জলদাপাড়ার হিসেবে, সুন্দর এদিন শম্ভুকে ছুঁয়ে ফেলল। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের চারটি বিটে ১২টি কুনকি নিয়ে তল্লাশি চালিয়েও ব্যর্থ হন বনকর্মীরা। কুনকির সংখ্যা আরও বাড়িয়ে একসঙ্গে সবদিক থেকে সুন্দরের খোঁজে জঙ্গলে তল্লাশির ভাবনা রয়েছে। বনকর্তাদের চিন্তা বাড়াচ্ছে আরও একটি বিষয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এইভাবে বেশিদিন নিখোঁজ থাকলে সুন্দরের মধ্যে আবার বন্য প্রবৃত্তি বেড়ে যেতে পারে। পরবর্তীতে ধরা পড়ার পর তাকে বশে আনতে বেগ পেতে হতে পারে।

হাটশেড মেরামতিতে দখলদারিই বাধা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : হাটশেড দখল করে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে নকশালবাড়িতে। বাম আমলে তৈরি অধিকাংশ হাটের ভবনই নকশালবাড়িতে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ি ব্লকের একাধিক হাটশেড মেরামতির উদ্যোগ নিয়েছে। যার বাজেট ধরা হয়েছে ৫ কোটি টাকা। কিন্তু নকশালবাড়ির বেশ কয়েকটি হাটশেড ইতিমধ্যে দখল হয়ে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। যার জেরে হাটশেড মেরামত নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। হাটশেড মেরামত করতে গেলে একাধিক দোকানপাট ভাঙতে হবে। সমস্যা আদৌ ঘুচবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নকশালবাড়িতে ব্রিটিশ আমলে তৈরি চারটি বড় হাটশেড রয়েছে। এই হাটশেডগুলির জীর্ণদশা দীর্ঘদন যাবৎ। সেগুলি মেরামতির দাবি দীর্ঘদিনের। চারটি হাটশেডের মধ্যে সর্বাধিক ভিড় হয় কাপড়হাটির শেডে। তাই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এই হাটশেড পুনরায় নির্মাণ করতে চাইছে। এই হাটশেডের চারপাশে অধিকাংশ এলাকা দীর্ঘদিন ধরে দখল হয়ে বড় বড় দোকান তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে এই হাটশেড ভেঙে পাঁচতলা ভবন নির্মাণ করতে চাইছে। কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা দখলরাজ।

অন্যান্য এলাকার হাটশেড মেরামতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ঝুঁকি নিতে চাইছে না। কারণ সিপিএমের আমলে তৈরি পানিঘাটা মোড়ের পাঁচতলা ভবনের মার্কেট কমপ্লেক্স কিংবা মাছ বাজারের চারতলা ভবন এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে ব্যবসায়ীদের জন্য একাধিক স্টল এই ভবনগুলি করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও ব্যবসায়ী সেই ভবনে যাননি। বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে দুটি ভবন। যা নিয়ে সিপিএমের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। তার উপর তৃণমূল আমলেও নকশালবাড়ি মহিষহাটি এলাকায় কর্মতীর্থ ভবন তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেই ভবনে দোকান বসলেও ক্রেতার দেখা মেলে না।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'আগে যেভাবে ভবন নির্মাণ করে সরকারি টাকার অপচয় করা হয়েছে আমরা তা করতে চাইছি না। পাঁচতলা ভবন নির্মাণ করে পড়ে থাকবে এটা হবে না। তাই জনবহুল এলাকাতেই হাটশেড নির্মাণ করা হবে। কোনও হাটশেডে অবৈধ নির্মাণ করা থাকলে ভেঙে ফেলা হবে।'

সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌতম ঘোষের বক্তব্য, 'বিভিন্ন ব্লকে কৃষক বাজার, কর্মতীর্থ ভবন তৈরি করে অসামাজিক কাজকর্মের আখড়া বানিয়ে রেখেছে তৃণমূল। নকশালবাড়িতে কর্মতীর্থ ভবন, হাতিঘিসায় অসামরিক প্রতিরক্ষা ভবন বড় উদাহরণ। সরকারি টাকার অপচয় না করে আমরা যেগুলি বানিয়েছি সেগুলিই ভালো করে মেরামত করে চালু করুক শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।'

নকশালবাড়ি হাটশেডে অবৈধভাবে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

কর্মসমিতির বৈঠক বাতিল এনবিইউয়ে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : যাদবপুরের পর এবার বন্ধ হয়ে গেল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠক। ৪ ডিসেম্বর ওই বৈঠক ডেকেছিলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সিএম রবীন্দ্রন। শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিত ই-মেল মারফত চিঠি পাঠিয়ে কর্মসমিতির সদস্যদের জানিয়ে দেন, সোমবার বৈঠক হচ্ছে না। সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কবে বৈঠক হবে, সেকথা অবশ্য চিঠিতে উল্লেখ করা হয়নি। বৈঠক বাতিলের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়েছে ক্যাম্পাসে। এদিকে বাতিল হবে জেনেও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিকল্পনামাফিক বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতৃত্বের।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই শিক্ষা দপ্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি পাঠিয়ে কর্মসমিতির বৈঠক বন্ধ করতে বলা হয়েছে। তার প্রেক্ষিতেই চিঠি পাঠান ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। যদিও শিক্ষা দপ্তর থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট করেননি তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'উপাচার্য বৈঠক পিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেইমতো চিঠি পাঠিয়ে সদস্যদের জানিয়ে দিতে বলেছিলেন। নির্দেশ মেনে কাজ করেছি।' রাজ্যপাল নিযুক্ত উপাচার্যরা কোনও অবস্থাতেই কর্মসমিতির বৈঠক ডাকতে পারেন না বলে শুরু থেকে দাবি করছিলেন শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা।

> কর্মসমিতির বৈঠকের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আলোচ্যসূচি বাইরে প্রচার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভেঙেছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। তিনি নির্দিষ্ট লবির হয়ে কাজ করছেন।
>
> **–লালন যাদব** *সাধারণ সম্পাদক শিক্ষাকর্মী সমিতি*

তাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি পাঠিয়ে কর্মসমিতির বৈঠক বন্ধ করতে বলেন তাঁরা।

যদিও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আধিকারিকদের মতে, বৈঠক বাতিলের পেছনেও রয়েছে সূক্ষ্ম রাজনীতি। রাজ্যপাল নিযুক্ত উপাচার্যরা কাজ শুরুর পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি সমান্তরাল লবি তৈরি হয়েছে। কর্মসমিতির বৈঠক হলে স্বাভাবিকভাবে উপাচার্যের পক্ষের লবির শিক্ষক বা কর্মী-আধিকারিকদের যেমন সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, তেমন বিপক্ষ লবি বা তৃণমূল ঘনিষ্ঠ শিক্ষক বা আধিকারিকদের বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা হতে পারে। ফলে উপাচার্যরা যেমন বৈঠক করতে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিলেন, তেমন বৈঠক হোক সেটা রাজ্য সরকার চাইছিল না। শেষপর্যন্ত কী হবে, তা নিয়ে চর্চা ছিল দু'পক্ষের মধ্যে।

সোমবারের বৈঠকে ক্যাগের রিপোর্ট পর্যালোচনা, যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শিক্ষাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবির মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার কথা ছিল। স্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠকের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ফলে আপাতত ইস্যুগুলি ঠান্ডাঘরে চলে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজ্য উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসাবে কর্মসমিতির সদস্য হয়েছেন প্রাক্তন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র। তাঁর বক্তব্য, 'যে উপাচার্যরা আইনি বৈধতা পাননি, তাঁরা কর্মসমিতির বৈঠক ডাকতে পারেন না। একপ্রকার গাজোয়ারি করেই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ওই বৈঠকের ভবিষ্যৎ এমনিতেই অন্ধকার ছিল। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার চিঠিতে লিখেছেন বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হল। বাস্তবে ওই বৈঠক বাতিল।'

বৈঠক বাতিল হতেই ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক লালন যাদব। তাঁর কথা, 'কর্মসমিতির বৈঠকের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আলোচ্যসূচি বাইরে প্রচার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভেঙেছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। তিনি নির্দিষ্ট লবির হয়ে কাজ করছেন। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই আলোচ্যসূচি বৈঠকের আগে বাইরে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা।'

শীত পুরোপুরি না পড়লেও ফুলবাড়িতে হাজির পরিযায়ী পাখির দল। শুক্রবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

মিরিক হাসপাতালের উন্নয়নে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : মিরিক হাসপাতালের উন্নয়ন নিয়ে শুক্রবার বৈঠক করল জিটিএ। এদিন জিটিএ'র তরফে মিরিক হাসপাতালের নজরদারির দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাসদ মিলেশ রাই এই বৈঠক করেন। ২০১৭ সালে মিরিক মহকুমার স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এখনও এখানকার হাসপাতাল ব্লক হাসপাতাল হিসাবেই চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে। এই হাসপাতালের অধীনে ডুপটিন, পানিঘাটা এবং সৌরিণীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। মিরিক হাসপাতালকে মহকুমা হাসপাতাল হিসাবে উন্নীত করতে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। ১০০ শয্যার হাসপাতাল ভবন সহ চিকিৎসক, নার্সদের আবাসনও তৈরি হবে। তার পরেই এখানে মহকুমা হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসক সহ অন্য কর্মীও নেওয়া হবে। এদিনের বৈঠকের পরে মিলেশ রাই বলেছেন, 'মিরিক হাসপাতালের জন্য একটি নতুন অ্যাম্বুল্যান্সও এসেছে। মিরিকের মানুষ যাতে আরও ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পান সেটা নিশ্চিত করা হচ্ছে।'

চিকিৎসকের নামে সিবিআই সমন

চোপড়া, ১ ডিসেম্বর : চোপড়া ব্লকের সোনাপুরের বাসিন্দা এক চিকিৎসকের বাড়িতে নিউ দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট সেশন অ্যান্ড জজ কোর্টের সিবিআই সংক্রান্ত একটি মামলার সমন ঘিরে শুক্রবার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও একটি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এদিন ওই চিকিৎসকের বাড়িতে সমন আসে। এই চিকিৎসকের নাম মহম্মদ আয়াজ আলি। ওই চিকিৎসকের গ্রামের বাড়িতে এদিন পুলিশ পৌঁছালে এলাকায় সিবিআই টিম ঢুকেছে বলে রটে যায়। চিকিৎসকের ভাই মহম্মদ ফাইয়াজ বলেন, 'এদিন বাইরের একজন দাদার নামে সমন নিয়ে আসায় প্রথমে আমরা নিতে চাইনি। পরে চোপড়া থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার এলে সমন গ্রহণ করা হয়েছে।' তিনি জানিয়েছেন, তাঁর দাদা আগে দিল্লিতে হাসপাতালে চাকরি করতেন। এখন আয়াজ শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁকে বিষয়টি জানানো হবে।

সমাবেশ আজ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : শনিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ সমাবেশ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আদিবাসীদের অপমান করেছেন বলে দাবি করে তৃণমূল এই বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, শনিবার শহর থেকে গ্রামে বুথে বুথে মিছিল হবে। সন্ধ্যায় হাসমি চকে বিক্ষোভ সমাবেশ।

মামলায় হার, এনজেপিতে উচ্ছেদের দরকার হল না

ব্যবসায়ীরাই সরালেন দোকান

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : উৎসব শেষ হতেই বেকার হলেন শতাধিক মানুষ। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চেও শেষরক্ষা না হওয়ায় চোখের জল ফেলে শুক্রবার সন্ধ্যায় নিজেরাই দোকান ভাঙার কাজে হাত লাগালেন নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) বছরের পর বছর ধরে ব্যবসা করা ব্যবসায়ীরা। ফলে এদিন আর উচ্ছেদ অভিযান চালাতে হয়নি রেলকে। মামলাকারীরা রেলের ছাড়পত্র সংক্রান্ত নথি দাখিল করতে না পারায় তাঁদের আবেদন খারিজ করে দোকানগুলিকে অবৈধ উল্লেখ করে উচ্ছেদের পক্ষে রায় দেয় দেবাংশু বসাক ও শাব্বর রশিদের ডিভিশন বেঞ্চ।

গত ৩ অক্টোবর একই নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। মামলাকারীদের আইনজীবী বিপ্লব সেনগুপ্ত বলেন, 'সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে আমরা ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিলাম। অথরাইজেশন ডকুমেন্ট দাখিলের জন্য সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ উচ্ছেদের পক্ষেই রায় দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

এনজেপির ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ব্যবসায়ীরা নিজেরাই দোকান ভাঙছেন।

> আদালতের নির্দেশ উচ্ছেদ অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নেয় রেল
>
> এদিন সকালে এনজেপি স্টেশন চত্বরে মোতায়েন করা হয় বিশাল আরপিএফ বাহিনী
>
> রেল উচ্ছেদ করলে দোকানঘরটির কাঠ বা কোনও সামগ্রী পাওয়া যাবে না
>
> বুঝতে পেরে ব্যবসায়ীদের অনেকেই দোকান ভাঙার কাজ শুরু করে দেন
>
> ব্যবসায়ীদের অনেকেই কেঁদে ফেলেন

পুজো-উৎসব মেটার পর রেল অবৈধ দোকানগুলি ভাঙার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বলে রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ওই নির্দেশে দিন হিসেবে ১ ডিসেম্বরের কথাও উল্লেখ ছিল। ওই নির্দেশ বলেই শুক্রবার উচ্ছেদ অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নেয় রেল।

এদিন সকালেই এনজেপি স্টেশন চত্বরে মোতায়েন করা হয় বিশাল আরপিএফ বাহিনী। কিন্তু সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ করার জন্য পৃথকভাবে সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন সানিত সরকার ও প্রভু প্রসাদ। যার ফলে এদিন সকালে আর উচ্ছেদ অভিযান চালায়নি রেল। কিছুটা হলেও স্বস্তি পান এনজেপির প্ল্যাটফর্মের ব্যবসায়ীদের একাংশ। যদিও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ, সন্ধের মধ্যেই খবর পেয়ে যান এখানকার ব্যবসায়ীরা। সামনে যে আর কোনও রাস্তা নেই, বুঝতে পেরে অনেকেই কেঁদে ফেলেন। রেল উচ্ছেদ করলে যে দোকানঘরটির কাঠ বা কোনও সামগ্রী পাওয়া যাবে না, বুঝতে পেরে ব্যবসায়ীদের অনেকেই দোকান ভাঙার কাজ শুরু করে দেন।

সানিত বলেন, 'আশা করেছিলাম মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদালত আমাদের পক্ষে রায় দেবে। কিন্তু রায় আমাদের বিপক্ষেই গিয়েছে। পথে বসলাম আমরা। কী করব বুঝতে পারছি না।' প্রভু প্রসাদের বক্তব্য, 'দুই বছরের বেশি সময় ধরে যে লড়াই চলছিল, তা শেষ হয়ে গেল। নতুন করে বেকার হতে হল আমাদের।' উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছিল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। সংগঠনের তিন নম্বর ব্লকের সভাপতি সুজয় সরকার বলেন, 'আমরা উন্নয়ন বিরোধী নই। কিন্তু পুনর্বাসন দেওয়া উচিত ছিল রেলের। রেল মানবিক হলে এত মানুষকে বেকার হতে হত না।' রেলের এক আধিকারিকের অবশ্য বক্তব্য, 'দোকান মালিকদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল দোকান ছেড়ে দেওয়ার শর্তে। তাঁদের কর্মচারীদের দায়িত্ব তো রেল নেবে না।' রেল সূত্রে খবর, বাইরে এবং প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে ৫৫টি দোকানকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘুম ছুটেছে রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরসূচিতে বর্তমানে ঘুম উড়েছে রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের। বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়েছে ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সফর থেকেই রাজগঞ্জ ব্লকের প্রায় এগারোশো পরিবারের হাতে জমির পাট্টা তুলে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে খবর, প্রক্রিয়া শুরু করেছেন ব্লক আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ির বানারহাটের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী পাট্টাগুলি তুলে দেবেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র শিকারপুর টি এস্টেটে রয়েছে আটশোর মতো পরিবার। এছাড়াও ফুলবাড়ি, ডাবগ্রাম, বিন্নাগুড়ির মতো অনেকগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতেরও গরিব পরিবারকেও

মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি

জমির পাট্টা দেওয়ার কথা রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করলেও এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছুই জানাতে চাননি। রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভব্রত মিত্র বলেন, 'রাজগঞ্জ ব্লকে কিছু মানুষকে পাট্টা দেওয়া হবে। উপরমহলের নির্দেশমতোই কাজ করা হচ্ছে।'

এই মুহূর্তে এই পাট্টার কাগজ তৈরিতেই ঘাম ছুটতে শুরু করেছে দপ্তরের কর্মী, আধিকারিকদের। গত কয়েক বছরে জমির পাট্টা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ম অনেকটাই সহজ করেছে বর্তমান তৃণমূল সরকার। সেইমতো গত কয়েক বছরে ব্লকের অনেক জায়গাতেই জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘদিন বসবাসকারী বাসিন্দাদের। এরপর দুয়ারে সরকারে আবেদনকারীদের মধ্যেও বহু জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে খবর। এবারে অবশ্য চা বাগানে একসঙ্গে এতগুলো জমির পাট্টা দেওয়ার মধ্যে চা বাগান শ্রমিকদের মন জয়ের চেষ্টা বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

খাঁচায় চিতাবাঘ

মালবাজার, ১ ডিসেম্বর : বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় শুক্রবার সকালে মাল ব্লকের ডামডিম মোড় সংলগ্ন চাকলা বস্তি এলাকায় চিতাবাঘ ধরা পড়ল। ধরা পরা পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘটি মর্দা।

চাকলা বস্তির পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে চৈতী নদী। এই এলাকা ঝোপঝাড়ে ভর্তি। পাশেই রয়েছে জনবসতি ও পেট্রোল পাম্প। অন্যদিকে আছে বুদ্ধ মন্দির। হাতি, চিতাবাঘ ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে। এখানে বুনো হাতির করিডর রয়েছে। গত বেশকিছু দিন ধরে ওই এলাকায় চিতাবাঘের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল। তাই বন দপ্তর ওখানে খাঁচা পাতে।

এরপরই শুক্রবার সকালে স্থানীয় লোকজন দেখতে পায় যে, খাঁচায় আটক হয়েছে চিতাবাঘ। খবর পেয়ে মালবাজার থেকে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আটক চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে আনেন। পরে সেটিকে গরুমারা বনাঞ্চলের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হাতিঘিসা টোল প্লাজায় শুল্ক দপ্তরের তোলাবাজি

নকশালবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : পানিট্যাঙ্কি শুল্ক দপ্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, প্রতিদিন হাতিঘিসা টোল প্লাজা থেকে পানিট্যাঙ্কি শুল্ক দপ্তরের কয়েকজন কর্মী ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে পানিট্যাঙ্কি শুল্ক দপ্তরে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর সেখানে ব্যবসায়ীদের মালপত্রের জিএসটি বিল চাওয়া হচ্ছে। বিল দেখাতে না পারলে ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। গত দু'মাস ধরে এভাবেই হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে নকশালবাড়ি এবং খড়িবাড়ি ব্লকের প্রায় দশ হাজার ব্যবসায়ীকে। হয়রানির পাশাপাশি ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতিও হচ্ছে বলে জানান তাঁরা। নকশালবাড়ির হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী নান্টু দাসের অভিযোগ, 'গত শুক্রবার ১১ হাজার টাকার মালপত্র ছিল গাড়িতে। হাতিঘিসা টোল প্লাজার সামনে আমার গাড়ি আটক করে পানিট্যাঙ্কিতে নিয়ে যান কর্মীরা। শেষে সোমবার ছয় হাজার টাকার মালপত্র দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়।'

মাস দুয়েকের এই হয়রানির পর শুক্রবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্যবসায়ী সমিতির তরফে পানিট্যাঙ্কি শুল্ক বিভাগের ডেপুটি কমিশনারকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষে নরেন্দ্র প্রসাদ, অনিল সাহা, দেবপ্রসাদ ভৌমিক, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ। উপপ্রধানের কথায়, 'শুল্ক দপ্তরের কর্মীদের এই অত্যাচারে নকশালবাড়ির সব ব্যবসায়ীই ক্ষুব্ধ। প্রতিদিন কয়েক হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শিলিগুড়ি থেকে জিনিসপত্র আনেন। অনেক সময় দোকানের মালিক বাইরে থাকায় বাসে ব্যবসার জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে কাগজপত্র সেরকম থাকে না। কিন্তু শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা সেসব কিছুই মানতে চাইছেন না। মালপত্র আটকে রাখছেন। টাকা দিলে তবে সেগুলো ছাড়ানো যাচ্ছে।'

পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী জানান, কয়েকদিন আগে তাঁর সাইকেলবোঝাই গাড়ি শিবমন্দিরে আটক করে কাগজপত্র যাচাই করা হয়। শুল্ক বিভাগের কর্মীরা সাধারণত আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে বৈদেশিক জিনিসপত্র যাচাই করতে পারেন। কিন্তু সীমান্ত এলাকা থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কোন যুক্তিতে হয়রান করা হচ্ছে, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। সম্প্রতি নকশালবাড়ি কাপড় ব্যবসায়ী বাসুদেব কুণ্ডুরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

পানিট্যাঙ্কি কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের সেক্রেটারি মৃণালরঞ্জন রায় জানান, এভাবে কোনও দোকানে ঢুকে কিংবা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে শুল্ক বিভাগের আধিকারিকরা ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারেন না। এটা একমাত্র দুই দেশের সীমান্ত এলাকায় শুল্ক দপ্তর করতে পারে। পানিট্যাঙ্কি শুল্ক দপ্তরের নতুন কয়েকজন অফিসার এই তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত বলে তিনি মনে করেন।

পানিট্যাঙ্কি শুল্ক বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এলটি শেরপা বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। আমি ছুটিতে ছিলাম, তাই এইসব বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।' অন্যদিকে, পানিট্যাঙ্কি শুল্ক বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আরসি গুপ্তা জানান, তাঁরা একমাত্র বৈদেশিক জিনিসপত্রেই উপরই নজরদারি চালাতে পারেন। তাঁর দাবি, 'কারা এমন করছেন, আমার জানা নেই। এমনটা হয়ে থাকলে তা দ্রুত বন্ধ হবে।'

দূষণ কারখানা বন্ধের দাবি

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : জনবসতি এলাকায় চালানো হচ্ছে পিচ-পাথর সংমিশ্রণের কারখানা। ফলে দূষণ ছড়াচ্ছে এলাকায়, শব্দ দূষণে জেরবার হচ্ছেন বাসিন্দারা। শুক্রবার এমন অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগর এলাকার বাসিন্দারা। দ্রুত কারখানা বন্ধ করার দাবিতেও সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঠাকুরনগরের কারখানার দূষণে জেরবার বাসিন্দারা।

অন্যদিকে, জনবহুল এলাকায় এরকম কারখানা চালানোর অনুমতি রয়েছে কি না জানতে চাইলে সদুত্তর দিতে পারেননি কারখানার মালিক মহম্মদ আনসারি। তাঁর সাফাই, 'যখন এই কারখানা তৈরি হয়েছিল তখন এলাকায় এত বসতবাড়ি ছিল না। তাছাড়া বছরে সবসময় কাজ না হওয়ায় বাসিন্দাদের অসুবিধা হয় না।'

যদিও ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে দেখা গিয়েছে, কারখানার বড় বড় যন্ত্র থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। কারখানার পাশেই রয়েছে অনুরাধা মালাকারের একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এদিন তিনি বলেন, 'এই কারখানার জন্য ভীষণভাবে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। বহুবার ওদের এসব বন্ধ করতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি।' স্থানীয়রা জানান, এই কারখানা থেকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের রাস্তা তৈরির ঠিকাদারি সংস্থাকে বিটুমিনের মিশ্রণ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ফলে এই কারখানা থেকে দিনরাত শব্দ দূষণ হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজয়া কর্মকারের বক্তব্য, 'পাশে স্কুল রয়েছে। শুনেছি ইদানীং ধোঁয়ার কারণে অনেকেরই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।' একইরকমভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন কারখানার সামনে জমায়েত হয়ে ক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দা রমেশ সরকার, অজয় সরকারের মতো অনেকেই।

এলাকার উপপ্রধান বিজেপির সুপেন রায়ের বক্তব্য, 'আমরা সদ্য ক্ষমতায় এসেছি। এরকম কোনও অভিযোগ পাইনি। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ময়নাগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইকচালকের। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের হুসলুরডাঙ্গা বটতলা এলাকায় পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়কে। এদিন ময়নাগুড়িরদিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রেলার। সেসময় পেছন থেকে একটি বাইক দ্রুতগতিতে এসে ট্রেলারের নীচে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইকচালকের। খবর পেয়ে হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। উদ্ধার করা হয় দেহ।

খড়ে আগুন

ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : পূর্ব শালবাড়ির সাহেবটারি এলাকায় শুক্রবার এক গৃহস্থের ধান সহ খড়ের গাদায় আগুন লাগে। ধান-খড় সব ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সকালে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে।

কনজিউমার ক্লাবের সুফল মিলেছে : বিপ্লব

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : নাগরিকরা সচেতন না হলে প্রতারণার ঘটনা বাড়বেই। তাই নাগরিকদের সচেতন করার ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজকেও বেছে নেওয়া হয়েছে। বক্তব্য উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের। শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে ক্রেতা সুরক্ষামেলার উদ্বোধন করে তিনি জানান, স্কুল-কলেজে কনজিউমার ক্লাব তৈরির মধ্যে দিয়ে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এখন যে কোনও দ্রব্য কেনার ক্ষেত্রে তার মান এবং দাম যাচাই করে নেন অনেকেই। তবে সচেতন ক্রেতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে বলে মনে করেন তিনি। একই বক্তব্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ থেকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের। শিলিগুড়িতে ক্রেতা সুরক্ষামেলা চলবে তিনদিন।

ক্রেতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে আইন তৈরি হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। কিন্তু এখনও নানাভাবে প্রতারিত হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক শ্রেণির ব্যবসায়ী সাধারণকে ঠকিয়ে চলেছেন। তাই নাগরিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে ক্রেতা সুরক্ষা মেলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে শুক্রবার দাবি করেছেন উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আগে একমাত্র কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মেলা হত। গত বছর দুটি মেলা করা হয়েছে। এ বছর তিনটি মেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জঙ্গলমহলের মতো এলাকাতেও মেলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেলার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্কুল ও কলেজে কনজিউমার ক্লাব তৈরি করে নাগরিকদের সচেতন করার কাজ করা হচ্ছে।'

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ক্রেতা সুরক্ষামেলার উদ্বোধন। শুক্রবার।

নাগরিকদের আরও সচেতন হতে হবে বলে মনে করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন বিষয়টিকে। তাই এই দপ্তরে দুজন মন্ত্রী রেখেছেন। উদয়নের কটাক্ষ, 'আগে ছোট শরিক দলের ছোট নেতাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হত।' তিনি যে বাম জমানাকে ইঙ্গিত করেছেন তা স্পষ্ট। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, মেয়র গৌতম দেব, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অঞ্জনা মাহাতো ক্রেতা সুরক্ষার আইনি সংক্রান্ত দিকগুলি তুলে ধরেন। আইনি সহায়তা কীভাবে পাওয়া যায়, সে বিষয়েও আলোকপাত করেন তাঁরা।

মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে শর্ট সার্ভিস (এমএনএস) : ২০২৩-২৪-এ কমিশনড অফিসার হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিন

মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে শর্ট সার্ভিস কমিশনে যোগ দেওয়ার জন্য এমএসসি (এন)/পিবিবিএসসি(এন)/বিএসসি(এন) যোগ্যতা থাকা মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হচ্ছে।

যোগ্যতা, শর্তাবলি এমপ্লয়মেন্ট নিউজ/ রোজগার সমাচারে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হবে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.joinindianarmy.nic.in / www.indianarmy.nic.in এবং www.nta.ac.in থেকেও তা ডাউনলোড করা যাবে।

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির ওয়েসাইটে আবেদনপত্র দেওয়া হবে। ওই ওয়েবসাইটেই অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ, টাকা জমা দেওয়া ও পরবর্তী আবেদনের ধাপগুলি পাওয়া যাবে। লিখিত কোনও আবেদনপত্র অফিস/ডিজি আরটিজি/এনটিএ দ্বারা গৃহীত হবে না।

যোগাযোগের জন্য ঠিকানা :-
ইনটিগ্রেটেড হেডকোয়ার্টার অব এমওডি (আর্মি)
অ্যাজুট্যান্ট জেনারেল ব্রাঞ্চ
ডিটিই জেনারেল অব মেডিকেল সার্ভিস (আর্মি)/জিডিএমএস-৪বি
ডিফেন্স অফিস কমপ্লেক্স, এ ব্লক, ৪ তল
কেজি মার্গ, নয়াদিল্লি-১১০০০১
ফোন নং-০১১-২১৪১১৭৯৩
ইমেল : pb4005-15@nic.in

এনটিএ হেল্পলাইন নং : ০১১-৪০৭৫৯০০০, ০১১-৬৯২২৭৭০০
এনটিএ-র ইমেল : ssc-mns@nta.nic.in

সিবিসি ১০৬০১/১১/০০৪৮/২৩২৪

১৯১৮ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের জন্ম ১৮৮০ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শনিবার, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৩ সংখ্যা

তদন্তেও রাজনীতি

অনেকটা রোমহর্ষক অভিযানের মতো। সকালে দরজায় দাঁড়িয়ে সিবিআই। কখনও বা গৃহস্থের ঘুম ভাঙে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ডাকে। দ্রুত সেই বার্তা রটে যায় দিকে দিকে। দিনভর জল্পনাকল্পনা পাখা মেলে। কখনও কিছু উদ্ধার বা আটক হয়, কখনও হয় না। কখনও বা কেউ গ্রেপ্তার হয়। রাজ্য রাজনীতির উত্তাপ বাড়ে। তারপর আবার অসীম নীরবতা। সিবিআই কী করল, কেন করল ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব সবসময় মেলে না।

মাঝেমধ্যে এই কাণ্ড বাংলা দেখছে। সদ্য আবার দেখল। তৃণমূলের জনাকয়েক জনপ্রতিনিধি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তার বাড়ি ও অফিসে দিনভর তল্লাশি চলল। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে বলেও শোনা গেল। কিন্তু কী অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই হানাদারি, সেটা খুব স্পষ্ট হল না। আভাস পাওয়া গেল যে, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এই তল্লাশি। বাকিটা সবই অনুমান। ফলে বাংলায় আরও একটি দিন চর্চায় থাকল সিবিআই।

তবে এসব এখন বঙ্গবাসীর গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কৌতূহল ও উত্তেজনা ক্রমশ কমছে। ধারণা তৈরি হচ্ছে, তৃণমূল নেতাদের হেনস্তা এবং রাজনৈতিক প্রচারে দুর্নীতিকে মূল অস্ত্র করার সঙ্গে এই হানাদারির যোগ আছে। অভিযোগগুলির সত্যতা কতটা তা নিয়েও ক্রমশ সন্দেহ দানা বাঁধছে জনমনে। কেননা, এত তদন্ত, এত তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ হলেও এখনও কোনও মামলার সুরাহা হয়নি।

হয়তো দু'একজন গ্রেপ্তার হয়েছে, কিছু হিসাববহির্ভূত অর্থ আটক হয়েছে কিংবা কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর বাইরে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থা সারদার প্রতারণা মামলার তদন্তে কিছুদিন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র প্রমুখ কিছু নেতাকে কয়েক মাস জেলে রাখা হয়েছে। অভিযোগ তাপস পালকেও তাই। নারদ কেলেঙ্কারিতে প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও মদন মিত্রকে মাত্র দিনকয়েক জেলে রাখা হল।

মামলা দুটি নিয়ে হইচই কম হল না। কিন্তু সুরাহা দূরের কথা, তদন্তের অগ্রগতিও গেল থমকে। এখন আর কেউ সারদা বা নারদ মামলার নাম উচ্চারণও করে না। সিবিআইও কিছু বলে না। তারপর শুরু হল নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত। স্কুলে, পুরসভায় নিয়োগে অস্বচ্ছতা, কাটমানির অভিযোগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাকেও কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু বিচার কবে শেষ হবে, তার ন্যূনতম আভাস পর্যন্ত নেই।

বিচারালয় উলটে দীর্ঘসূত্রিতার জন্য সিবিআইকে ভর্ৎসনা করে মাঝেমধ্যে। তারপর আবার হিরণ্ময় নীরবতা চলতে থাকে। সম্প্রতি র‍্যাশনে দুর্নীতি নিয়ে জোর হইচই শুরু হল। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করে ইডি জেলে চালান করে দিল। তারপর এই দুর্নীতি নিয়েও আর উচ্চবাচ্য নেই। এখন আবার তৃণমূলের কিছু চুনোপুঁটি নেতার বাড়ি বাড়ি তল্লাশি হল।

বিজেপি মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়ে, এবার প্রভাবশালীরা তালিকায় আছে। চোরেদের মাথা জালে ধরা পড়বে। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, কিছুই আর হয় না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সাম্প্রতিক কলকাতায় সভার আগের দিন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বুক বাজিয়ে বললেন, চোরেরা কবে জেলে যাবে, সেই আশ্বাস দিয়ে যাবেন অমিতজি।

হা হতোস্মি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুর্নীতি প্রসঙ্গ তুললেও গ্রেপ্তারির আভাস দূরের কথা, শব্দটিও উচ্চারণ করলেন না। সাধারণ মানুষের তাই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, সিবিআই-ইডি'র হঠাৎ হঠাৎ অতিসক্রিয়তার সঙ্গে রাজনৈতিক কৌশলের যোগ আছে। কৌশল মেনে তৎপরতা বাড়ে-কমে। কিন্তু দুর্নীতির মূল উৎপাটনের সাফল্য নিয়ে জনমনে যত দিন যাচ্ছে, তত সংশয় বাড়ছে।

অমৃতধারা

মায়া হইতে মুক্ত হইলে সর্বতোভাবে ভগবানের নামে রুচি হয়। রুচি হইলে অন্য কোনও উৎপাত যতই হোক ভ্রূক্ষেপও থাকে না। নামে রুচি বর্ত্তাইয়া যায়। ইহাই মায়ামুক্ত। 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ' নিষ্ঠা করিয়া ভাবিতে ভাবিতে পরমপদ আনন্দময় ভগবান মায়ামুক্ত করিয়াই জীবদশা মুক্তি দেন। নামে রুচি হউক আর নাই হউক, অকাতরে দিবানিশি নামের দাস হইয়া থাকিতে হয়। যে শৈশবে ছেলেটি তার মা দূরন্ত হউক আর সুশীলা হউক,যেমন তার মায়ের সঙ্গ ছাড়ে না,সেই রকম নামের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে হয়। অর্থাৎ সর্বদা নামের দাস অভিমান করিয়া নামের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। এই নাম মুক্ত হইলে কোনও অভাব থাকে না। ভগবানের নামই সত্য।

– শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

প্রেম–যুদ্ধ–অমানবিকতা–উপেক্ষা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক নকল ছবি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

১

গত দশদিনে দুটো রূপকথার শেষ দেখল আমেরিকা। একটি ৭৭ বছরের এক অপরূপ প্রেমকাহিনির। অন্যটি ১০০ বছরের একটি ক্ষুরধার মস্তিষ্ক-কথা, যা বিশ্ব রাজনীতিকে শাসন করেছিল একদা।

দুটো মৃত্যুই প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আজকের সময়ের কাছে। একেবারে অন্যরকম প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে।

২

রোজালিন কার্টার--আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের স্ত্রী প্রয়াত হলেন নভেম্বরের ১৯ তারিখ। বয়স ৯৬ হয়েছিল। চারদিকে এত বিচ্ছেদ, সম্পর্কের ভাঙাগড়ার মধ্যে জিমি এবং রোজালিনের সুসম্পর্ক আমেরিকানদের কাছে অবাক করা ব্যাপার। কার্টার রোজালিনকে ছাড়া প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না। সবকিছু সামলাতেন রোজালিন। অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নিতেন তিনি। এসব ক্ষেত্রে অনেকে কার্টারকে বলতে পারেন স্ত্রৈণ। গড়পড়তা আমেরিকানরা টিভি দেখতে পেতেন না। বড় করে দেখতেন ভালোবাসার সমানাধিকার, বোঝাপড়া।

'৯৫ সালে রোজালিনকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন জিমি। 'সে হাসলে পাখিরা ভাববে, তাদের আর বেশিক্ষণ/গাইতে হবে না অথবা আমিই হয়তো আর তাদের গান শুনব না/জনতার ভিড়ে আমি আশা করেছি তাকে এক ঝলকের জন্য দেখব বলে,/কিন্তু আমি জানি, ও খুব লাজুক/ওকে একা থাকতে দেওয়াই ভালো।'

এখন তো দুজনেই আরও একা। সেই রোজালিনের শেষকৃত্যে যোগ দিতে জিমি এলেন হুইলচেয়ারে আধা শোয়া অবস্থায়। নোবেলজয়ী প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের শরীর অর্ধেক ঢাকা ছিল রোজালিনের মুখ আঁকা এক গেঞ্জিতে। উপস্থিত অনেকেই সামলাতে পারেননি চোখের জল।

৩

১০০ বছরের কার্টারের প্রেমকথায় চিরদিনের যতিচিহ্ন পড়ল, যখন সারা পৃথিবীতে ভিড়ই মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন অনন্ত মিছিলে। আর ১০০ বছরের কিসিঞ্জার অনন্তযাত্রায় গেলেন, যখন ইজরায়েল-আরব যুদ্ধ বিস্ফোরণের পর্যায়ে। পঞ্চাশ বছর আগে এমনই এক ইজরায়েল-আরব যুদ্ধ থামানোর সময় সবচেয়ে উচ্চারিত নাম ছিল এই কিসিঞ্জার।

জার্মানির ফুর্থ শহরে ইহুদিদের ডেরায় জন্ম তাঁর। ঠাকুমা-ঠাকুরদাকে নাৎসিরা মেরে ফেলার পর হেনরিকে নিয়ে বাবা-মা পালিয়েছিলেন নিউ ইয়র্কে। পঞ্চাশ বছর আগে ইজরায়েল-আরবের যুদ্ধকে বলা হত ইওম কিপ্পুর যুদ্ধ। সেসময় কিসিঞ্জার ছিলেন আমেরিকার বিদেশসচিব। ইজরায়েল-মিশরের সঙ্গে কথা বলে যুদ্ধ থামানোয় বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। জাপানিরা বিশ্বযুদ্ধে পার্ল হারবার আক্রমণ করার সময় কিসিঞ্জার ছিলেন আমেরিকান ফুটবল ম্যাচে। তখনও জানতেন না, পার্ল হারবার কী। অথচ ওই খবরটা তাঁর জীবনটা পালটে দেয়।

দেড় মাস আগে জার্মান টিভিতে জীবনের শেষ ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন কিসিঞ্জার। সেখানে বক্তব্য ছিল, 'অবশ্যই প্রথম কাজ শান্তি ফেরানো। কিন্তু আপনি কখনোই সেই লোকগুলোকে ছাড় দিতে পারেন না, যারা তাদের কাজ দিয়ে বোঝাচ্ছে, আর শান্তি চায় না।' তারপরই তাঁর হতাশা বেরিয়ে পড়েছিল, 'যা দেখছি, তাতে তো আমরা আবার সেই ১৯৭৩ সালে ফিরে গিয়েছি।'

৪

দু'দিন আগে দেশের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত সংবাদ সংস্থা পিটিআই ছবি পাঠিয়েছিল একটা। বিষয় : উত্তরকাশীর টানেলে উদ্ধার শেষে জাতীয় পতাকা নিয়ে বন্দি শ্রমিকের দল হাসিমুখে করছিল উল্লাস। দেশের বহু নামী কাগজ সেই ছবি প্রকাশ করেছে। সেদিন কাগজ প্রকাশের আগে, ভোরবেলাতে পিটিআই সব সংবাদমাধ্যমকে অনুরোধ করে ছবিটি তুলে নিতে। ছবিটি নকল। আসল নয়। ততক্ষণে দেশের প্রচুর খবরের কাগজ, ওয়েবসাইট ছবিটি ব্যবহার করে ফেলেছে।

প্রেম থাকবে, থাকবে যুদ্ধও। প্রশ্ন হল, পৃথিবীতে যাকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে ধরা হচ্ছে, সেই এআই কি প্রেম সৃষ্টি করতে পারে? থামিয়ে দিতে পারে যুদ্ধ? এখন যে ইউক্রেন এবং গাজায় শিশুমন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঘটনায়, সেটা কি বন্ধ করতে পারে কোনও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা? না, না এবং না।

এআই এবং চ্যাটজিপিটি'র সাহায্যে আমি হয়তো লিখে ফেলতে পারলাম একটি উপন্যাস, একে ফেলতে পারলাম একটা মনোমুগ্ধকর ছবি। তবু দিনের শেষে আমি ধরা পড়ে যেতে বাধ্য, এটা একরকম চুরি এবং চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা। পিটিআইয়ের মতো অতি পরিচিত সংস্থার যা হয়ে গেল। রোবটও পারবে, এআইও পারবে না, একটা জিমি-রোজালিনের প্রেমকাহিনি তৈরি করতে, একটা হেনরি কিসিঞ্জার তৈরি করতে। মানুষই পারে। সেই কার্টারের মতো রোজালিনকে পাগলের মতো ভালোবাসতে পারে, কিসিঞ্জারের মতো পারে বহু দেশ ঘুরে তৈরি করতে সন্ধির প্রেক্ষাপট।

৫

পিটিআইয়ের ছবিটা যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি, এটা আবিষ্কার করল কে? মানুষই তো! তারাই খুঁটিয়ে বের করেছে গলদ ঠিক কোথায়। কোনও শ্রমিককে হাতে অতিরিক্ত আঙুল। কোনও শ্রমিকের দুটো চোখ দু'দিকে তাকিয়ে। কোনও শ্রমিকের মুখ ঘষামাজা ধরনের। অতি ছোট অক্ষরে ছবির নীচে ওয়াটারমার্ক একটি সংস্থার নামে। তাদের টুইটার অ্যাকাউন্টে দেখা যাচ্ছে, পরপর টানেলের ছবি দিয়ে গিয়েছে তারা।

এই যে এতগুলো মানুষকে উদ্ধার করা হল, তার মূলে কিন্তু মানুষই। যন্ত্রকে হারিয়ে তাই শেষপর্যন্ত সফল হয়েছে সুড়ঙ্গ খোঁড়ায়। একটা সময় সবাই তো ধরে নিয়েছিল, আর বুঝি বড়দিনের আগে এইসব মানুষকে বের করা যাবে না। বিদেশি বিশেষজ্ঞ তাই-ই বলেছিলেন।

৬

মানুষই পারে, আবার মানুষই পারে না। মানুষই ভগবান, মানুষই শয়তান। প্রেম এবং যুদ্ধের পাশে অবহেলা ও উপেক্ষার অমানবিকতা মানুষেরই তৈরি। অমানবিকতা কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করে দেবে?

রায়গঞ্জের কাছে কৃষ্ণমূর্তির পাইকপাড়া গ্রামে এক ঘটনার কথা বলি। উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের অনেকেই হয়তো জানেন খবরটা। সেই গ্রামে সত্তর বছরের অবসরপ্রাপ্ত খাতুনকে তাঁর ভিটে থেকে উৎখাত করে দিয়েছে তাঁর কীর্তিমান ছেলে মিঠুন ও ছেলের বৌ পারভিনা বেগম। দীর্ঘদিন ধরে ভিটের ১৭ শতক জমি তার নামে লেখার জন্য চাপ দিচ্ছিল ছেলে। অথচ মাকে তারা খাবার দেবে না। অন্যের জমিতে কাজ করে পেট চালান মাজেদা। এর মধ্যেই মাকে মারধর করে বাড়ির বাইরে জঙ্গলে ফেলে রেখেছিল অকৃতজ্ঞ ছেলে ও তার বৌ। জখম বৃদ্ধাকে রাতভর পাহারা দিল পোষা কুকুর। একটা সময় পাশে চলে এসেছিল জঙ্গলের শিয়াল।

কোনও অকৃতজ্ঞ মানুষকে এখনও লোকে বলে থাকে, তুই মারা গেলে শিয়াল-কুকুরও তোকে ছুঁতে আসবে না। বৃদ্ধার অকৃতজ্ঞ কুমাতি ছেলের জন্য এটুকুই বলা। কোনও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি ছেলের এই ধরনের মনোভাব পালটে দিতে পারে? পালটে দিতে পারে মানুষের আমিত্ব?

৭

দিন চারেক আগে নয়াদিল্লির সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম, এত চমৎকার পুরোনো সংসদ থাকতে নতুন সংসদের দরকার হল কেন? সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট মেট্রো স্টেশনে, রেল ভবনের পাশে উঠে হাঁটতে হাঁটতে নতুন সংসদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি আকাশবাণী ভবনের দিকে। কী করে যে এত বড় চৌহদ্দিটার অপরূপ সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল, ভেবে কষ্ট। যন্ত্রণাও। এই রাস্তাটা শুধু সাংসদদের জন্য হবে। ঠিক হয়ে গেলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কতটা হাঁটার সুযোগ পাবে, কে জানে।

এসবের মাঝেই দেখি ডানদিকের ছোট্ট জামা মসজিদের পাশে অতি অবহেলায় পড়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদের ছোট্ট সমাধি। এমনিতে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে হলেও রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত সমাধি বোধহয় এটাই। এবার ঢুকে দেখলাম, আরও দুর্দশা। শিকল দিয়ে ভেজানো ছিল দরজা। অনেকে বন্ধ ভেবে ফিরে যেতে পারেন। এখন নতুন সংসদের জন্য আরও সংকুচিত হতে বাধ্য।

ইন্দিরার আমলে জরুরি অবস্থা জারির অর্ডিন্যান্সে সই করায় রাবার স্ট্যাম্প প্রেসিডেন্ট বলা হত সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ ও কেমব্রিজের ছাত্র ফখরুদ্দিনকে। ওই সময় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আবু আব্রাহামের ফখরুদ্দিনকে নিয়ে একটি কার্টুন বিখ্যাত হয়েছিল। বাথটবে শোয়া রাষ্ট্রপতির দিকে বাড়ানো স্ট্র-টাই পরা অফিসারের হাত। রাষ্ট্রপতি সলাপ, আরও কিছু সই বাকি থাকলে অপেক্ষা করতে বলুন। ওরকম কার্টুন এখন বেরোলে আবুকে জেলে যেতে হত।

তা ফখরুদ্দিনের সমাধিস্থলের ডিজাইন তৈরি হাবিব রহমানের। যিনি জাকির হুসেনের সমাধিও গড়েছিলেন। মার্বেলের জালি দিয়ে তৈরি ফখরুদ্দিনের ওই ছোট্ট সমাধিতে তিনি ও তাঁর বেগম আবিদা সমাহিত। যেন অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে তাজমহলের এক সিলুট। অনেক সমালোচকের মতে, রাজধানীতে আধুনিক স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন এটা। অতীত ও আধুনিকতার সমন্বয় পড়ে রয়েছে অজান্তেই। কেবল অপারেটরদের তারে তারে ভরা জায়গা। সমাধির গায়ে আম গাছটির গায়েও কেবল জড়ানো। বুঝিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে আরও কী যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে।

ফখরুদ্দিনের জন্ম দিল্লির হজকাজি এলাকায়। পিতৃভিটে অসমে। বাবা কর্নেল জলনুর ছিলেন অসমের প্রথম মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট। মা রুকাইয়া ছিলেন লোহারুর নবাবের মেয়ে। বছর কয়েক আগে দেখেছিলাম, ফখরুদ্দিনের বেশ কিছু আত্মীয়কে বলা হয়েছে তোমরা যে ভারতের নাগরিক, প্রমাণ দিতে হবে। কাগজ কই? কামরূপের রঙ্গিয়ায় নাগরিক তালিকায় নাম নেই। তাঁরা অসহায় দৌড়োদৌড়ি করছেন।

কার্টারের স্ত্রী রোজালিনের মতো ফখরুদ্দিনের স্ত্রী আবিদাও ছিলেন সক্রিয়, আধুনিকমনস্ক। জাতীয় ব্যাডমিন্টনে অসমের হয়ে খেলার পাশে খেলতেন বিলিয়ার্ডস ও টেনিস। ভোল পালটে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের। বেরিলি থেকে দু'বার এমপি। দিল্লি থেকে বরৌনি পর্যন্ত এক ট্রেন হয়েছিল তাঁর নামে--আবিদা বেগম এক্সপ্রেস। পরে নাম পালটে করা হয় সত্যাগ্রহ এক্সপ্রেস।

৮

মানুষই পারে, আবার মানুষই পারে না। প্রেম এবং যুদ্ধের পাশে মানুষই ইতিহাস ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়তে চায়। অমানবিকতার ভাবনাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পূর্ণ ভ্যানিশ করে দিতে পারে কি?

খ্যাতির লোভে ভাইরালের পথে যাত্রা যখন ভুল

চিরদীপা বিশ্বাস

উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা, সব জায়গায় এই কথাটা এখন শোনা যায়। 'চাকরিবাকরি তো এমনিও জুটবে না, এর চেয়ে ভালো ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে যাব। তারপর কোনওভাবে যদি ভাইরাল হতে পারি, ব্যাস! ভিউয়ের পর ভিউ, আর আমাকে পায় কে।'

এরকম এক অভিনব ফিউচার প্ল্যানিং শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই, বর্তমানে অনেকেই এভাবে স্বঘোষিত তারকা হওয়ার পথে। সেলফোন আজকাল এক সহজলভ্য বস্তু। তাই যে কোনও বয়সি মানুষ তাই ক্রিয়েটিভ হয়ে উঠতে পারছেন ক্রমশঃ নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন 'কন্টেন্ট ক্রিয়েটর' হিসেবে।

কেউ সারাদিন কী করছেন সেসব দেখান, কেউ দেখান কী খাচ্ছেন, কেউ আবার রকমারি রান্নার উপায় বাতলে দেন। এসব ব্লগিং বা কুকিং চ্যানেল থেকে শিক্ষণীয় উপাদান অনেক কিছুই থাকে। যাঁরা এসব করেন, তাঁরা অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্নই হন। কিন্তু অসুবিধা শুরু হয়, যখন কিছু মানুষ শুধু অর্থ উপার্জন বা একটু বিখ্যাত হওয়ার আশায় সেসব নকল করতে শুরু করে। সভ্যতা-ভদ্রতার মাথা খেয়ে এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন যা তাঁদের ভাইরাল করে দেয় নিমেষে। আর অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সেই ভাইরাল হওয়াটাকে তাঁরা রীতিমতো উপভোগ করেন।

জনবহুল স্টেশনে বা বাজারে নামমাত্র পোশাক পরে বিচিত্ররূপে নৃত্য প্রদর্শন হোক বা অদ্ভুতভাবে সেজে পাবলিক রি-অ্যাকশন ক্যামেরাবন্দি করা, এরকম নানা কন্টেন্টের ছড়াছড়ি আজকাল বাজারে। আবার একদল মানুষ তাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে সোশ্যাল মিডিয়া কাঁপাচ্ছেন এবং সেই কন্টেন্টের নাম দিচ্ছেন 'ট্রোলিং'। ট্রোলের উত্তরে জবাব আসছে সংগর্বে উপার্জন করছি, ক্ষতি কী? আচ্ছা, ভদ্রতা-সভ্যতার কাছে না গিয়ে সমাজকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়ে যেসব কাজ তাঁরা করেন, তা আরও দশটা মানুষকে ভুল পথে চালিত করছে। একে 'সংক্রাম' বলা যায় কি?

এই কন্টেন্টগুলোর পেছনে যে শুধু নিউ জেনারেশনের অবদান তা কিন্তু নয়, মাঝবয়সি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষও এরকম অনেক নিদর্শন তৈরি করছেন যা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কর্মসংস্থানের অভাব, অল্প বয়সে প্রচুর অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি খ্যাতির লোভে দৌড়োতে গিয়ে নিজের মানসম্মান খুইয়ে বসছে এইসব মানুষ। ভালোমন্দের বিচার ভুলে তারা কেবল সহজে অনেক কিছু পেতে আগ্রহী।

আজ থেকে কিছু বছর আগেও সোশ্যাল মিডিয়া ছিল কিন্তু ভাইরাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। নেম-ফেম-মানির পিছনে ছুটতে ছুটতে ভদ্রতার সংজ্ঞা পালটায়নি।

কোভিড সময়ের পর থেকে মূলত এ ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের বাড়বাড়ন্ত। অবশ্যই পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে পেশাতেও পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই পরিবর্তিত চিন্তাভাবনা যদি সমাজের জন্য হানিকারক প্রতিপন্ন হয় তবে তার কী মানে! শিল্পের অপব্যবহার করে তাকে ক্রমশ অশ্লীলতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াটা কীভাবে গঠনমূলক হতে পারে? সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন প্রচুর উদাহরণ আছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে পড়াশোনা, রান্না, নাচ, গান ইত্যাদি শিক্ষণীয় কন্টেন্টের সহযোগিতায় সোশ্যাল মিডিয়ায় জমি শক্ত করাটা একটু সময়সাপেক্ষ তো বটেই। ওই সময় বা ধৈর্যটা এখন সকলের মধ্যে পাওয়া যায় না।

(প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

বিন্দু বিসর্গ

থ্যাংক ইউ। ডাবের দাম আরও বাড়িয়ে দেব।

–অভি

আলোচিত

পশ্চিমবঙ্গে এই বয়কটের রাজনীতি, কালচার বদল হওয়া দরকার। এভাবে বিধানসভার গরিমা কমে যাচ্ছে। আমাকেও তো বয়কট করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের কালচার শুধু বয়কটের রাজনীতি। এটা বদল হওয়া দরকার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এর বদল হবে।

–দিলীপ ঘোষ

আজ

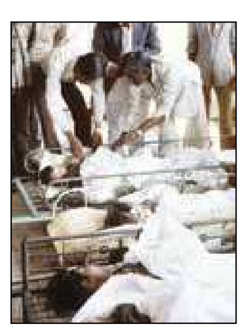

১৯৮৪'র ২ ডিসেম্বর রাতে ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের রাসায়নিক কারখানায় সঞ্চিত মিথাইল আইসোসায়ানেট বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে ৪ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। সচেতনতা বাড়াতে দেশজুড়ে আজকের দিনটি 'জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

ভাইরাল

জোহানেসবার্গের মলে অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে এক মহিলা জলপরির পোশাকে দর্শকদের মনোরঞ্জন করছিলেন। দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছিলেন, ছুড়ছিলেন ফ্লাইং কিস। জল থেকে উঠে আসার সময় জলপরির লেজটি আটকে যায় অ্যাকোয়ারিয়ামের প্রবালে। প্রাণ বাঁচাতে লেজ খুলে ওপরে উঠে আসেন তিনি। ভিডিওটি ভাইরাল।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৫

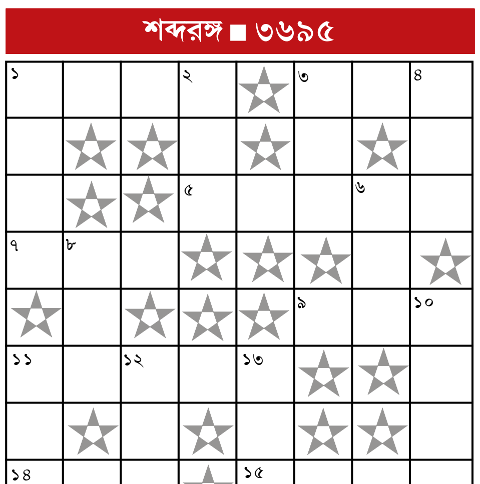

পাশাপাশি : ১। লম্বা আকারের মিষ্টি ৩। কাঁটাওয়ালা গাছ ৫। নেকড়ে বাঘ ৭। পাখাওয়ালা পোকা ৯। প্রতিনিধি বা এজেন্ট ১১। মনের ভাবগতিক ১৪। পাহাড়ের গুহা ১৫। ভারতীয় তারবাদ্য।

উপর-নীচ : ১। চাঁদের আলো বা জ্যোৎস্না ২। নিয়োগকর্তা ৩। চিনির মিষ্টি পুজোয় লাগে ৪। গায়ক ফকির ৬। স্বামী এবং স্ত্রী ৮। ঘন করা ১০। জমি ছিল, এখন নেই ১১। যে প্রাণীর সঙ্গে ছাতার সম্পর্ক আছে ১২। সেনা অফিসার ১৩। জনসাধারণ।

সমাধান ■ ৩৬৯৪

পাশাপাশি : ১। জুলাই ৩। নত ৫। নর্ম ৬। পানসি ৮। সুজন ১০। ধর্তব্য ১২। ইমাম ১৪। হারা ১৫। বর্ষা ১৬। জন্ম।

উপর-নীচ : ১। জুজুবুড়ি ২। ইনসান ৪। তর্জন ৭। সিম ৯। লাই ১০। ধর্মরাজ ১১। ব্যতিক্রম ১৩। মাধব।

উত্তরের পাঁচালি

উজ্জ্বল আরাধ্যা

ক্লাস ফাইভে পড়াশোনা চলছে। পাশাপাশি দাপিয়ে গানও। এই সুবাদে দিনহাটার আরাধ্যা মজুমদারের আজকাল খুব নামডাক। এবারে পুজোয় সোশ্যাল মিডিয়ায় খুদের গাওয়া গান খুবই হিট। তিন বছর বয়স থেকে পিসি তনুশ্রী মজুমদারের সঙ্গে গানে মজা শুরু আরাধ্যার। পিসির কাছেই গানে হাতেখড়ি। তারপর থেকেই দিনহাটার এক বেসরকারি স্কুলের এই পড়ুয়ার গানের জগতে তরতরিয়ে এগিয়ে চলা। বর্তমানে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী বিপ্লব দেবের কাছে গানের তালিম নেওয়া চলছে। পুজোর গানের পাশাপাশি কালীপুজোতেও এই খুদের গাওয়া শ্যামাসংগীত সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। দিনহাটার নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ বাঁধা। মাঝেমধ্যে উত্তরবঙ্গের অন্যত্রও। এই সুবাদে বেশ কিছু পুরস্কার জেতা সারা। গানকে কেন্দ্র করে ওভাবেই এগিয়ে যেতে চায় আরাধ্যা। আর এই সুবাদেই মেয়ে উত্তরবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে স্বপ্ন দেখছেন বাবা ভাস্কর মজুমদার ও মা ডোনা মজুমদার।

–শুভাশিস দাস

১৪১ বছরের ইতিহাস

জলপাইগুড়ির বাবুপাড়া কালীবাড়ির ইতিহাস কম নয়। প্রায় ১৪১ বছরের। জলপাইগুড়ি শহরের সবচাইতে পুরোনো এই কালী মন্দির জেলার অন্যতম প্রাচীন কালী মন্দিরও বটে। মন্দির সংলগ্ন এলাকাতেই কলা বাগান ছিল। এই নদীর পাড়েই তান্ত্রিকরা কালী মায়ের সাধনা করতেন। পরবর্তীতে বাবুপাড়ার বাসিন্দারা ১৮৮২ সালে টিনের চালা দিয়ে কালী মন্দির তৈরি করে পুজো শুরু করেন। পরবর্তীতে সেই অস্থায়ী মন্দির পাকা মন্দির হিসেবে গড়ে ওঠে। কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তিকে এখানে দু'বেলা নিত্যপুজো দেওয়া হয়। বাবুপাড়া তো বটেই, শহরের অন্যান্য ওয়ার্ড থেকেও ভক্তরা রোজ এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। অনেকে শহরের বাইরে থেকেও আসেন। আগে এই মন্দিরে পশুবলি দেওয়া হত। নিরীহ পশুদের স্বার্থে ভক্তদেরই আপত্তিতে পরবর্তীতে অবশ্য তা বন্ধ হয়ে যায়। মন্দির পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। এই মন্দির নিয়ে গবেষকদেরও যথেষ্ট উৎসাহ। নানা লেখিলেখিতে তার প্রকাশ। প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মার কথায়, 'উত্তরবঙ্গের অন্যান্য শহরের তুলনায় জলপাইগুড়িতে কালী মায়ের ভক্তসংখ্যা বেশি। সে কারণেই এখানে বহু কালী মন্দির। এই মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম বাবুপাড়া কালী মন্দির সযত্নে এই শহরের ঐতিহ্যকে বহন করে চলছে।'

–জ্যোতি সরকার

সৃজনে দীপিকা

কথায় বলে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। এই প্রবাদবাক্যটির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জের দীপিকা রায়। পেশায় স্বাস্থ্যকর্মী। নেশা সাহিত্য। যত্নের সঙ্গে নিজের পেশাগত কাজ সামলে বাকি সময়টায় সাহিত্য সৃষ্টিতেই মগ্ন থাকেন। ছোট থেকেই কবিতা লিখতেন। প্রথম জীবনে বাবা পরেশ রায় আর পরবর্তীতে স্বামী রজত ঘোষ সাহিত্য সৃষ্টিতে দীপিকাকে সবসময়ই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ছেলে রাতুলও। তাঁর সহযোগিতাতেই একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যেই দীপিকার ১৮০০ ছোট কবিতা স্থান পেয়ে বহু প্রশংসিত। কাব্য সংকলন চিত্রাঙ্গদা, সাহিত্যাঙ্গন, সাহিত্য বাজার, তরঙ্গ, পাতাবাহার সহ একাধিক সাহিত্য পত্রিকায় দীপিকার বহু কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। বেরিয়েছে একক কাব্যগ্রন্থ 'টক ঝাল মিষ্টি'। একক প্রচেষ্টায় কুমারগঞ্জে গড়ে তুলেছেন সূর্য সাহিত্য পত্রিকা পরিবার। তাতে অনেককে শামিল করে দীপিকা সাহিত্য আন্দোলনের স্বপ্ন দেখছেন।

–প্রাণগোপাল সাহা

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দের লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

ছন্দে শ্রাবন্তী

নাচের দুনিয়ায় বেশ নাম করেছেন রায়গঞ্জের শ্রাবন্তী সেনগুপ্ত। তিন বছর বয়সে মায়ের হাত ধরে সংস্কৃতির জগতে পা রাখা। প্রথমে তাপসী সাহা আর পরবর্তীতে নবনীতা কর্মকারের হাত ধরে নাচকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলা। স্কুল ও পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে নৃত্য প্রতিযোগিতায় একের পর এক পুরস্কারপ্রাপ্তিতে নাচের জগতের পরিধিটি আরও বড় হওয়া। নাচের পাশাপাশি গান, আবৃত্তি, রংতুলিতেও শ্রাবন্তী বেশ দক্ষ। বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে নাচ ও গানের অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছেন। শারদনন্দিনী সম্মানে সম্মানিত। কলকাতার মহাজাতি সদনে শিল্পরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। নাচের জগতে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা চলছে। শ্রাবন্তী আজকাল বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মধুমিতা রায়ের কাছে নাচের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। নিজস্ব এক নৃত্য প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়েছেন। কথক, রবীন্দ্রনৃত্য, সৃজনশীল নৃত্য, লোকনৃত্যের মতো নাচের বিভিন্ন ধারাকে নিয়েই আজীবন পথ চলতে চান।

–সুকুমার বাড়ই

শান্তিনিকেতনের নন্দনমেলায়। শুক্রবার তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

আদালতের নির্দেশে পদক্ষেপ শিক্ষা পর্ষদের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : আদালতের নির্দেশমতো সময়সীমার ৫ মিনিট আগেই পদক্ষেপ গ্রহণ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। শুক্রবার ৩.২০ মিনিটের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে আদালতের আগের নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরই দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাকরিপ্রার্থী পল্লব বারিককে ডেকে ইন্টারভিউ, অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট নেয় পর্ষদ। সমগ্র প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হয়। এই মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সেই ভিডিওগ্রাফি পর্ষদকে আদালতে জমা দিতে হবে। ওইদিনই মামলার পরবর্তী শুনানি।

২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় অংশ নেন মামলাকারী পল্লব বারিক। তখন পর্ষদ জানায়, তিনি ওই পরীক্ষায় সফল হননি। এদিকে, গত বছর পর্ষদ জানায়, টেটে পাশ করেছেন পল্লব। ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন তিনি। এরপরই চাকরির দাবিতে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

এই মামলাতে ২১ সেপ্টেম্বর বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্ষদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, পল্লবকে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্নের মুখে পড়ে পর্ষদ। দু'মাস পেরিয়ে গেলেও পূর্বের নির্দেশ কেন কার্যকর হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন করেন বিচারপতি।

শুক্রবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে বিচারপতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'চার ঘণ্টার মধ্যে আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করলে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে।'

বিকাল ৩.২০ মিনিটের মধ্যে আগের নির্দেশ কার্যকর করতে হবে বলে সময় বেঁধে দেন বিচারপতি। এদিন পর্ষদের আইনজীবী জানান, ৩.১৫ মিনিটে ওই চাকরিপ্রার্থীর ইন্টারভিউ, অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়েছে। তা ই-মেল মারফত আদালতকে জানিয়েছে পর্ষদ। এরপরই বিচারপতি ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল, ভিডিও রেকর্ডিং সহ সমস্ত তথ্য আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

বিধানসভা চত্বরে অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া ধর্নায় নিষেধাজ্ঞা

গঙ্গাজলে শুদ্ধিকরণ বিজেপির

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বঞ্চনা নিয়ে মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিধানসভায় আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছিলেন তৃণমূল বিধায়করা। বুধবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় সংগীত চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা স্লোগান তোলেন বলে অভিযোগ। যা নিয়ে বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল। বিপরীতে আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে মুখ্যমন্ত্রী বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় শুক্রবার ওই জায়গা গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দিল বিজেপি। শুক্রবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা মাথায় ঘড়া ভর্তি গঙ্গাজল নিয়ে এসে ওই জায়গা ধুয়ে দেন।

শুভেন্দুর বক্তব্য, 'রাজ্যের দুই মন্ত্রী ও দুই বিধায়ক দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুর্নীতির দায় এড়াতে পারেন না। তিনি অবস্থানে বসায় এই জায়গা অপবিত্র হয়েছে। তাই আমরা এই জায়গা গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দিলাম।' শুভেন্দুর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল। রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী ভুলে যাচ্ছেন বিআর আম্বেদকর দলিত শ্রেণির নেতা ছিলেন। আমি নিজেও দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি। অথচ শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে বলেছিলেন, আমি তাঁর পায়ের জুতোর নীচে থাকি। এতেই বোঝা যায়, শুভেন্দু দলিত শ্রেণিকে সম্মান দিতে জানেন না, তাঁদের অপমান করেন। তিনি বিআর আম্বেদকরের আন্দোলন ও মতাদর্শ সম্পর্কে যে মূর্খ, তা স্পষ্ট হয়ে গেল।' তৃণমূল বিধায়ক জ্যোৎস্না মান্ডি বলেন, 'শুভেন্দুবাবু মহিলাদের অসম্মান করেছেন। তিনি এইভাবে আম্বেদকরকে অপমান করলেন। বাংলার মানুষ শুভেন্দুকে সঠিক জবাব সঠিক সময়ে দেবেন।' জবাবে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'বিআর আম্বেদকরের আদর্শ সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু তৃণমূল সরকারের আমলে এই রাজ্যে মহিলারা অসম্মানিত হচ্ছেন, দলিত মহিলাদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। তাই তৃণমূলের কাছে নীতি, আদর্শ শিখতে হবে না।'

> রাজ্যের দুই মন্ত্রী ও দুই বিধায়ক দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুর্নীতির দায় এড়াতে পারেন না। তিনি অবস্থানে বসায় এই জায়গা অপবিত্র হয়েছে। তাই আমরা এই জায়গা গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দিলাম।
>
> – **শুভেন্দু অধিকারী**

গত বুধবার থেকেই আন্দোলন, পালটা আন্দোলন ও বিক্ষোভে উত্তপ্ত বিধানসভা। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও তৃণমূল ও বিজেপি বিধায়করা মুখোমুখি বিক্ষোভে শামিল হন। এরই মধ্যে অনুমতি না নিয়ে বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখানোয় বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ভবিষ্যতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তাঁর অনুমতি ছাড়া বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ বা অবস্থান কর্মসূচি নেওয়া যাবে না বলে নির্দেশিকা জারি করেছেন তিনি।

বিমানবাবু বলেন, 'বিধানসভার নির্দিষ্ট আইন ও শৃঙ্খলা রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, অধ্যক্ষের অনুমতি না নিয়েই বিধানসভায় বিক্ষোভ-অবস্থান করা হচ্ছে। যা অত্যন্ত হতাশাজনক। তাই এই নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অধ্যক্ষের এই নির্দেশিকাকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিরোধী দল কোনও আন্দোলন করতে গেলেই নানাভাবে হেনস্তা করা হয়। আমাকে দু'বার বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দেশের অন্য কোনও রাজ্যে এই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি নেই। তাই এই সরকার কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই।'

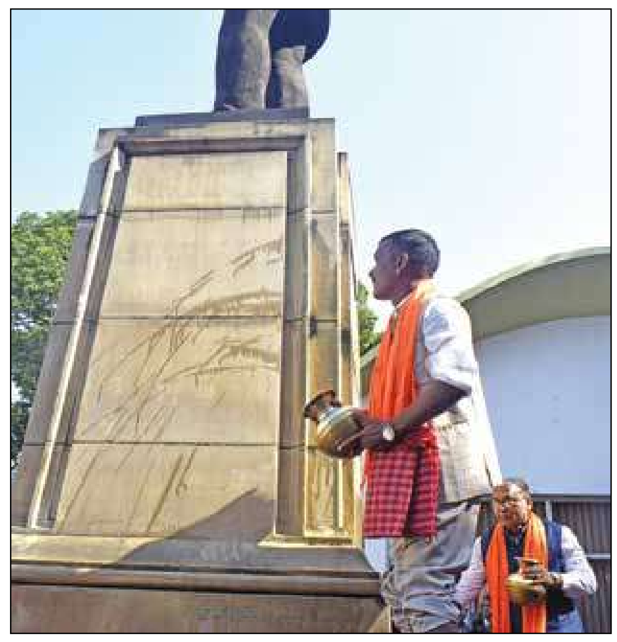

আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশ গঙ্গাজলে ধুয়ে দিচ্ছেন পদ্ম বিধায়করা। শুক্রবার।

আইনমন্ত্রীর পরিবারের অ্যাকাউন্টের তথ্য চাইল সিবিআই

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : কয়লা পাচার কাণ্ডে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত স্টেটমেন্ট চাইল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ওই স্টেটমেন্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

কলকাতার একটি বেসরকারি ব্যাংকে বছর দুয়েক আগে পাঁচটি অ্যাকাউন্ট খোলেন মলয়বাবু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। অ্যাকাউন্ট খোলার সময় কী কী নথি জমা দেওয়া হয়েছিল, তাও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর ওই ব্যাংকের ম্যানেজারকেও নিজাম প্যালেসে সিবিআই দপ্তরে তলব করা হয়েছে। এর আগে কয়লা পাচার কাণ্ডে রাজ্যের আইনমন্ত্রীকে ১২ বার নোটিশ পাঠিয়েছিল অপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। যদিও মলয়বাবু মাত্র একবার হাজিরা দিয়েছেন। এরমধ্যে তিনি দিল্লি হাইকোর্টে রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়েছিলেন। আদালত রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করে দিলেও তাঁকে দিল্লির পরিবর্তে কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্দেশ দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। ইডি-র পর সিবিআইয়ের নজর পড়েছে আইনমন্ত্রীর ওপর।

রক্তদান করে জন্মদিন সেলিব্রেট দৃষ্টিহীন সুমনের

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১ ডিসেম্বর : এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা যা কিছু করেন বা বলেন সেটাই যেন সবাইকে অনুপ্রেরণা জোগায়। তেমনই একজন হলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পাঠরত দৃষ্টিহীন ছাত্র সুমন বৈদ্য। নামের সঙ্গে কাজের মিল রেখে অপরের জীবন বাঁচাতে সুমন শুক্রবার তাঁর জন্মদিনে পৌঁছে গেলেন কালনা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। সেখানে রক্তদান করে জন্মদিন সেলিব্রেট করতে পেরে সুমনও যেন তৃপ্ত।

সুমনের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার সাতগাছি পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপল্লি গ্রামে। তবে এখন তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ হস্টেলে থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুমন জন্ম থেকেই চোখে দেখতে পান না। তাঁর অন্য দুই ভাইও দৃষ্টিহীন। তাঁরা রেলে হকারি করেন। আর সুমন পড়াশোনা করে সমাজের আর পাঁচটা মানুষের মতো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছেন।

১ ডিসেম্বর সুমনের জন্মদিন। আনন্দ হইহুল্লোড়ে মেতে না উঠে এই দিনটিকে একটু অন্যভাবে সেলিব্রেট করার ভাবনা আগেই করে রেখেছিলেন সুমন। সেইমতো এদিন সকাল সকাল নিজের স্টুডেন্ট আইকার্ড গলায় ঝুলিয়ে সুমন বেরিয়ে পড়েন। কারও সাহায্য ছাড়া একাই চলে আসেন কালনা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের কাছে রক্তদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে রক্তদান করেন।

কিন্তু জন্মদিনে কেক কাটা, বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে অংশ নেওয়া এসব ছেড়ে রক্তদানের সিদ্ধান্ত কেন? উত্তরে সুমন বললেন, 'প্রত্যেক মানুষের কাছেই তাঁর জন্মদিন আর বিবাহবার্ষিকীর দিনটা খুবই আনন্দের হয়। আমি মনে করি, মানুষ হয়ে জন্মে এইসব দিন সেলিব্রেট করার সময় আমরা যদি অন্য মানুষের জীবনে আনন্দ দেওয়ার মতো কিছু কাজ করি তাতে আলাদা তৃপ্তি পাওয়া যায়। এর থেকে বেশি আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। এই ভাবনা থেকেই জন্মদিনে রক্তদান করলাম।'

সুমনের প্রশংসা না করে পারেননি কালনা হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে রোগীর পরিজনরা। কালনা হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার গৌতম দাসও সুমন বৈদ্যর এমন মহৎ ভবনাচিন্তার কথা জেনে প্রশংসা করেছেন।

এক রোগীর পরিজন নরেশকুমার দাসের কথায়, ''সুমন ওর জন্মদিনে কবিগুরুর 'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ'- ভাবনারই যেন প্রকাশ ঘটাল।''

নবান্নে সভার চিঠি শুভেন্দুকে

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পরবর্তী প্রশাসনিক সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত বৈঠকে ডাকা হল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। ৪ ডিসেম্বর বিধানসভার অধ্যক্ষের ঘরে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।১৪ ডিসেম্বর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই বৈঠক হবে। শুভেন্দু জানিয়ে দিয়েছেন এই বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকবেন না।

নবান্নের কর্তাদের বক্তব্য, বিরোধী দলনেতার এই বৈঠকে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। শুভেন্দু বলেন, 'এই অগণতান্ত্রিক সরকারের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। এখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই এই আমন্ত্রণ নাটক ছাড়া কিছু নয়।' বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে আমন্ত্রিত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই মুহূর্তে তিন সদস্যের রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। কমিশনের জুডিশিয়াল বা বিচারবিভাগীয় সদস্য হিসেবে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মধুমিতা মিত্র। কমিশনের প্রশাসনিক সদস্য হিসেবে কাকে নির্বাচিত করা হবে, তা নিয়েই ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে। কমিশনের প্রশাসনিক সদস্য হিসেবে তিনজনের নাম সামনে উঠে আসছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ও অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অধীর শর্মার নাম নিয়ে বর্তমানে আলোচনা চলছে।

জাতীয় সংগীত অবমাননা : এফআইআর

পাঁচ পদ্ম বিধায়ককে তলব লালবাজারের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : বিধানসভায় জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগে আরও ৭ বিজেপি বিধায়কের নামে এফআইআর করা হল। পরে দেখা যায় দু'জনের নাম পূর্বের তালিকায় আছে, তাই তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়। এর আগে ১১ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল। অর্থাৎ মোট ১৬ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হল।

ইতিমধ্যেই ৫ বিধায়ককে তলব করেছে লালবাজার। সোমবার ওই ৫ জনকে লালবাজারে দেখা করতে বলা হয়েছে। ওই তালিকায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম যুক্ত করার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

বুধবার বিধানসভা চত্বরে তৃণমূলের জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় বিজেপি বিধায়করা 'চোর চোর' স্লোগান দেন। এর ফলে জাতীয় সংগীতকে অবমাননা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। তৃণমূলের তরফে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় হেয়ার স্ট্রিট থানায় বিষয়টি জানান। প্রথমে ১২ জন বিধায়কের নাম পাঠানো হয়। কিন্তু আদালতের অনুমতি ছাড়া শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর করা যাবে না বলে ১১ জনের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়। তবে এদিন নতুন করে আরও ৭ জনের নাম ওই তালিকায় ঢোকানো হয়। হেয়ার স্ট্রিট থানা থেকে সেই তদন্তভার লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে গিয়েছে। এরপরই লালবাজারের তরফে ৫ বিজেপি বিধায়ককে সোমবার হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। ওই তালিকায় আছেন শিলিগুড়ির শংকর ঘোষ, ফালাকাটার দীপক বর্মন, মাদারিহাটের মনোজ টিগ্গা, পুরুলিয়ার সুদীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও বাঁকুড়ার নীলাদ্রীশেখর দানা।

দলীয় বিধায়কদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগীত অবমাননা ও লালবাজারে ডেকে পাঠানো প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। বাকিটা কোর্টে শুনবেন। এর আগেও আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছিল তৃণমূল। আদালতে এজন্য ভর্ৎসনা শুনেছিল।' শংকর বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে যে মামলা দেওয়া হবে তা পূর্বপরিকল্পিত ছিল।' মনোজ বলেন, 'জাতীয় সংগীতের বিষয়ে আমাদের কেউ কিছু জানায়নি, আমরা কিছু শুনতেও পাইনি।' তবে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, 'বিজেপি অসভ্য ও বর্বর দল, তা না হলে জাতীয় সংগীতের সময় কেউ এই আচরণ করে? এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' উপমুখ্যসচেতক তাপস রায় বলেন, 'ওইদিন ধর্মতলায় অমিত শা-র ফ্লপ সভা ঢাকতেই জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়। বিজেপির দেশবিরোধী এই কার্যের বিরুদ্ধে বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনা হতে পারে।'

এদিকে যে বিজেপি নেতাদের নামে জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছেন আলিপুরদুয়ারের সুমন কাঞ্জিলালও। বিজেপি ত্যাগ করে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নামে কী করে এফআইআর করা হল, তা নিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। সুমন বলেছেন, 'ওইসময় আমি মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তৃণমূলের ধর্নায় কালো পোশাক পরে উপস্থিত ছিলাম। বিষয়টি অধ্যক্ষকে জানানো হয়েছে। সম্ভবত ভুল করেই ঘটনাটি ঘটেছে।' এই নিয়ে বিজেপি তীব্র কটাক্ষ করেছে। বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেছেন, 'আসলে দত্তক নেওয়া পুত্রকে পিতা হয়তো চিনতে ভুল করেছেন। কিছু খবর না রেখেই ওই তালিকা তৈরি করেছেন পুলিশ আধিকারিক ও শাসক দলের নেতারা।'

খেজুরির সভায় অনুমতি আদালতের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে শর্তসাপেক্ষে বিজেপির সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সভা করার ওপর কিছু বিধিনিষেধও আরোপ করেন তিনি।

শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, শনিবার দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সভা করতে পারবে বিজেপি। বারবার বিরোধীদের সভা করার অনুমতির জন্য আদালতে ছুটতে হওয়ায় বিরক্তি প্রকাশ করেন বিচারপতি।।

শনিবার খেজুরির সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিত থাকার কথা। পুলিশ সভার অনুমতি না দেওয়ায় বৃহস্পতিবার সভার অনুমতি চেয়ে বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিজেপি। কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়ার কারণে আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য। ১৫দিন আগে সভার আবেদন না করায় পুলিশের অনুমতি মেলেনি বলে যুক্তি দেন রাজ্যের আইনজীবী। বিচারপতি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'শাসকদল কি কোনও কর্মসূচির ১৫ দিন আগে পুলিশকে জানায়? তাহলে বিরোধী দলকে সবসময় অনুমতির জন্য আদালতে কেন আসতে হবে?' মঞ্চের আয়তন নিয়েও রাজ্য জানতে চায়। তখন বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'মঞ্চের আয়তন জানতে চাইছেন কেন? শেষবার শাসকদল যখন সভা করেছিল তখন মঞ্চের আয়তন জানতে চেয়েছিলেন?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বিচারপতি সভার অনুমতি দেন। বিচারপতি জানান, শব্দবিধি মেনে শান্তিপূর্ণ সভা করতে হবে। সভা থেকে কোনও উসকানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না।

পুলিশের অনুমতি না মেলায় ২৯ নভেম্বর তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের সভাস্থলে শাহি সভার অনুমতি চাইতেও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চ বিজেপির সভার অনুমতি দেয়। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। ডিভিশন বেঞ্চও বিজেপির পক্ষেই রায় দেয়। আদালতের নির্দেশেই ধর্মতলায় সভা করে বিজেপি। খেজুরির সভা নিয়েও উচ্চ আদালতে আবেদন জানাতে হল বিজেপিকে।

ফের দুয়ারে সরকার শিবির

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : ১৫ ডিসেম্বর থেকে ফের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পরিষেবা প্রদান করা হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এই কর্মসূচি নিয়ে প্রতিটি জেলাশাসকের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন। এবারের কর্মসূচিতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে পড়ে থাকা টাকা খরচে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেউ যাতে সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চাল খায় ভাইরাস, ধানের খেতে দুর্গন্ধ

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১ ডিসেম্বর : পুরোনো প্রবাদ কী কঠিন বাস্তবতাকে নিয়ে এসেছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ বাঁকুড়া জেলার কৃষিমাঠ। আগে ঠাকুমারা ছড়া বলে নাতি-নাতনিদের ঘুম পাড়াতেন – 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে...' আর এখন চাষির মা মাথা ঠুকতে ঠুকতে বিলাপ করছেন, 'ভাইরাসে চাল খেয়েছে মহাজনের দেনা মেটাব কীসে...' বলে। শুনতে কেমন হলেও এটাই এখন দিনের আলোর মতো সত্যি।

মাঠভর্তি ধান। ৬ ইঞ্চি লম্বা শিষ। সোনালি রং ধরেছে তাতে। কিন্তু তাতে চাল নেই। ধান কেটে খামারে তুলতে গিয়ে চাষির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। ভিতরে চাল না থাকায় সুগন্ধি ধান ভরেছে দুর্গন্ধে। কৃষিবিদরা বলছেন, অজানা ভাইরাসের আক্রমণে বিঘার পর বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে বিষ্ণুপুর থানার লায়েকবাঁধ এলাকায়। তাই ধান চাষ করতে গিয়ে মহাজনি দেনা এখন কীভাবে শোধ করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না ওই ধানচাষিরা। বহুমূল্য সুগন্ধি ধানের বীজ কেনা থেকে রয়েছে কীটনাশক ও সারের দাম। জমিতে চাষ করার ট্র্যাক্টরটিও ঘণ্টা প্রতি ভাড়ায় বাকিতে নিতে হয়েছে অনেককে।

ধানের এমন হাল দেখে মাথায় হাত চাষিদের। বিষ্ণুপুরের লায়েকবাঁধ এলাকায়। – সংবাদচিত্র

এই পরিস্থিতিতে গ্রামের কৃষিজীবীদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের আতমা প্রকল্প থেকে তাঁরা বঞ্চিত। বিষ্ণুপুরে কৃষি দপ্তর থাকলেও দপ্তরিরা একদিনের জন্যও পা ফেলেননি এই গ্রামের ধানখেতে। মেলেনি পোকার হাত থেকে সাধের ফসল বাঁচানোর সমাধানও। তাই বিঘা পিছু ৮ হাজার টাকা খরচে এই সুগন্ধি ধানের চাষ করে এখন লায়েকবাঁধ গ্রামের প্রায় ৫০ জন কৃষিজীবীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এমন অবস্থায় তাঁদের একমাত্র ভরসা সরকারি সাহায্য।

১৪ বিঘা জমিতে সুগন্ধি ধানের চাষ করেছিলেন কৃষক শ্যামসুন্দর ঘোষ। আক্ষেপের সুরে বললেন, 'গত বছরও সুগন্ধি ধানের চাষ করে ভালো লাভের মুখ দেখেছিলাম। তাই এবারেও মহাজনের কাছে ধার করে আমার ১৪ বিঘা জমিতে ওই সুগন্ধি ধানের বীজ লাগিয়েছিলাম। কিন্তু ধান তুলতে গিয়ে দেখি গাছে ধান থাকলেও ধানের মধ্যে একটাও চাল নেই। সম্পূর্ণ জমির ধানের ওই একই হাল। আমার পাশে যাঁদের জমি ছিল তাঁদের ধানগাছেও একই অবস্থা। কোনও অজানা পোকা ধানের ভিতরের চাল খেয়ে নিয়েছে। তাই এবার আর ধান ঘরে তুলতে পারব না।'

কয়েকশো বিঘার ধান এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর কৃষি দপ্তরের এক আধিকারিক লায়েকবাঁধে এসে ওই ক্ষতিগ্রস্ত ধানখেত পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, 'ধান গাছে কোনও রোগের জন্য এমনটা হয়নি। ডিএনএ নামে এক ধরনের ভাইরাস ধানের ক্ষতি করেছে। এই ভাইরাস গোটা ধানকে আস্ত রেখে ভিতরের চাল খেয়ে নেয়। এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।' এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ রিপোর্ট দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

চাষিদের প্রশ্ন, এই ভাইরাসের আচমকা আগমন কি আগামী দিনের অশনিসংকেত? কারণ এই ভাইরাসের আক্রমণ হলেও এর লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না।

আগুনের গ্রাসে প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি। শুক্রবার হাওড়ার বেলুড়ে। – পিটিআই

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিনের কোনও আশার পূরণ আজ। ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **বৃষ :** নিকট আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। **মিথুন :** ব্যবসার কারণে ধার করতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **কর্কট :** নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ আসতে পারে। মেয়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **সিংহ :** বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। হঠাৎ নতুন কোনও চাকরিতে সুযোগ। **কন্যা :** বারবার যে কাজ আরম্ভ করেও শেষ করতে পারছিলেন না। সেই কাজ শুরু করুন, সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। **তুলা :** বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহারে খুব সাবধান থাকুন। লটারি ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **বৃশ্চিক :** বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ। বিদেশে পাঠরত ছেলেমেয়ের জন্যে তেমন চিন্তা নেই। **ধনু :** ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ধার করতে হতে পারে। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **মকর :** খুব সাবধানে পথ চলুন। কোনও কারণেই কারও পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাবেন না। **কুম্ভ :** কোনও কারণে মানসিক আঘাত পেতে পারেন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হবে। **মীন :** বাড়িতে অতিথিরা আসায় আনন্দ। হঠাৎ বিয়ে ঠিক হতে পারে। কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১১ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৫ অঘোন, সংবৎ ৫ মাগশীর্ষবদি, ১৭ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৬ অঃ ৪।৪৮। শনিবার, পঞ্চমী সন্ধ্যা ৪।৫৫। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ৭।২৬। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ৯।৩২। তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৪।৫৫ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৫।৫১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৭।২৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, সন্ধ্যা ৪।৫৫ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।২৬ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২। ৭ মধ্য ও ৩। ২৮ গতে ৪। ৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬। ২৮ মধ্যে ও ৪।২৬ গতে ৬।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।২৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। সন্ধ্যা ৪।৫৫ গতে চন্দ্রদগ্ধা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১ মধ্যে ও ৭।৪৩ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১১। ৫৭ গতে ২। ৫২ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪। ৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫৬ গতে ২। ৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ২। ৪৩ গতে ৩।৩৭ মধ্যে।

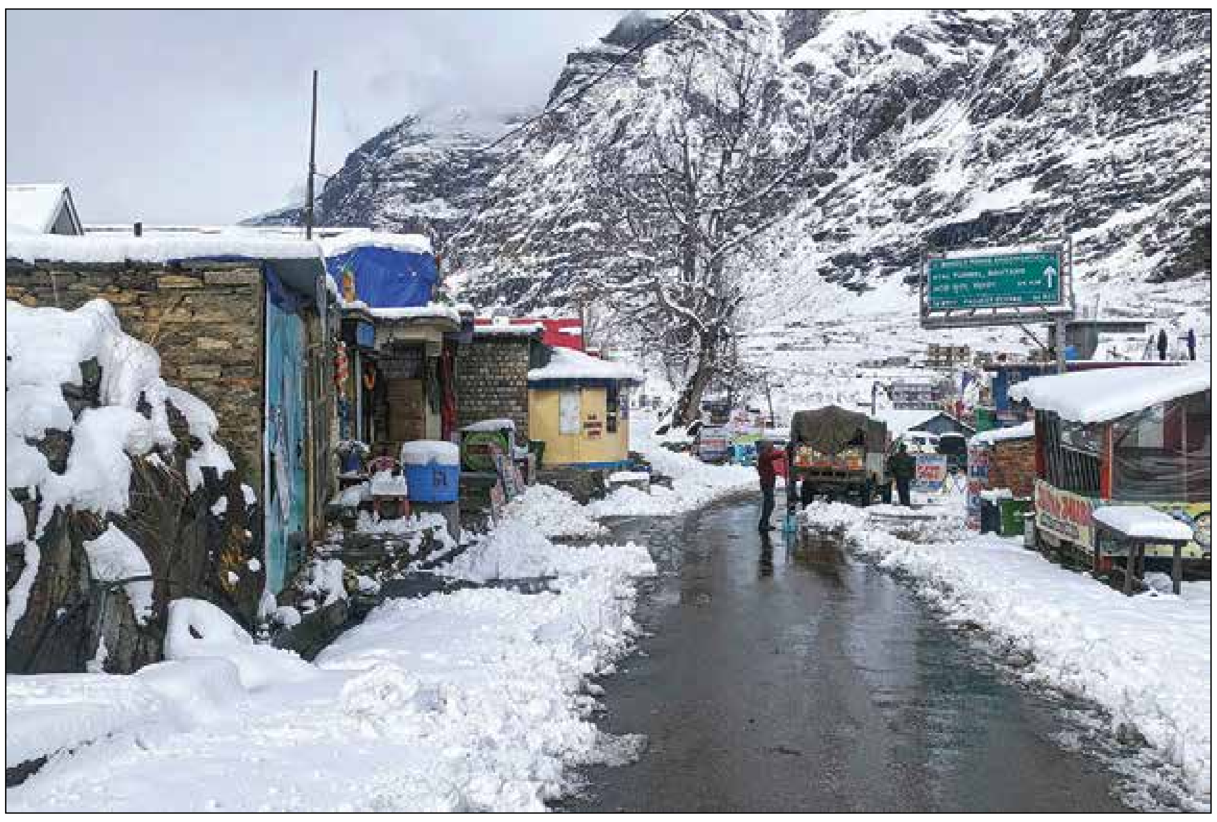

সাদা বরফের চাদরে ঢাকা গ্রাম। শুক্রবার লাহুল–স্পিতি জেলায় কোকসার গ্রামের ছবি।

তিন রাজ্যের রাজভবনকে সুপ্রিম কোর্টের বার্তা

বাংলায় উপাচার্যের জট কাটাতে নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে জটিলতা যখন তুঙ্গে তখন কেরলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের যাবতীয় দায়িত্ব ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যের রাজ্যপালের হাতে তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট। যা ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের উপাচার্য নিয়োগ ইস্যুতে আরও জট পাকানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের উপাচার্য নিয়োগ মামলায় সবপক্ষের আইনজীবীদের দ্রুত এবং বাধ্যতামূলক বৈঠকে বসার একটি নির্দেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি দীপংকর দত্তের বেঞ্চ। উপাচার্য নিয়োগে প্রস্তাবিত নামের তালিকার খসড়া তৈরি করার জন্যই অ্যাটর্নি জেনারেলকে একটি বৈঠক ডাকতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। একসপ্তাহের মধ্যেই এই তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। এর আগে রাজ্য, রাজ্যপাল ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)–কে একসঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে জট কাটানোর নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু তা হয়নি।

এদিন সর্বোচ্চ আদালত বলে, রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানসূত্র খোঁজা প্রয়োজন। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধানসূত্র খোঁজা দরকার। অ্যাটর্নি জেনারেলকে বিচারপতিরা বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য, রাজ্য এবং ইউজিসির আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে একটি বৈঠকের দিন নির্দিষ্ট করা হোক। এক সপ্তাহের মধ্যে ওই বৈঠকে সার্চ কমিটির জন্য নামগুলি চূড়ান্ত করতে হবে। পরবর্তী শুনানি ডিসেম্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে। বর্তমানে রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই।

এদিকে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কেরলের কান্নুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে স্বাধীনভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন রাজ্যপাল।

তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল সতর্কিত

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : তিনদিন আগে কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে সতর্ক করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে ডেকে কথা বলুন। মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, কেন বিলে সায় দিচ্ছেন না। রাজভবন দিনের পর দিন বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত ফেলে রাখতে পারে না।

শুক্রবার তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল এন রবিকেও একই কথা বলল দেশের শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকে বসার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়েছে, যে–কোনো বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো যাবে না। কোন ধরনের বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি দরকার সংবিধানে তা বলা আছে।

তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে আগেই বিল নিয়ে সতর্ক করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কী কারণে তিনি ১২টি বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত তিন বছর ফেলে রেখেছেন সে প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার মুখে বিলগুলিতে সম্মতি দেন রাজ্যপাল। কিন্তু সেগুলির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় রাজ্যের ডিএমকে সরকার নতুন করে বিধানসভায় পাশ করিয়ে ফের রাজভবনের অনুমোদনের জন্য পাঠায় গত মাসের মাঝামাঝি।

রাজ্য সরকারের অভিযোগ, এবার রাজ্যপাল রবি বিলগুলি নিজের হাতে না রেখে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর অর্থ কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিলগুলি পর্যালোচনা করবে। রাজ্যপালের এই ভূমিকা নিয়ে শুক্রবার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরও রাজ্যপাল ইতিবাচক পদক্ষেপ করবেন কিনা তা নিয়ে শুক্রবার সংশয় প্রকাশ করেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী সেভুগান রঘুপতি। তিনি বলেন, 'রাজ্যপালের ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। তাই তিনি বিলগুলি সম্পর্কে আপত্তির কারণ না জানিয়ে সেগুলি রাজভবনে আটকে রাখছেন। তবে রাজ্যপালের আত্মমর্যাদা ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে তিনি বিল নিয়ে আর গড়িমসি করবেন না।'

ডিএ মামলা

দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খেলেন বর্ধিত ডিএ–র জন্য আন্দোলনরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। শুক্রবার শীর্ষ আদালতে খারিজ হয়ে গেল আন্দোলনকারীদের দ্রুত শুনানির আবেদন। সংশ্লিষ্ট মামলার আবেদনকারীদের আর্জি এদিন খারিজ করে দেয় বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ।

মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ নিয়ে মামলার শুনানি জানুয়ারি মাস থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে শীর্ষ আদালতে। ৩ নভেম্বর দশমবারের জন্য এই মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের আশা ছিল ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁদের আর্জি গৃহীত হবে সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয়নি। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৫ ফেব্রুয়ারি। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন ডিএ রাজ্য সরকারের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ 'ঐচ্ছিক বিষয়। রাজ্য সরকার যে আন্দোলনকারীদের আবেদন শুনবে না তাও পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর কথায়।

আন্দোলনকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর দাবির সঙ্গে মোটেও সহমত নন। তাঁরা জানান, কলকাতা হাইকোর্ট বলে দিয়েছে ডিএ সরকারি কর্মচারীদের অধিকার। এই সঙ্গে তাঁরা এই প্রশ্ন করেন, রাজ্য যদি ডিএ না দেয় তাহলে তারা কেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া ডিএ–র অনুদান গ্রহণ করে? তাঁরা যে আন্দোলন থেকে সরছেন না। সেকথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁরা।

২ হাজার টাকার নোট বাতিল নয়

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর : ২ হাজার টাকার নোটের সিংহভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের (আরবিআই) কাছে ফিরে এসেছে। বাজারে থাকা ২ হাজার টাকার নোটের ৯৭.২৬ শতাংশ ব্যাংকে জমা পড়েছে। টাকার অঙ্কে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে থাকা ২ হাজার টাকার নোটের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯,৭৬০ কোটি টাকা। তবে ২ হাজার টাকার নোট আপাতত বাতিল হচ্ছে না। এই নোটের লিগাল টেন্ডার বহাল থাকছে। শুক্রবার একথা জানিয়েছে আরবিআই।

১৯ মে বাজার থেকে ২ হাজার টাকার সব নোট তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রাথমিকভাবে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সবাইকে তাঁদের হাতে থাকা ২ হাজার টাকার নোট জমা দিতে বলা হয়েছিল। পরে সেই সময়সীমা ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। ওইসময় বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা এবং আরবিআইয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে ২ হাজার টাকার নোট জমা করা বা বদলে নেওয়ার সুযোগ ছিল। ৮ অক্টোবর থেকে শুধু আরবিআইয়ের ১৯টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে সেই ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

২০১৬–র নভেম্বরে ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বদলে নতুন ৫০০ টাকা এবং ২ হাজার টাকার নোট চালু করা হয়েছিল।

'জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত'

ভারতে সম্মেলন করার প্রস্তাব মোদির

দুবাই, ১ ডিসেম্বর : ২০২৮–এ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের (কপ) আয়োজন করতে আগ্রহী ভারত। শুক্রবার দুবাইয়ে কপ২৮ জলবায়ু সম্মলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে রাষ্ট্রসংঘ নির্দেশিত পথে হাঁটতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। এই মঞ্চ থেকে আমি ২০২৮ সালে কপ৩৩ আয়োজনের প্রস্তাব দিচ্ছি।'

৩০ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানী শহরে বসেছে চলতি বছরের জলবায়ু সম্মেলন। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বৃহস্পতিবারই দুবাইয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মোদি। তাঁকে দেখতে বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন প্রবাসী ভারতীয়রা। সম্মেলনের ফাঁকে আমিরশাহির ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম, উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সাভকত মিরজোয়েভ, তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইমোমালি রহমানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী।

শুক্রবার দুবাইয়ের সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন কপ২৮–এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে মোদি বলেন, 'ভারতের লক্ষ্য ২০৩০–এর মধ্যে কার্বন নির্গমণের মাত্রা ৪৫ শতাংশ কমানো। আমরা অ–জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ৫০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ২০৭০–এর মধ্যে কার্বন নির্গমনের মাত্রা শূন্যে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। চলতি বছর জি২০–র মতো গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করেছে ভারত। দিনকয়েক আগে জি২০–র ভার্চুয়াল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁর জলবায়ু সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কূটনৈতিক মহলের মতে, জি২০–তে ভারত যেভাবে গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে কপেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। কার্বন নির্গমনে রাশ টানার পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলি (গ্লোবাল সাউথের বেশিরভাগ দেশ এই শ্রেণিতে রয়েছে) ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে। সেই দাবি মেনে 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে চলতি সম্মেলনে। ওই তহবিলে টাকার জোগান দেবে উন্নত দেশগুলি, বিশ্বে কার্বন নির্গমন তথা উষ্ণায়নে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি।

> গত শতকের ভুলগুলি সংশোধনের জন্য আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।
>
> – **নরেন্দ্র মোদি,** *প্রধানমন্ত্রী*

গ্লোবাল সাউথের অন্যতম মুখপাত্র ভারত জলবায়ু সম্মেলন আয়োজন করলে উন্নয়নশীল দেশগুলির দাবি আরও জোরালভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। সেদিকে ইঙ্গিত করে মোদি বলেন, 'মাতা পৃথিবী তাঁর ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমাদের সফল হতেই হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গত শতকের ভুলগুলি সংশোধনের জন্য আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।' উষ্ণায়ন রোধে ভারতের দায়বদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ভারত বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশের ধারক। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে এই দেশের অবদান মাত্র ৪ শতাংশ।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, কপ২৮–এর ইতিবাচক লক্ষণগুলি আমিরশাহিতে প্রথম দিন থেকে গতি পাচ্ছে। সম্মেলনের সূচনায় 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' চালু করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে ভারত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে।

৪০টিরও বেশি স্কুলে বোমাতঙ্ক

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : ভুয়ো বোমাতঙ্কের খবরে হুলুস্থুল বেঙ্গালুরুর ৪০টিরও বেশি স্কুলে। শুক্রবার সকালে স্কুল কর্তৃপক্ষদের কাছে একটি ই–মেল আসে। তাতে জানানো হয়, তাঁদের স্কুলে বোমা রাখা রয়েছে। এই খবর পেয়েই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুলগুলির পড়ুয়া, তাঁদের অভিভাবক এবং শিক্ষক–শিক্ষিকাদের মধ্যে। খবর যায় পুলিশের কাছে। স্কুলগুলিতে পৌঁছে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী এবং বম্ব স্কোয়াড। পড়ুয়া এবং শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সাবধানে স্কুলগুলি থেকে বের করে আনা হয়। শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু কোনও স্কুলেই বোমা খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশের ধারণা, বোমা রাখার খবরটি ভুয়ো ছিল।

প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর জানা গিয়েছে, বোমাতঙ্কের খবরটি এসেছে পাকিস্তান থেকে। গতবছর বেঙ্গালুরুর দুটি স্কুলে ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। শুক্রবারের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'আমি পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। স্কুলগুলি সহ সমস্ত স্থানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে বলেছি। চিন্তার কোনও কারণ নেই।' যে স্কুলগুলিতে বোমা রাখার খবর এসেছিল তার একটিতে যান উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। তিনি পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। পরে সাংবাদিকদের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টিভিতে এই খবরটি দেখে আমি খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। যে স্কুলগুলিতে ওই ই–মেল এসেছিল তার মধ্যে আমার বাড়ির কাছের একটি স্কুলও ছিল। তাই আমি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছি।'

শিবকুমার বলেন, 'পুলিশ আমাকে ওই ই–মেল দেখিয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, বোমা রাখার খবরটি ভুয়ো। আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অভিভাবকরা একটু চিন্তিত। যদিও চিন্তার কোনও কারণ নেই। পুলিশ বিষয়টি দেখছে। কিছু দুষ্কৃতী এই কাজ করেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা তাদের খুঁজে বের করব। সাইবার ক্রাইম পুলিশ সক্রিয় রয়েছে। তারা তাদের কাজ করছে।' কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বরা বলেন, 'যে ই–মেল থেকে ওই বোমাতঙ্কের খবরটি এসেছে সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কাঁটাতার নয়, সীমান্ত রক্ষায় কান্ডারি বিএসএফ

হাজারিবাগ, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তের প্রায় সবটুকু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু বেড়া নয়, সীমান্তরক্ষার আসল কান্ডারি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁরাই অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদী হামলা থেকে দেশের মানুষকে সদাসর্বদা সুরক্ষিত রেখেছেন। শুক্রবার হাজারিবাগে বিএসএফ–এর ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর কথায়, 'গত ৯ বছরে ৫৬০ কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর বাকি মাত্র ৬০ কিলোমিটার। আর দু–বছরে সেটুকুওতেও বেড়া দেওয়া হবে। তাহলেই সম্পূর্ণ হবে সীমান্ত ঘেরার কাজ। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া নয়, সীমান্তের প্রকৃত পাহারাদার আমাদের বিএসএফ–এর জওয়ানরা। সীমান্তে গোরু, অস্ত্র, মাদক পাচার থেকে শুরু করে জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখে গোটা দেশকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে রেখেছেন।'

এদিন বেড়া দিয়ে সীমান্ত ঘিরে ফেলার কথা বলার পাশাপাশি দেশের ভিতরে উগ্রপন্থা নির্মূল করার কথাও শোনা গিয়েছে শা–র মুখে। তিনি বলেন, দেশ থেকে নকশালপন্থা মুছে ফেলার কাজও প্রায় শেষ। মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত

বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসে অমিত শা

বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে অমিত শা। শুক্রবার হাজারিবাগে।

হাজারিবাগে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এহেন দাবি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

দেশ থেকে নকশালপন্থা উচ্ছেদ প্রসঙ্গে শা এদিন বলেন, 'ভারতে নকশালপন্থী দমন ও নির্মূল অভিযান অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে। নরেন্দ্র মোদি সরকার এই যুদ্ধে জেতার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' গত এক দশকে নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী) সহ নকশালবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির হামলা ৫২ শতাংশ কমেছে বলে দাবি করেন শা। তিনি বলেন, 'নকশালপন্থী হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ৭০ শতাংশ কমেছে। হিংসা কবলিত জেলার সংখ্যা ৯৬ থেকে কমে ৪৫ হয়েছে। নকশালপন্থী উপদ্রুত থানার সংখ্যা ৪৯৫ থেকে কমে ১৭৬ হয়েছে।'

সিপিআই (মাওবাদী) গেরিলাদের বিরুদ্ধে বিএসএফ, সিআরপিএফ, আইটিবিপির মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীগুলির ধারাবাহিক অভিযানের প্রশংসা করে শা বলেন, সীমান্তরক্ষার পাশাপাশি অন্দরের উগ্রপন্থার মোকাবিলাতেও বিএসএফ–এর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

সম্পত্তি ভাগ অমিতাভের

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর : সন্তানদের মধ্যে তফাত করেন না তিনি। একাধিক অনুষ্ঠানে সেই কথা খোলামেলাভাবে জানিয়েছেন বলিউডের মহানায়ক অমিতাভ বচ্চন। নিজের বিপুল সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রেও সেই মনোভাব বজায় রেখেছেন বিগ বি। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অমিতাভ জানান, তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির সমান অংশীদার হচ্ছেন দুই ছেলে–মেয়ে। অর্থাৎ, অমিতাভের ৩ হাজার ১৬০ কোটি টাকার সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ হচ্ছে পুত্র অভিষেক বচ্চন এবং কন্যা শ্বেতা বচ্চনের মধ্যে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে অমিতাভের দুই সন্তানের সম্পত্তি বৃদ্ধির হার চোখধাঁধানো হতে চলেছে।

বাবার সম্পত্তি পেলে আর্থিকভাবে অভিনেত্রী স্ত্রী ঐশ্বর্যা রাই বচ্চনকে টেক্কা দেবেন অভিষেক। বৌদিকে ছাপিয়ে যাবেন শ্বেতাও। বর্তমানে অভিষেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ ২৮০ কোটি টাকা। অমিতাভের সম্পত্তি যোগ হলে তা ১,৮০০ কোটি টাকার গণ্ডি টপকে যাবে। ঐশ্বর্যার থেকে অভিষেকের সম্পত্তির পরিমাণ ১২৪ শতাংশ বেশি হবে। একইভাবে বৌদির চেয়ে ১০৪ শতাংশ বেশি সম্পত্তির মালিক হবেন শ্বেতা। কিছুদিন আগে নিজের বিলাসবহুল বাংলো প্রতীক্ষা শ্বেতাকে দিয়েছেন অমিতাভ। এটি ছাড়াও মুম্বইয়ে বচ্চনদের আরও ৩টি বাংলো রয়েছে। দেশের একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁদের সম্পত্তি। অভিষেক ও শ্বেতা কার ঝুলিতে কী যাবে তা নিয়ে অবশ্য নীরব অমিতাভ।

পান্নুন হত্যা চক্রান্ত হালকাভাবে নিচ্ছে না আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১ ডিসেম্বর : খালিস্তানি আন্দোলনের নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার চক্রান্তের বিষয়টি আমেরিকা হালকাভাবে নিচ্ছে না। শুক্রবার সে কথা আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পর্ষদের মুখপাত্র জন কিরবি। তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক অটুট রেখেও পান্নুন হত্যা চক্রান্তের বিষয়টি আমেরিকা গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। কিরবির কথায়, 'ভারত আমেরিকার কৌশলগত মিত্র। সেই সম্পর্ক নষ্ট করার কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু একইসঙ্গে খাস মার্কিন মুলুকে মার্কিন নাগরিককে হত্যার চেষ্টার বিষয়টিও আমরা হালকাভাবে নিচ্ছি না।'

পান্নুন হত্যার ব্যাপারে ইতিমধ্যে এক ভারতীয়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে মার্কিন বিচারবিভাগ। তারা জানিয়েছে, পান্নুন হত্যার চক্রান্তে ভারতের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে। ভারতে বসে পান্নুনকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে হত্যার জন্য ভাড়াটে খুনি জোগাড়েরও চেষ্টা জারি ছিল।

মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, 'আমেরিকায় এক খালিস্তানি জঙ্গিকে খুনের চক্রান্তে ভারতীয় আধিকারিকের যোগ থাকার অভিযোগ নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে ভারত। ভারত সরকারের এই তৎপরতা প্রশংসনীয়। আমরা তদন্তের ফলাফল ও ভারত সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছি।' ব্লিংকেন বলেন, 'দেখুন, একটা আইনি প্রক্রিয়া চলছে। তাই এব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত বলা ঠিক নয়। শুধু বলতে পারি, আমরা ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।'

ফের গাজায় হামলা ইজরায়েলি সেনার

হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি শেষ

জেরুজালেম, ১ ডিসেম্বর : ঠিক একসপ্তাহের মাথায় গাজায় যুদ্ধবিরতিতে রাশ টানল ইজরায়েল। শুক্রবার সকাল থেকে ফের প্যালেস্তিনীয় এলাকায় হামলা শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। এদিন সকাল ৭টায় সেই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়। সাড়ে ৭টা নাগাদ গাজার আকাশের দখল নেয় ইয়রায়েলি বায়ুসেনা। পালটা রকেট হামলা চালায় হামাসও। দু'পক্ষের সংঘর্ষে ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। হামলার দায় প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠনের ওপর চাপিয়েছে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। তাদের মুখপাত্রের অভিযোগ, ইজরায়েল হামলা বন্ধ রাখলেও গাজায় সামরিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল হামাস। জঙ্গিরা নিজেদের ঘাঁটিগুলিকে মজবুত করার চেষ্টা করছিল। তাদের তৎপরতা ঠেকাতে স্থল অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধবিরতির মধ্যে বেশ কয়েকজন প্যালেস্তিনীয়কে ইজরায়েলের গুপ্তচর সন্দেহে খুন করেছিল হামাস জঙ্গিরা। সেই ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেখানে 'বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি' দেওয়ার সময় বহু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। তাদের ইজরায়েলবিরোধী স্লোগান দিতে দেখা যায়। এদিকে বৃহস্পতিবার ইজরায়েলের রাজধানী জেরুজালেমে দুই প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি

গাজার দিকে ধেয়ে আসছে ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র।

হামলা চালায়। কমপক্ষে ৩ জন ইজরায়েলি প্রাণ হারান। ইজরায়েলি পুলিশের এক আধিকারিক দাবি করেন, প্যালেস্তিনীয় এলাকা থেকে আসা জঙ্গিরা এই হামলার জন্য দায়ী। গাজা থেকে ইজরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালানো হয়েছে।

এরপরই মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, 'আমরা যুদ্ধ শুরু করছি। সরকার লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বন্দিমুক্তি, হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা এবং গাজা যাতে কখনও ইজরায়েলের পক্ষে হুমকি হয়ে না ওঠে তা নিশ্চিত করা হবে।' তাঁর উপদেষ্টা মার্ক রেগেভ বলেন, 'আমরা যে–কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি।... তাছাড়া আমরা আবার যুদ্ধে যাচ্ছি।' যদিও বুধবার পর্যন্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। আরও ইজরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে রাজি হয়েছিল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। কিন্তু বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে। যদিও হামলার দায় স্বীকার করেনি হামাস। তাদের জঙ্গিরাই ইজরায়েলে হামলা চালিয়েছে কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

গাজায় হামাস ছাড়াও প্যালেস্তাইন ইসলামিক জেহাদ নামে আরও একটি জঙ্গিগোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। ইজরায়েল যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে শুধু হামাসের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিল। আলোচনা ভেস্তে দিতেই ইসলামিক জেহাদের সদস্যরা ইজরায়েলের রাজধানী শহরে হামলা চালিয়েছে কিনা সেই প্রশ্ন উঠেছে। হামলা–পালটা হামলায় উদ্বিগ্ন যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যস্থতাকারী কাতার। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, সংঘর্ষ মধ্যস্থতার উদ্যোগকে ধাক্কা দেবে। গাজা স্ট্রিপে মানবিক সংকট আরও জটিল হবে। হিংসা থামাতে আন্তর্জাতিক মহলকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

ইজরায়েলের অভিযোগ

- গাজায় সামরিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল হামাস জঙ্গিরা
- বৃহস্পতিবার ইজরায়েলের রাজধানী জেরুজালেমে দুই প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি হামলা চালায়
- গাজা থেকে ইজরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালানো হয়েছে

দুই বাংলা এক হল

মুক্তাক্ষর সাহিত্য স্রোতের ভারত ও বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় সমৃদ্ধ শারদ সংখ্যা 'বৈতানিক'-এর মোড়ক উন্মোচন ও দুই বাংলার কবিতা যাপন অনুষ্ঠান হল বালুরঘাটে। সমবেত শঙ্খধ্বনির সঙ্গে ঢাকের বোলে অনুষ্ঠানের সূচনা, বেজে ওঠে আগমনী গান, অতিথিদের হাতে প্রদীপ প্রজ্বলন, উদ্বোধনী সংগীতে শিশুশিল্পী শ্রেয়ম দাস। সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার সভাপতি অশোককুমার দাস। অতিথি ছিলেন কবি ও বাচিকশিল্পী তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল রেজিস্ট্রার আতাউর রহমান, আসানসোলের কবি ও গল্পকার অপর্ণা দেওঘরিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা গ্রন্থাগারিক অনুপকুমার মণ্ডল, রাজ্য সরকারের 'বিনয় মজুমদার পুরস্কার' প্রাপ্ত কবি সোহেল ইসলাম প্রমুখ।

গান গেয়ে শোনান বেতার, দূরদর্শন খ্যাত ধ্রুব মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দে। আতাউর রহমানের বক্তব্যে উঠে আসে বাংলা ভাষা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে কবি, লেখকদের শিরদাঁড়া সোজা রেখে লেখার আহ্বান। মৃণাল চক্রবর্তী, অমল বসু ও অশোককুমার দাস কবিতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দেবাশিস অধিকারী তাঁর বক্তব্যে নবীন প্রজন্মের কাছে বেশি করে কবিতা পড়া এবং বাংলা ভাষা ও কবিতার বহমান স্রোতকে এগিয়ে নিয়ে চলার আহ্বান জানান। বাচিকশিল্পী অমরেন্দু মজুমদার, দেবারতি অধিকারী, রূপসা চক্রবর্তী, মিলি সাহা, নমিতা মহন্ত আবৃত্তি করে শোনান।

-পঙ্কজ মহন্ত

আলোর দিশা

আজকাল সাহিত্যবাসরের বড়ই অভাব। ব্যস্ততা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার দাপটে সাহিত্য নিয়ে নিয়মিত আলোচনার আসর আর বসে না। এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য 'আলোর দিশা' নামে এক সাহিত্য সভার পথচলা শুরু হল। মালদা জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় এই সাহিত্য বাসরের সূচনা হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজকিশোর দে, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌড় কলেজের অধ্যাপক সুস্মিতা সোম, গবেষক ও প্রাবন্ধিক গোপাল লাহা, জেলা গ্রন্থাগারের যুগ্ম সচিব প্রসেনজিৎ দাস, জেলা গ্রন্থাগারিক তুষারকান্তি মণ্ডল প্রমুখ।

শুরুতে সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র সাহিত্য আসরের উদ্দেশ্য এবং আগামী কর্মসূচি ব্যক্ত করেন। এদিনের সাহিত্যের আসরের আলোচনার মূল বিষয় ছিল, সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল-এর শতবর্ষ। এই বিষয়ের ওপরে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন সংস্থার সভাপতি সোমশংকর সিংহ। অনেকেই প্রবন্ধ পাঠ করেন। গান ও আবৃত্তিতে মাতিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা সংগীতশিল্পী আশিস উপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক সুধাংশু উপাধ্যায় প্রমুখ।

-প্রকাশ মিশ্র

বর্ণিল অনুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি 'অঙ্কুরোদগম'-এর উদ্যোগে সম্প্রতি এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। জলপাইগুড়ি সুভাষ ভবনে। নাচে-গানে অনুষ্ঠান বর্ণিল হয়ে ওঠে। তিন যন্ত্রশিল্পী সুবীর সেনগুপ্ত, তপন গঙ্গোপাধ্যায় ও কিংশুক বসুকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমাপিকা চন্দ, পারমিতা কর বিশ্বাস, জ্যোতিমা করের নৃত্যানুষ্ঠান প্রশংসনীয়। গান গেয়ে শোনান শেখর কর, আরতি রায়, সুমন দাস, অলিভা ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত ও ভাটিয়ালি গান গেয়ে আইপিএস অফিসার অংশুমান সাহা, রঞ্জনা রায়, তিলাঞ্জলি ব্যানার্জি, নিরুপম ভট্টাচার্য, সুজাতা রায়, রত্না রায়, জ্যোতিমা রায়, পায়েল গুহ রায়, আলপনা সাহা, কৃষ্ণা বর্মন, শিখা বসু পাল ও জয়া সরকার সবার প্রশংসা কুড়োন। আবৃত্তি করে শোনান মৌসুমি সরকার, মৌমিতা সরকার, নির্মল ঘোষ ও সোনালি। সঞ্চালনায় ছিলেন মুনমুন ভৌমিক দাম।

-জ্যোতি সরকার

জমিয়ে জঙ-ঝারনি

একসময় মহরমের চাঁদ দেখা গেলেই মালদা ও দিনাজপুরে জঙ-ঝারনির গানের দল তৈরি হত। সবাইকে এই গান শোনাতে দলের সদস্যরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। সময়ের থাবায় সমস্ত দল আজ অতীত। ব্যতিক্রম এক। ওই একটি দলই উত্তরবঙ্গের নিজস্ব এই লোকগান আজও ধরে রেখেছে। লিখলেন সৌরভ রায়

বাছা যাদুরে রণে যেও না
রণে গেলে ওরে বাছা আর ফিরবে না।

গায়ে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি পরা একদল মানুষ এই গান আজও গেয়ে বেড়ান। যে গান এলাকায় জঙ-ঝারনির গান নামে পরিচিত। মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একসময় মহরমের চাঁদ দেখা গেলেই এই গানের দল তৈরি হত। আব্দুল আজিজ সাহেব মানিকচকের কালুটলা গ্রামের জঙ-ঝারনির খলিফা ছিলেন। খাদ্যাভাবে একই দিনে দুই পুত্রের মৃত্যুর পর মানিকচক ছেড়ে তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর ব্লকের খারুয়া গ্রামে চলে আসেন। মহরমের চাঁদ দেখা গেলে রসিক মনের মানুষ খুঁজে জঙ-ঝারনির গান শুরু করতেন। মহরা শেষে হাসান হোসেনের যুদ্ধক্ষেত্রের বেদনার কথা-কাহিনী অবলম্বনে তৈরি গানের দল নিয়ে মহরমের মাঠে হাজির হতেন। হাসান-হোসেনের নির্মম হত্যার কথা সুরে সুরে শ্রোতাদের শুনিয়ে তাঁদের মননে শোকের আবহ তৈরি করতেন। এভাবে সেই সময় বেশ কয়েকটি দল তৈরি করা হয়েছিল।

কীভাবে এই লোকগানের পালা চলে? একসময় মানিকচক এলাকা ও বর্তমানে খারুয়া গ্রামের বাসিন্দা লোকসংগীতপ্রেমী জনাব হাসুমুদ্দিন শেখ জানাচ্ছেন, জঙ-ঝারনি হল দুঃখের গান। জঙ মানে যুদ্ধ। যে গল্পগাথা অবলম্বনে এই গানের উদ্ভব তার প্রেক্ষাপট যুদ্ধ। আর ঝারনি একটি বাদ্যযন্ত্র। যা ১৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি বাঁশের খণ্ড দিয়ে তৈরি। বাঁশের ওই টুকরোর গোড়ার দিকে ধরার জায়গাটুকু ছেড়ে পুরো বাঁশটাই সরু করে ফাটানো। গানের সুরে বাঁশের টুকরোটি ডান হাতে ধরে বাঁ হাতে ঠুকে ঠুকে শব্দ করাটাই হল ঝারনি। অনেকে আবার মনে করেন ঝারনি আসলে চোখের জল।

এই গান শুনে জলভরা চোখে শ্রোতারা আর্থিক সাহায্য করতেন। যৎসামান্য সাহায্য হলেও তাঁরা আজও সাহায্য করেন। আব্দুল আজিজ সাহেবের ছেলে আয়েস আলি ও সহশিল্পীরা মিলে আজও এই লোকগানকে কোনওমতে টিকিয়ে রেখেছেন। কীভাবে এই গান গাইতে হয় তা আয়েস তাঁর দুই ছেলেকে ভালোমতো শিখিয়েওছেন। সবাই মিলে পথে নামলেও সামনে প্রচুর প্রতিকূলতা। রাজ্য সরকারের লোকপ্রসার প্রকল্পের তালিকায় এই শিল্পীদের নাম নেই। কবে এই সমস্যা মিটবে তা কারও জানা নেই। তবে তাতে গানে কোনও খামতি থাকুক তা শিল্পীরা কেউই চান না। গানের কথা আর সমবেত সুরে দক্ষিণ দিনাজপুরের কালুটলা গ্রামের মফিজুর রহমান, মাজিদুর রহমান, খারুয়া গ্রামের হাসান আলি, লুৎফর রহমান, রফিক মিয়াঁ, রাহুল রহমান, টিপু সুলতান, মক্তারুল হোসেন, মিজানুর রহমান থেকে জাঠিগ্রামের জাফিলদ্দিন আহাম্মদ মিলেমিশে এক হয়ে যান। উত্তরবঙ্গের নিজস্ব এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ওঁরা বদ্ধপরিকর।

জঙ-ঝারনি হল দুঃখের গান। জঙ মানে যুদ্ধ। যে গল্পগাথা অবলম্বনে এই গানের উদ্ভব তার প্রেক্ষাপট যুদ্ধ। আর ঝারনি একটি বাদ্যযন্ত্র। এই দুইকে নিয়েই আমাদের এই লোকসংগীত।

-হাসুমুদ্দিন শেখ
লোকসংগীতপ্রেমী

আগে গ্রামে গ্রামে জঙ-ঝারনির দলের ডাক পড়ত। এখন সেসব অতীত। সরকারি প্রত্যক্ষ সহায়তা বড়ই জরুরি। ফি বছরে একবার মহরম। এর বাইরে আসর পেলে হয়তো তরুণ প্রজন্ম আগ্রহী হত।

-আয়েস আলি
ছড়াকার

টোটো চালিয়ে দিনযাপন করি। আবেদন করেও লোকশিল্পী পরিচয়পত্র মেলেনি। বহু গুণী শিল্পীর কার্ড হয়নি। অথচ শিল্পী নন, এমন অনেকে লোকশিল্পী পরিচয়পত্র পেয়েছেন। কী কারণে প্রকৃত শিল্পীরা বঞ্চিত তা দেখা দরকার।

-ভিকু শেখ
শিল্পী

উত্তরবঙ্গ সন্ধ্যায় (বাঁদিক থেকে) ডঃ সুখবিলাস বর্মা, নন্দিতা বাগচী, ডঃ দীপককুমার রায় ও তপন রায়প্রধান।

কলকাতায় উত্তরবঙ্গ সন্ধ্যা

এখন ডুয়ার্স প্রকাশনার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি কলকাতার রোটারি সদনে অনুষ্ঠিত হল 'উত্তরবঙ্গ সন্ধ্যা'। গুণীজন সংবর্ধনা, বইপ্রকাশ ও সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্যাপিত হল এক দশকের অক্ষরযাত্রা। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লোকসংগীত শিল্পী-গবেষক ও আব্বাসউদ্দিন স্মরণ সমিতির সম্পাদক ডঃ সুখবিলাস বর্মা, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দীপককুমার রায়, 'আব্বাসউদ্দীন' গ্রন্থের লেখক তপন রায়প্রধান, উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদক সব্যসাচী তালুকদার ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক নন্দিতা বাগচী।

স্বাগত ভাষণে প্রকাশক প্রদোষরঞ্জন সাহা উত্তরবঙ্গের আত্মপরিচয়ের সূত্রে তুলে ধরেন মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও আব্বাসউদ্দিনের প্রসঙ্গ। দীপককুমার রায়ের অনবদ্য বক্তৃতায় উঠে আসে উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের অতিথিপরায়ণতা, উদার ও অসাম্প্রদায়িক মননের পরিচয়। সুখবিলাস বর্মা কথায়-গানে তুলে ধরেন ভাওয়াইয়া গানের সেকাল ও একাল। তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণ থেকে আব্বাসউদ্দিনকে নিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা জানা যায়। নন্দিতা শেকড়ের কথা বলতে চেয়েছেন। জানিয়েছেন তাঁর আখ্যানে কীভাবে এসেছে উত্তরের লোকগান ও জনজীবন। কলকাতা দূরদর্শনের প্রাক্তন অধিকর্তা তপন রায়প্রধান তাঁর কথনের অনায়াস দক্ষতায় দর্শকের মন জয় করে নেন। আব্বাসউদ্দিন ও কাজী নজরুল ইসলামের সম্পর্কের কথা উঠে আসে তাঁর কথায়। উত্তরের লেখালেখির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের আন্তরিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা শোনা গিয়েছে সব্যসাচী তালুকদারের বক্তব্যে। ধারাবাহিক বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে এখন ডুয়ার্স যে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গচর্চার পরিসর তৈরি করেছে, সেজন্য তিনি সাধুবাদ জানান প্রকাশককে।

উদ্বোধনী সংগীতে ছিলেন সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গবেষক ডঃ জয়ন্তকুমার বর্মন ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করেন ডঃ বর্মন ও লোকসংগীত গবেষক-শিক্ষক ডঃ তপন রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন প্রসেনজিৎ চৌধুরী। দর্শকদের আন্তরিক উপস্থিতি ও সহযোগিতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এই আয়োজন। প্রকাশের দিনই পাঠকের ভালোবাসা আদায় করে নেয় তপন রায়প্রধানের লেখা 'আব্বাসউদ্দীন' বইটি।

-দেবায়ন চৌধুরী

গদ্যপদ্যপ্রবন্ধ কবিতা উৎসব ৩

২০২১ সাল থেকে অনলাইন ও মুদ্রিত মাধ্যমে কলকাতা থেকে সপ্তর্ষি প্রকাশনের উদ্যোগে প্রকাশ পাচ্ছে গভীর নির্জন পথের গদ্যপদ্যপ্রবন্ধ পত্রিকা। ২০২১ সাল থেকেই সারা বাংলাজুড়ে কবিতা উৎসবের ধারাবাহিক আয়োজন করে আসছে গদ্যপদ্যপ্রবন্ধ। ২০২১ সালে ১৫টি এবং ২০২২ সালে ১২টি এই ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সমাপ্তি উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা শহরে।

এবছর এই উৎসবগুলির সূচনা হল শিলিগুড়ি শহরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সভাকক্ষে গত ২৬ নভেম্বর। শিলিগুড়ি শহরের 'পদ্য' পত্রিকার সহযোগিতায় এই উৎসবটি আয়োজিত হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি বিজয় দে, প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কথাকার বিপুল দাস। সংগীত পরিবেশন করেন কবি গৌতম চক্রবর্তী ও ঝিনুক খান তালুকদার। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি শহরের প্রায় ৪০ জন কবি উৎসবে কবিতা পাঠ করেন। 'পদ্য' পত্রিকার সম্পাদক রিমি দে বললেন, 'অংশুমান করের সম্পাদনায় প্রকাশিত একটি প্রথমসারির সাহিত্যপত্রের সঙ্গে একত্রে অনুষ্ঠান করতে পেরে আমরা খুশি। এই ধরনের অনুষ্ঠান যত হবে ততই কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের কবি ও প্রকাশকদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়বে।' উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কবি ও কবিতাপ্রেমীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতোই।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

খেয়াল রসের উপভোগ্য সন্ধ্যা

শিলিগুড়িতে রামকিঙ্কর সভাকক্ষে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীরা।

গোমড়ামুখো মানুষদের এক কথায় কী বলা হয়? এ প্রশ্নের উত্তর প্রায় সবাই জানেন, রামগরুড়ের ছানা। আর ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল বললে, আমরা কি বুঝতে পারি না ঠিক কী ঘটেছে? শুধু এগুলোই নয়, সাতদিনের ফাঁসির সাজা তো আমাদের প্রবাদেই ঢুকে পড়েছে। এইসব খেয়ালি শব্দবন্ধ সুকুমার রায়ের সৃষ্টি। ও দেশে যেমন এডওয়ার্ড লিয়র, এখানে তেমনি সুকুমার রায় খেয়াল রসের রাজা। বিচিত্র শব্দ বন্ধ ব্যবহারের জন্য তিনি বাঙালি জীবনের প্রাত্যহিক কথাবার্তায় ঢুকে পড়েছেন। আর তাঁকে নিয়েই এক জমজমাট আসরের আয়োজন করেছিল শিলিগুড়ির বাচনিক সংস্থা কথা ও কবিতা। শুধু আবৃত্তিচর্চা এবং বার্ষিক অনুষ্ঠান নয়, এই শহরে কবিতা নিয়ে বহুমুখী কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। সুকুমার রায়ের শততম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সম্প্রতি শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্রের রামকিঙ্কর সভাগৃহে হয়ে গেল এক মনোজ্ঞ আলোচনামূলক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক বিপুল দাস। তিনি তাঁর ভাষণে বিশ্লেষণ করেন রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে আচ্ছন্ন সময়ে সুকুমার রায়ের অনাবিল, সহজ, খেয়াল রসের শিল্প নির্মাণের কথা।

অনুষ্ঠানের আলোচক, অধ্যাপক শর্মিষ্ঠা সরকার আলোচনা করেন সুকুমার রায়ের সাহিত্যে খেয়াল রস নিয়ে। আবৃত্তিশিল্পী সোমনাথ নাথ তাঁর পরিশীলিত আবৃত্তিবোধ দিয়ে, সুকুমার রায়ের কবিতার আবৃত্তি-রূপ কেমন হতে পারে তার মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা করেন। আলোচক ডঃ মানসপ্রতিম দাসের আলোচনায় সুকুমার-সাহিত্যে বিজ্ঞান চেতনার দিকটি আলোকিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজার অসুখ এবং দ্রীঘাংচু'র পাঠাভিনয়ে অংশ নেন কথা ও কবিতার সদস্য অরুময় চক্রবর্তী, কল্যাণ খান, হৈমন্তী মজুমদার, রীনা সাহা ও অনন্যা চক্রবর্তী। শিল্পীদের উচ্চারণে গল্প দুটি অন্যমাত্রা পায়। সবশেষে, পার্থপ্রতিম পানের হ য ব র ল'র উপস্থাপনা শ্রোতাদের মনে স্থায়ী জায়গা করে নেয়। সংস্থার কর্মকর্তা সঞ্জীব দেবের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সদস্য সঞ্চিতা ভট্টাচার্য।

-ছন্দা দে মাহাতো

বইটই

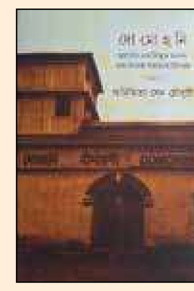

অক্ষরে দোমহনি

তিস্তাপারের দোমোহনি একসময় ডুয়ার্সের এক গুরুত্বপূর্ণ রেল শহর ছিল। কালের নিয়মে সেই গৌরব আজ হারালেও তা ধরা পড়েছে শুচিস্মিতা সেন চৌধুরীর লেখা **দোমহনি : ডুয়ার্সের এক বিস্মৃত জনপদ এবং সংলগ্ন অঞ্চলের ইতিহাস** বইটিতে। দোমোহনির ইতিহাসের সূচনা সম্ভবত মহাভারতের সময়। ব্রিটিশ যুগে দোমোহনি ছিল জংশন স্টেশন। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়। একসময় ভুটানের দখলে চলে গেলেও ব্রিটিশরাই দোমোহনিকে পুনরুদ্ধার করে। ১৯৬৮ সালে তিস্তার ভয়াবহ বন্যার পর জায়গাটি তার গরিমা পুরোপুরিভাবে হারায়। বইয়ে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দোমোহনির সবচেয়ে বিখ্যাত বাসিন্দা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথন। লেখকের শৈশবের স্মৃতির পাশাপাশি রয়েছে তাঁর লেখা বাঘ ও ভূতের গল্পও। প্রকাশক ধানসিঁড়ি।

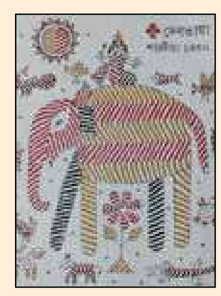

দেবভাষা

কী নেই **দেবভাষা**র এবারের শারদীয় সংকলনে? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আদিপর্বের শিল্পকর্ম থেকে শুরু করে পরিমল গোস্বামীকে লেখা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ৪২টি পত্র, শাস্ত্রীয় সংগীতের কিংবদন্তী গল্পমালা থেকে শুরু করে অপ্রকাশিত স্কেচখাতা 'রামকিঙ্করের যক্ষ যক্ষী', গল্প, কবিতা, ভ্রমণ। আলাদাভাবে নজর কাড়ে কৃষ্ণেন্দু চাকির লেখা 'বেনারসের কাঠের পুতুল'। চিন্ময় রায়ের লেখা 'জাঁ রনোয়ার-এর দৃষ্টিপ্রদীপ ও সত্যজিৎ রায়'-ই বা কম কীসে! যামিনী রাও ও যোগেন চৌধুরীর চিত্রসংগ্রহ বারবার দেখলেও মনের আশ যেন মেটার নয়। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে শ্যামল চক্রবর্তীর লেখা বেশ ভাবায়। কৃষ্ণেন্দু চাকি, সৌরভ দে ও দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকার এই সংকলন আক্ষরিক অর্থেই অনবদ্য।

শারদ মানসী

কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে তীর্থ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদের মুখপত্র **মানসী** পত্রিকার শারদ সংকলন। ৩৩ বছরের পথ চলার সময়কালে এটি পত্রিকার ৯০তম সংখ্যা। সবাই যাতে সবার হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তাঁরা এই সংখ্যাকে 'সম্প্রীতি সংখ্যা' হিসেবে দেখছেন বলে পত্রিকা সম্পাদক সন্তোষকুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন। খড়িয়াল জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত পত্রিকার এই সংখ্যা আধুনিক সময়ের যুদ্ধ সাহিত্য থেকে শুরু করে খড়িবাড়িতে শিক্ষার বিস্তারের মতো নানা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতার ডালি নিয়ে পাঠক দরবারে হাজির। লিখেছেন আনন্দগোপাল ঘোষ, উমেশ শর্মা, সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তীর মতো অনেকেই। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য নিয়ে একটি ভালো সংকলন।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

প্রথম আলোয় উজ্জ্বল শিলিগুড়ির মঞ্চ

সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে চারদিন ধরে প্রথম আলোর গান উৎসবের একটি মুহূর্ত।

মুখে নয়, এ যেন কাজে ঋক মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের গাঁ-গঞ্জে যে শিল্পীরা নিভৃতে সংগীত সাধনা করে চলেছেন তাঁদের মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় আনা। সন্দেহ নেই খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু এ কাজেই ব্রতী হয়েছে শিলিগুড়ির প্রথম আলো কালচারাল ফাউন্ডেশন। সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে চারদিন ধরে প্রথম আলোর গান উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবে জেলা স্তরের এমন অনেক শিক্ষার্থী শিল্পী নজর কেড়েছেন যাঁদের আগে মঞ্চে দেখা যায়নি। উৎসবে উল্লেখযোগ্য সংগীতশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত, দিনহাটার সূর্যশেখর মুস্তাফি, কোচবিহারের সুবীর দাস, সুরভি সূত্রধর, ময়নাগুড়ির মুগ্ধাক্ষি চক্রবর্তী, সৌমেন সরকার। ছিলেন বিপ্লব পাল, অভিজিৎ চৌধুরী, সপ্তমিতা অধিকারী ও বুলবুল বসু। চারদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে সংগীত এবং সহযোগী শিল্পী মিলে ৫০ জন করে মঞ্চে সংগীত বা যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেছেন। উল্লেখযোগ্য শিশুশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সূর্যাংশু চক্রবর্তী, অণুপ্রভ মিশ্র, ঐশানি চ্যাটার্জি, মৈত্রেয়ী বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের কর্ণধার দীপক দাসের গানের এই রাজসূয় যজ্ঞকে বাস্তব রূপ দিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী এবং বাচিকশিল্পীরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লব বসু, অরিন্দম রায়, অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত দাস, আশিস কংস বণিক, নন্দিনী রাহা, গার্গী মাইতি, সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈবালশংকর দাস, পাপিয়া চাকি, মিলি ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই বর্ণাঢ্য উৎসবে গানের কোনও গোষ্ঠী বিচার ছিল না। বিভিন্ন ধরনের গানে শিল্পীরা সাধ্যমতো নিজেদের মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যন্ত্রসংগীতেও শিশুশিল্পী এবং বড়রা তাদের নিবিড় চর্চার দক্ষতাকে তুলে ধরেছেন। চারদিনের উৎসবে বিভিন্ন পর্বে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সংগীতগুরু গোপাল কর্মকার ও নন্দিতা কর্মকার, মালবিকা চক্রবর্তী, বিশিষ্ট তবলীয়া সুবীর অধিকারী, সমাজসেবী রবীন্দ্র জৈন ও অমিত সরকার।

চারদিন ধরে ২০০-রও বেশি শিল্পীর অনুষ্ঠানকে কথামালায় গেঁথেছেন জুঁই ভট্টাচার্য, সংহিতা কর, সোমা চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়, মৌমিতা আচার্য। যেসব গানের দল এই উৎসবে অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নৈবেদ্য, বিভোর, জলসাঘর, রক্ত করবী, আনন্দধারা, রাগিনী, মেঠো সুর সংগীতালয়, বন্দিশ, সুরের সাথি, বহ্নিশিখা। সব মিলিয়ে চারদিনের এই উৎসব ছিল সুরের ধারায় জমজমাট।

-ছন্দা দে মাহাতো

**সংস্কৃতির পাতায় লিখতে চান? সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।
অনলাইনেও লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com—এ। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র অন্তত ৭ দিন আগে পাঠান আমাদের শিলিগুড়ি অথবা মালদা অফিসে।**

বোল্লায় বলিতে রাশ টানতে নারাজ কোর্ট

পতিরাম, ১ ডিসেম্বর : কয়েক কোটি টাকার সোনা, রুপোর ও হিরের অলংকারে সেজে উঠেছেন বোল্লা রক্ষাকালী মা। পুজোকে ঘিরে ভক্তদের সমাগমে গমগম করছে মন্দির চত্বর। এদিকে, মায়ের পুজোয় বলি নিয়ে বড়সড়ো ঘোষণা করল হাইকোর্ট। বলির সঙ্গে জড়িয়ে বিশ্বাস। তাই বোল্লার পাঁঠাবলি নিয়ে এখনই হস্তক্ষেপ করবে না হাইকোর্ট। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দায়ের করা মামলা নিয়ে এমনই রায় দিলেন হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। এই রায়ে খুশি পুজো উদ্যোক্তারা।

দেবীর গলায় থাকা বিরাটাকার সোনার দুটি মালা, সীতাহার, চিক, হাতের চূড় ও বাজুবন্ধ, কানপাশা, কানের দুল ও টিকলি দেখে মন্ত্রমুগ্ধ অগণিত দর্শনার্থীরা। দেবীর পরনে প্রায় ১০ কেজি সোনার অলংকার রয়েছে। আর রুপোর অলংকার মিলিয়ে মোট রয়েছে প্রায় ২৩ কেজির। এবারে নবতম সংযোজন এক ভক্তের দেওয়া হিরের আংটি, যা রক্ষাকালীর আঙুলে শোভা পাচ্ছে। তবে পুজো ঘিরে উন্মাদনা থাকলেও বোল্লা মেলার প্রথম দিন ভিড় হলেও তা অন্যবারের চাইতে তুলনামূলক কম বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে ট্রেন, বাস সহ বিভিন্ন যানবাহন করে বিরামহীনভাবে মানুষ আসছেন মেলায়। মন্দিরের সামনে দেবীদর্শন ও পুজো দেওয়ার জন্য ভিড় রয়েছে যথারীতি। ভিআইপি গেটের ব্যবস্থা থাকায় কিছু মানুষ নির্ধারিত মূল্যে টিকিট সংগ্রহ করে সরাসরি মন্দিরে ঢুকে পুজো দিচ্ছেন এবং দেবীদর্শন করছেন।

তবে সবচাইতে নজর কেড়েছে দেবী রক্ষাকালীর শরীরে থাকা কয়েক কোটি টাকার সোনা, রুপো ও হিরের অলংকার। যা দেখে ভক্তরা যেমন অবাক হচ্ছেন, তেমনই মোবাইল ক্যামেরায় সেই ছবি বন্দি করার চেষ্টা করছেন। শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে মেলা চলেছে বলে পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার মেলার প্রথম দিনে দোকানপাটে বিকিকিনি হয়েছে মোটামুটি। তবে ভোগের বিক্রি ছিল নজরে পড়ার মতো। এদিন অগণিত দর্শনার্থী মন্দিরের সামনে এসে রক্ষাকালীকে দর্শন করে মেলায় প্রবেশ করেন। আবার কেউ কেউ ভোগের হাঁড়ি সহ পুজো দিয়ে মেলায় ঘুরছেন বন্ধুবান্ধব, পরিবার পরিজনকে নিয়ে। দর্শনার্থীদের পুজো গ্রহণ করার জন্য মোট ৩০ জন পুরোহিত রয়েছেন। তাঁদের ব্যস্ততা এতটাই বেশি যে নাওয়া-খাওয়ার সময় তাঁরা ভুলে গিয়েছেন।

ভবিষ্যৎ-সংকটে

প্রথম পাতার পর

তাঁর অভিযোগ, 'যাঁরা গোলমাল করছেন তাঁরা চাইছেন না বৈধ কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় বসুক বা তাদের রেজিস্ট্রেশন হোক। পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের দায় ওঁদেরই নিতে হবে।' যদিও উপাচার্যের দাবি মানতে নারাজ আন্দোলনকারী বিএড কলেজ মালিকদের সংগঠন অল বেঙ্গল এডুকেশন ফোরামের আহ্বায়ক মলয় পিট। তাঁর বক্তব্য, 'উপাচার্য নিজের জেদ বজায় রাখার জন্যই বেআইনিভাবে ভর্তি বন্ধ করে রেখেছেন। আমরা বাধ্য হয়েই আন্দোলনে নেমেছি। কেউ কোনও হুমকি দেয়নি। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের দায় ওঁকেই নিতে হবে। ভর্তির অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

উপাচার্য ও কলেজ মালিকদের মাঝে পড়ে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি পরিস্থিতি হয়েছে টাকা দিয়ে এখনও ভর্তি না হতে পারা ছাত্রছাত্রীদের। কোচবিহারের সম্রাট দাসের বক্তব্য, 'আমরা চার বন্ধু মিলে মুর্শিদাবাদের একটি কলেজে ভর্তির জন্য চার লক্ষ টাকা দিয়ে সিট বুক করেছিলাম। এখন কলেজ থেকে বলছে কিছু সমস্যার জন্য ভর্তি দেরি হবে। টাকাও ফেরত দিতে চাইছে না। এদিকে, খোঁজ নিয়ে জানলাম ওদের অনুমোদন বাতিল হয়েছে। মনে হচ্ছে অসাধু মালিকদের খপ্পরে পড়ে টাকাও গেল, আর বছরও নষ্ট হল।'

শিলিগুড়ির একটি বিএড কলেজের ছাত্র অনুপম দত্তের কথায়, 'কিছুদিন পরেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হওয়ার কথা। পরীক্ষা সময়মতো না হলে ফল প্রকাশেও দেরি হবে। ফলে চাকরির পরীক্ষায় আদৌ বসতে পারব কি না বুঝতে পারছি না।' যে কলেজগুলো অনুমোদন পায়নি তাদের জন্য কেন তাঁরা সমস্যায় পড়বেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনুপম।

আবহাওয়া
শনিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩০.০	২০.০
শিলিগুড়ি	২৯.০	১৫.০
জলপাইগুড়ি	২৯.০	১৩.০
কোচবিহার	২৯.০	১৩.০
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	১৩.০
মালদা	২৯.০	১৭.০
রায়গঞ্জ	২৮.০	১৬.০
গ্যাংটক	২০.০	৯.০

বোল্লা রক্ষাকালী মন্দির ভক্তদের সমাগমে গমগম করছে। শুক্রবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

কৃষি দপ্তরের পদক্ষেপে খুশি ধূপগুড়ির চাষিরা

মজুত সার ন্যায্যমূল্যে বিলি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : অবৈধভাবে সার মজুত করা হয়েছে গোডাউনে। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে গোডাউন সিল করে দিয়েছিলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। চারদিন পর মজুত সার ওই ব্যবসায়ীর গোডাউন থেকে বের করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিলেন। ন্যায্যমূল্যে সার পেয়ে কৃষকরা খুশি। এদিকে, আধিকারিকদের কথায় ইঙ্গিত মিলেছে, ওই ব্যবসায়ীর রাসায়নিক সার বিক্রির লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হতে পারে।

চারদিন আগে ধূপগুড়িতে জলপাইগুড়ি জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) পাপিয়া ভট্টাচার্য ও ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন অভিযানে নেমেছিলেন। বেশ কয়েকটি রাসায়নিক সারের দোকানে তাঁরা অভিযান চালান। একটি দোকানে ঢুকে প্রথম থেকেই আধিকারিকদের সন্দেহ হয়। তাঁরা দোকানের পাশের একটি গোডাউন খুলতে বলেন। প্রথমে ওই গোডাউনে ডেকোরেশনের সামগ্রী মজুত রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী জানায়। পরে ধমকের সুরে বলায় গোডাউন খুলে দেয়। ওই গোডাউনে ঢুকে প্রচুর সারের বস্তা দেখে আধিকারিকদের চক্ষু চড়কগাছ। তারপরই তাঁরা স্টক খাতা খতিয়ে দেখেন। দেখা যায়, স্টকের সঙ্গে মজুত সারের মিল নেই। এরপরই দোকান সিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে শোকজ ও অন্য প্রক্রিয়া

কৃষকরা লাইন দিয়ে সার কেনার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করছেন। -সংবাদচিত্র

শুরু হয়। সেই সারই এদিন ন্যায্য দামে কৃষকদের দেওয়া হল।

জানা গিয়েছে, ওই গোডাউনে চলতি মরশুমের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সার মজুত ছিল। যার পরিমাণ প্রায় ৪৫ মেট্রিক টন। এছাড়া, অন্য কিছু সারও সেখানে ছিল। এদিন সারের বস্তার গায়ে লেখা দামের চেয়েও ১০ টাকা করে কম দামেই সার বণ্টন করা হয়েছে বলে সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন জানান। তাঁর কথায়, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে, সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে কৃষকদের মধ্যে সার বণ্টন করা হচ্ছে।'

চারদিনের মাথায় কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা সিদ্ধান্ত নেন, সিল করা সার কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হবে। সেইমতোই শুক্রবার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কৃষকদের আধার কার্ড দেখে পাঁচ বস্তা করে সার দেওয়া হয়েছে। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কৃষকদের প্রথমে সার দেওয়া হয়েছে। কৃষক সন্তোষ সরকার বলেন, 'ন্যায্য মূল্যে সার পাওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। তবে এখনও বাজারে গিয়ে সার কিনতে গেলে ১৪৭০ টাকার সারের ১৭০০ টাকারও বেশি দাম দিতে হয়। কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্যোগ ভালো।'

অপর কৃষক গণেশচন্দ্র রায়ের মন্তব্য, 'আলুর সঙ্গেই লংকার চাষ করা হয়েছে। প্রচুর সারের প্রয়োজন হয়। বাজারে সারের অতিরিক্ত দাম নেওয়া হয়। এভাবে একটি গোডাউন সিল করে দপ্তরের আধিকারিকরা ভালোই করেছেন। বাজারে এভাবে নজরদারি চালানো হলে কৃষকরা উপকৃত হবেন।'

ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু করেছেন আধিকারিকরা। জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) বলেন, 'সরকারি নিয়ম মেনেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষকদের সারের জোগান দিতে উদ্ধার হওয়া সার বণ্টন করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অভিযান

- চারদিন আগে গোডাউন সিল করে দিয়েছিলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা
- ওই গোডাউনে চলতি মরশুমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সার মজুত ছিল
- যার পরিমাণ প্রায় ৪৫ মেট্রিক টন
- সেই সারই এদিন ন্যায্য দামে কৃষকদের দেওয়া হল

মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ে ঘিরে চাঁদের হাট

প্রথম পাতার পর

এছাড়া রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের লোকজন তো রয়েইছেন।

৪ ডিসেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচদিন কার্সিয়াংয়ের ছোট, বড় সমস্ত হোটেল, রেস্তোরাঁ বুক হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির অদূরে একটি টি রিসর্টেও বেশ কিছু ঘর বুক করে রাখা হয়েছে। বাইরের কোনও পর্যটক বা অন্য কারও এই ক'দিন কার্সিয়াংয়ে কোনও ঘর না পাওয়ারই কথা।

৪ ডিসেম্বর অভিষেক এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগডোগরা হয়ে কার্সিয়াং পৌঁছানোর কথা। তাঁরা পাঙ্খাবাড়ি রোডের মকাইবাড়ির তাজ টি রিসর্টে উঠবেন। বিয়ের অনুষ্ঠান কার্সিয়াংয়ের কমিউনিটি হলে হলেও কনেপক্ষের রিসেপশনের মূল অনুষ্ঠান তাজ টি রিসর্টেই হবে।

মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে অন্য মন্ত্রী, আমলারা অবশ্য ৬ ডিসেম্বর পৌঁছাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এক সপ্তাহের সফর শুরু হচ্ছে এই কার্সিয়াং দিয়েই। ৬-৭ দু'দিন তিনি এই টি রিসর্টেই ভাইপোর বিয়েতে ব্যস্ত থাকবেন। ৮ ডিসেম্বর কার্সিয়াংয়ে সরকারি কর্মসূচি রয়েছে। কলকাতায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের তরফে আবেশ-দীক্ষার রিসেপশন হবে ইকো পার্কে ১০ ডিসেম্বর।

এই বিয়েকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের মানুষও বেশ উৎসুক। কে এই দীক্ষা, কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর সঙ্গে তাঁর আলাপ হল তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। ছোটবেলায় কার্সিয়াংয়েই পড়াশোনা করলেও দীক্ষা একটা সময় শিলিগুড়িতে থেকেছেন। পরে তিনি ডাক্তারি পড়তে চলে যান কলকাতায়। তাঁরই ব্যাচে ডাক্তারি পড়তেন আবেশ। সেখানেই আলাপ। পরে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়ান দুজনে। সেখান থেকেই তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

গত বছরের জুন মাসে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে এসে এখানকার মেয়েকে ঘরের বৌ করে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই পাহাড়ে এই বিয়েকে ঘিরে চর্চার শেষ নেই। ডাক্তারির পাঠ শেষ করার পরে বেশ কিছুদিন দার্জিলিং পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেছেন দীক্ষা। তবে, সম্প্রতি তিনি বদলি নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছেন বলে খবর। সেই দীক্ষার সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ে হতে চলায় খুশির আবহ কার্সিয়াংজুড়ে।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য 'ঋতু কবচ'

জলপাইগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য ঋতু কবচ নামে ফসল বিমা চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অ্যাগ্রিকালচার ইনসুরেন্স কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া নামে সংস্থাকে এই বিমার যাবতীয় কাজ চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি ও অ্যাগ্রিকালচার ইনসুরেন্স কোম্পানি অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে আলোচনা হল। ইনসুরেন্স কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার সান্টু দাস জানান, তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য সর্বাধিক হেক্টর পিছু ৫ হাজার ৩৩৩ টাকা, অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য ৯ হাজার ৬৬ টাকা, উচ্চ তাপমাত্রার জন্য ৭ হাজার ৩৩৩ টাকা এবং নিম্ন তাপমাত্রার জন্য ৪ হাজার ৯৯৯ টাকা ফসল বিমার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। প্রস্তাবিত প্রিমিয়ামের হার বিঘা প্রতি ৯৩০ টাকা। বিমা যোজনাতে ক্ষুদ্র চা চাষিদের নথিভুক্ত করতে ভোটার, আধার কার্ড, নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাসবই, জমির প্রমাণপত্র আবশ্যক।

শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন, ধৃত ১

কিশনগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের কুরলীকোট থানা এলাকার একটি গ্রামে শুক্রবার বিকেলে তিন বছরের শিশুকন্যা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

অভিযুক্ত ১৫ বছরের কিশোরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শিশুকন্যার মা কিশোরের বিরুদ্ধে কুরলীকোট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এই ঘটনার পরে শিশুকন্যার গোপন অঙ্গের থেকে প্রচণ্ড রক্তপাত শুরু হলে পুলিশ নির্যাতিতাকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, চিকিৎসকরা রাত আটটার নাগাদ তাকে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে রেফার করে। নির্যাতিতা বর্তমানে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ধৃত নির্যাতিতার প্রতিবেশী। মেয়েটি তার মাকে জানিয়েছে, বিকেলে সে যখন বাড়ির পাশে খেলছিল তখন সম্পর্কে তুতোভাই এই ঘটনা ঘটায়।

কুরলীকোট থানার পুলিশ এই মামলাটি কিশনগঞ্জ মহিলা থানায় রেফার করেছে। কুরলীকোট থানার ওসি সিদ্ধার্থ কুমার জানিয়েছেন, শনিবার ধৃতকে কিশনগঞ্জ জুভেনাইল আদালতে তোলা হবে।

হাসপাতালে বধূ

কিশনগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে কিশনগঞ্জের কোচাধামন এলাকার বগলবাড়ি গ্রামের এক বধূকে পণের জন্য মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত ওই বধূকে রাতেই কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কোচাধামন থানায় এই মহিলার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির নামে অভিযোগ করা হয়েছে।

এই থানার আইসি রামলাল ভারতী শুক্রবার জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা পলাতক। তদন্ত শুরু হয়েছে।

বছর দুয়েক আগে তাঁদের সামাজিক মতে বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের এক বছর পর থেকে স্বামী সহ শ্বশুর-শাশুড়ি পণের জন্য তাঁর ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু করে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ওই মহিলার উপর অত্যাচার আরও বেড়েছে বলে জানতে পেরে তাঁর বাড়ির লোক সালিশির জন্য মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যান। কিন্তু তারপরও অত্যাচার না কমায় তাঁরা কোচাধামন থানায় অভিযোগ জানান। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

বাঁধল জনতা

প্রথম পাতার পর

দিয়ে নিমাই ও তার বন্ধু মিলে রিকশা নিয়ে ওই গলিতে ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ বাদেও তারা ফিরে না আসায় জেইনের সন্দেহ হয়। গলির ভেতরে ঢুকে জেইন দেখেন, সেটি দিয়ে স্টেশন ফিডার রোডে যাওয়ার সুবিধা রয়েছে। রিকশা নিয়ে দুজনে ওই গলি দিয়ে সরে পড়েছে বলে জেইন বুঝতে পারেন। বন্ধ থাকায় ওই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করেও কোনও সুবিধা হয়নি। পরে কাঁদতে কাঁদতে জেইন সেবক মোড়ে চান্নাপট্টি গলির কাছে ফেরেন। বিশ্বজিৎ ঘোষ নামে স্থানীয় এক ডাব ব্যবসায়ীকে তাঁর সমস্যার কথা খুলে বলেন।

এরপর এদিনের ঘটনা। বিশ্বজিৎ এদিন ওই রিকশাচালককে ধরে ফেলেন। তিনি বলেন, 'ওই রিকশাচালকই ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল। গত শুক্রবারের ঘটনার আগে থেকে এলাকায় ওই চালকের আগমন হয়েছিল। তবে ওই ঘটনার পর থেকেই ও উধাও হয়ে গিয়েছিল।' এদিন নিমাইকে সেবক মোড়ের কাছে আসতে দেখে কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নিয়ে বিশ্বজিৎ তাকে পাকড়াও করেন। রিকশা থেকে নামিয়ে নিমাইকে ল্যাম্পপোস্টে বাঁধা হয়। এরপর ফোন করে জেইনকে এলাকায় ডেকে নেওয়া হয়। আগের ঘটনার অবসান হলেও ঠিক এখান থেকেই আরেক ঘটনার সূচনা।

প্রথমে সেবক মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ ওই রিকশচালককে উদ্ধার করে বুথে নিয়ে যায়। সবকিছু জানিয়ে ওই ট্রাফিক বুথ থেকে পুলিশের কন্ট্রোল রুমে খবর দেওয়া পর পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ আধ ঘণ্টা পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঠিক কী হয়েছে তা গাড়িতে থাকা দুই পুলিশ আধিকারিক জেইনের কাছে আবার শোনেন। পরে তাঁরা জানান, ঘটনাটি তাঁদের নয়, খালপাড়া এলাকার আওতাধীন। গাড়িতে থাকা অন্য পুলিশকর্মীরা অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। তারপর ট্রাফিক বুথ থেকে ফের কন্ট্রোল রুম ও পরে খালপাড়া ফাঁড়িতে ফোন করা হয়। ইতিমধ্যে কন্ট্রোল রুম থেকে খালপাড়া ফাঁড়িতে ফোন করে সেবক মোড়ের বদলে জলপাই মোড়ে পুলিশের গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ডামাডোলে বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়। কী হয়েছে তা বুঝে পরে কন্ট্রোল রুম থেকে পুলিশের গাড়িতে ফোন যায়। পরে পুলিশের গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হয়ে ওই রিকশাচালককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

একদিকে, এক রিকশাচালকের এভাবে প্রতারণা আর আরেকদিকে পুলিশের নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এদিন অনেককেই অবাক করেছে। জরুরি প্রয়োজনে পুলিশ কতটা ব্যবস্থা নিতে পারবে তা এদিনের ঘটনার পর বড় হয়ে দেখা দিল বলে অনেকেই মনে করছেন। বিশ্বজিতের কথায়, 'পুলিশের আরও স্মার্ট হওয়া প্রয়োজন।' মোবাইল ফোনে এদিন বেশ কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া না দেওয়ায় শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গণনার দিন পিছোল মিজোরামে

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : রবিবার মিজোরামের বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশ হচ্ছে না। প্রথমে ঠিক ছিল, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান ও তেলেঙ্গানার পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতেও গণনা হবে রবিবার। কিন্তু শুক্রবার নির্বাচন কমিশন তাতে পরিবর্তন এনে জানিয়েছে, রবিবারের বদলে সোমবার মিজোরামের ভোটগণনা হবে। রবিবার দিনটি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি পবিত্র দিন। ওই দিন খ্রিস্টান অধ্যুষিত মিজোরামে ভোটগণনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মিজোরাম এনজিও কোঅর্ডিনেশন কমিটি বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল।

তাদের প্রতিবাদে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে ভোটগণনার দিন বদলায় কমিশন। রাজ্যে এবার মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার এমএনএফের সঙ্গে প্রধান বিরোধী দল লালদুহোমার জেডপিএমের সমানে সমানে টক্করের পূর্বাভাস দিয়েছে বুথফেরত সমীক্ষাগুলি। তাঁদের মধ্যে শেষ হাসি কে হাসবেন সেটা জানতে রাজ্যবাসীকে এবার অপেক্ষা করতে হবে সোমবার পর্যন্ত।

মানিককে

প্রথম পাতার পর

দাদা বঙ্কিম তালুকদার সহ গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা এক এক করে মানিককে জড়িয়ে ধরলেন। সবার চোখে তখন জল। সেই সময় ভিড়ের মধ্যে মানিকের ছেলে ও স্ত্রী ছিলেন না। মিনিট পাঁচেক বাদে তাঁদের দেখা মিলতেই মানিকেরও উচ্ছ্বাস বাঁধ ভাঙল। তিনজনে মিলেমিশে তখন 'এক'। পরে মানিক পাড়ার মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে প্রণাম করে আসেন। এদিন তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন বলে মানিকের সহধর্মিণী জানাতে ভোলেননি।

উৎকণ্ঠার সেই ১৭ দিনে তাঁরা কী করেছিলেন তা জানতে এদিন অনেকেই উন্মুখ ছিলেন। তাঁকে ঘিরে জনতার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের মধ্যেও মানিক কোনওমতে বললেন, '১১ নভেম্বর স্ত্রীর সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল। তারপরই আমরা ৪১ জন শ্রমিক ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গে আটকে পড়ি। প্রথমে বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। পরে ভিতরে যখন অক্সিজেন সরবরাহ করা শুরু হল তখন বাঁচার আশা ফিরে পাই। চার ইঞ্চি মোটা পাইপলাইন দিয়ে আমাদের শুকনো খাবার পাঠানো হত। কিন্তু হাওয়ার চাপে তার বেশির ভাগই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত। তাই খেয়েই আমরা বেঁচে ছিলাম।' সমস্যা সত্ত্বেও ভালোভাবে বেঁচেবর্তে থাকতে মানিকরা ভিতরে মাটিতে দাগ কেটে লুডো খেলতেন, চলত চোর-পুলিশ খেলার পাশাপাশি শরীরচর্চাও। মানিক বললেন, 'আমরা এটা বুঝেছিলাম যে, ভিতরে আমরা যতটা কষ্ট করছি, আমাদের বাইরে বের করতে বাইরের মানুষজন আরও বেশি কষ্ট করছেন। সেটাই আমাদের বাঁচার তাগিদ জোগাত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' মানিক অবশ্য ভালোমতোই জানেন, তাঁকে ঘিরে আজ সবাই উচ্ছ্বসিত হলেও তাঁকে আজ বাদে কাল কাজে বেরোতেই হবে। তাই আপাতত এলাকায় কাজের চেষ্টা করবেন। তা না পেলে অন্যত্র কাজে যাবেন বলে ইতিমধ্যে মনস্থিরও করেছেন। ভয় করছে না? মৃত্যুঞ্জয়ীর জবাব, 'এটাই তো জীবন।'

অবৈধ নির্মাণ ভাঙায়

প্রথম পাতার পর

অস্বস্তিতে পড়তে হয় তৃণমূলকে। শুক্রবার পুরনিগমের বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়েও তিনি নতুন 'বোমা' ফাটিয়েছেন।

বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে পুরনিগম। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে শান্তিনগরের দুটি বিল্ডিংয়ে অনিয়ম খুঁজে পান পুরনিগমের আধিকারিকরা। সেইমতো দুটি বিল্ডিংয়ের মালিকদের নোটিশও ধরানো হয়। কিন্তু বিষয়টিতে তাঁরা আমল দেননি বলে অভিযোগ। সেই কারণে পূর্ব ঘোষণা মতো শুক্রবার সকালেই পাইপলাইন বরাবর একটি বিল্ডিংয়ের সামনে হাজির হন পুরকর্মীরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে উপস্থিত ছিল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশও। এদিন বিনা বাধাতেই বিল্ডিং ভাঙতে শুরু করেন পুরকর্মীরা। জানা গিয়েছে, বসবাসের জন্য ব্যবহারের কথা বলে বিল্ডিংটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছিল।

প্রায় এক বছর আগে নির্মাণকাজ চালু হয়েছিল। বর্তমানে প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল কাজ। দেখা গিয়েছে, দুইতলা ভবনের অনুমতি নিয়ে তিনতলা ভবন তৈরি করা হয়েছিল। একেবারে বিদ্যুতের তারের কাছ বরাবর তুলে দেওয়া হয়েছিল দেওয়াল। এ নিয়ে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয় স্থানীয়দের মধ্যে। অভিযোগ যায় পুরনিগমেও। এদিন নির্মাণ ভাঙার কাজের মধ্যেই বিল্ডিংয়ের ভাঙা লোহার সামগ্রী বিদ্যুতের তারে ঝুলতে দেখা যায়। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে খবর দেওয়া হলে দপ্তরের কর্মীরা এসে এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ পরিষেবা বন্ধ রাখেন।

এরপর বিকেল নাগাদ পুরকর্মীরা শান্তিনগরে অবস্থিত বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি অফিসের সামনের একটি নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ের সামনে চলে আসেন। সেখানেও শুরু হয় অবৈধভাবে বাড়তি জায়গা দখল করে থাকা অংশ ভাঙার কাজ। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত কাজ চলে। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিল্ডিংটি তৈরির ক্ষেত্রে অবৈধভাবে বাড়তি জায়গা দখল করা হয়েছে। এখানে এগারো হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারের গা ঘেঁষে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এদিন দুই জায়গাতেই অভিযানের সময় প্রচুর লোকের জমায়েত হয়। স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। তবে লাগাতার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পুরনিগমের অভিযানে শহরের বহু প্রোমোটারের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে বলে খবর।

চোর চোর ধ্বনিতে বঙ্গ রাজনীতির নয়া ন্যারেটিভ

প্রথম পাতার পর

আরও কয়েকজন বিধায়ককে জুটিয়ে তৃণমূলের ধর্নার অদূরে বসে গেলেন।

আগাম কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি কিন্তু বিজেপি বা বিরোধী নেতার সেখানে ছিল না। বরং তৃণমূলের ছিল। শুভেন্দু বা বিজেপির মুখে চোর চোর ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক স্লোগান শোনা গেল না। তৃণমূলের কর্মসূচিটির নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে টানা স্লোগান, বক্তৃতা চলল। মোদি-শা'কে ভয় পাই না জাতীয় মন্তব্য করে হেমন্তের বিকেলে উষ্ণতা ছড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যদিও শুভেন্দুদের প্ররোচনায় পা দিয়ে ফেলল তাঁর দলও। 'বাপ চোর, ব্যাটা চোর' ধ্বনিতে মুখরিত হল তৃণমূলের ধর্না। বোঝাই গেল, নিশানায় শিশির অধিকারী ও তাঁর মেজোপুত্র। জাতীয় সংগীত গেয়ে মমতা দলের কর্মসূচিতে ইতি টেনে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বিজেপি বিধায়করাও পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেলেন। বোঝা গেল, তৃণমূলকে উত্ত্যক্ত করা ছাড়া আর কোনও পরিকল্পনা ছিল না শুভেন্দুর। যাতে রাজ্যের শাসকদলের গাত্রদাহ হয় কিংবা যা করলে নিজেদের গায়ের জ্বালা মেটে।

সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, এমনকি ঠান্ডা মাথার মানুষ ও বলিয়ে কইয়ে বলে পরিচিত শমীক ভট্টাচার্যদের কথা ও আচরণও ভিন্ন কিছু নয়। দিল্লির নেতাদের কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। সে হিন্দুত্ব হোক কিংবা রাজ্য সরকারকে বিব্রত করা হোক। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের হেনস্তাও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অ্যাজেন্ডায় থাকে। রাজ্য সরকার বা তৃণমূল ধোয়া তুলসীপাতা নয় বলে সেই সুযোগটা বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েও যায়।

কিন্তু পদ্ম শিবিরের রাজ্য নেতাদের আচরণ বা কথাবার্তায় কখনও মনে হয় না, তাঁদের কাজের কোনও ফোকাস আছে। যে দলটা বাংলার মসনদ দখলে উদগ্রীব, তাদের ভাষণে কখনও রোডম্যাপ দেখা বা শোনা যায় না। অমিত শা সভার আগের দিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলে বসলেন, চোরেদের যে অল্পদিনের মধ্যে জেলে পোরা হবে, সেই আশ্বাস দিয়ে যাবেন অমিতজি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূলকে তুলোধোনা করলেও জেলে পোরার আশ্বাসের পথে হাঁটলেন না।

যদিও পরদিন সিবিআই সক্রিয় হয়ে ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম থেকে শুরু করে কোচবিহারের বিএড কলেজে পৌঁছে গেল। সেটাই যে অ্যাজেন্ডা। সেটা আগাম জাহির না করার ধৈর্য নেই সুকান্তদের। সাদা বাংলায় একে বলে চুলকে দেওয়া। শুভেন্দু বিধানসভায় সাসপেন্ড হওয়ার দিন কার্যত সেই কৌশল স্বীকারও করে ফেললেন। তিনি বললেন, আমরা আমাদের কাজ করেছি। তৃণমূলের অতজন বিধায়ককে তো চোর চোর শুনতে হল।

যেন সেটাই লক্ষ্য। বিজেপির বঙ্গ নেতাদের এই হ্যাটা করার রোগ ক্রমে সংক্রামিত হচ্ছে অন্য দলেও। অমিত শা'র সভার পরদিন বিধানসভা চত্বরে আবার শুভেন্দুকে চুলকে দিতে 'বাপ চোর, ব্যাটা চোর' স্লোগান তুলল তৃণমূল। বিরোধী দলনেতা তখন বেরোচ্ছেন বিধানসভা থেকে। মুহূর্তে তাঁর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। তাঁর ইশারায় থালা-বাটি বাজিয়ে শুরু হয়ে গেল পালটা চোর চোর চিৎকার।

বঙ্গের ক্ষমতার দখলদারিতে যেন চৌর্যবৃত্তিই মূল বিষয়। উভয় শিবিরই চোর অস্ত্রে পরস্পরকে বিঁধছে। 'পিসি চোর, ভাইপো চোরে'র মোকাবিলায় তৃণমূলের নতুন স্লোগান উঠছে, 'মোদি চোর, শা চোর।' কর্মহীনতা, বেকারত্ব, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বকেয়া মজুরি, আবাস না পাওয়ার বঞ্চনা ইত্যাদির যেন কোনও বাস্তবতা নেই। একটু আগে যা বলছিলাম, পরস্পরকে হ্যাটা করার রোগ বড় সংক্রামক।

সিপিএমের সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্য শুনলে মনে হবে, তৃণমূলকে গাল দিয়ে গায়ের জ্বালা মেটানোই শেষকথা। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের মুখে শুধু সেটিং তত্ত্বে তৃণমূল, বিজেপির নিন্দামন্দ। চুরি হয়নি, তা তো নয়। পুকুর চুরি হয়েছে। কাটমানি যে সত্য, তাতে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিলমোহরই আছে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের ফলাফলে কিছুটা ব্যাকফুটে পড়ে 'কাটমানি ফেরাও' স্লোগান দিয়েছিলেন তিনিই।

নিয়োগে দুর্নীতি যে হয়েছে, তা তো আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে। নানা রকম চুরি-দুর্নীতির তদন্ত চলছে। সিবিআই-ইডি গোরু, কয়লা চুরি, নিয়োগ কেলেঙ্কারির তদন্ত করে। পুলিশ আবার কাঁথি পুরসভায় ত্রিপল চুরির কিনারা করতে মরিয়া। সুযোগ পেলে রং নির্বিশেষে অনেকেই যে চৌর্যবৃত্তিতে হাত পাকান, তার একটা উদাহরণ দিয়ে এই চোর কাহিনী শেষ করি।

আমি তখন কোচবিহারে থেকে টেলিভিশন সাংবাদিকতা করি। ঘোর বামফ্রন্ট জমানা হলেও ওই জেলার মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপির দখলে। মারুগঞ্জে প্রচুর ইটভাটা। সেখানকার শ্রমিক ইউনিয়ন তখন বিজেপির। দলের জেলা স্তরের এক নেতা ইটভাটা মালিকদের চমকে বিনা পয়সায় ইট এনে বাড়ি বানিয়ে ফেলেছিলেন। ক্ষমতা আবার পেলে তিনি নখ-দাঁত বার করবেন না, সেই গ্যারান্টি কোথায়?

কম্পিউটার লিটারেসি ডে

বর্তমান যুগে কম্পিউটারের জ্ঞান সকলেরই প্রয়োজন ছোট, বড় কাজে। ২ ডিসেম্বর কম্পিউটার লিটারেসি ডে পালন করা হয়।

পায়ের জাদুতে নজর কাড়ল প্রমীলা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : কন্যাশ্রী কাপে ডাবল হ্যাটট্রিক করে কলকাতার মাঠে নজর কাড়ল শিলিগুড়ির প্রমীলা দাস। বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণির ছাত্রী প্রমীলা। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের মেয়েদের টেক্কা দিয়ে ছয় গোল করেছে প্রমীলা। চলতি বছর কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে এই খেলায় অংশ নিয়েছে সে। তাঁর অংশগ্রহণে খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই জয়ের সুবাদে এবার ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখছে সে।

প্রমীলা বিশ্বাস করে, লক্ষ্য স্থির থাকলে সাফল্য মিলবেই। রুটিন মেনে অনুশীলনই কলকাতার মাটিতে জয় এনে দিয়েছে তাকে। আপাতত কন্যাশ্রী কাপ খেলার জন্য কলকাতাতেই রয়েছে সে। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই খেলার ফাইনাল হবে। প্রমীলার এই সাফল্যে তাঁর স্কুলের শিক্ষক সুব্রত দত্ত বলেন, 'প্রমীলার খেলা দেখেছি। অসম্ভব ভালো ফুটবল খেলে সে। তার অনুশীলনে কোনও ফাঁকি কোনওদিন দেখিনি।'

শিলিগুড়িতে একটি ফুটবল অ্যাকাডেমিতে খেলা শেখে প্রমীলা। অনেক ছোট থেকেই ফুটবলে হাতেখড়ি হয়েছে তাঁর। তবে বর্তমানে কল্যাণীর একটি ফুটবল অ্যাকাডেমিতে খেলা শিখছে সে। কন্যাশ্রী কাপে প্রমীলার এই অংশগ্রহণ দেখে খুশি তার কোচ অমৃত দাসও। সব সময়ই দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখেছে সে। খেলাধুলার পাশাপাশি তাল মিলিয়ে চালিয়ে গিয়েছে পড়াশোনাও। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুপ দাস বলেন, 'প্রমীলার যাতে খেলাধুলোয় কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে আমরা নজর রাখছি। কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালেও সে খুব ভালো খেলবে এই আশা রাখছি।' পাশাপাশি আগামীতে স্কুলের আরও অনেক ছাত্রী ফুটবলে আগ্রহ দেখাবে বলেও আশা রাখছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রমীলার এই সাফল্যে খুশি বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের পড়ুয়ারাও।

অন্যদিকে ছাত্রীদের খেলাধুলোর উপর বিশেষ জোর দিতে চায় বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ। স্কুলের রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় চলতি বছরই সেরা হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সীমা দাস এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রী কণিকা বৈদ্য। এছাড়াও স্কুল স্তরে কন্যাশ্রী কাপে প্রমীলার নজরকাড়া সাফল্য তো রয়েছেই।

ছাত্রীদের খেলাধুলোয় আগ্রহী করতে চলতি বছরে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির। সেখানে ছাত্রীদের ফুটবল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এবার সে পথেই হাঁটতে চলছে বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ। প্রধান শিক্ষক অনুপ দাস বলেন, 'ছাত্রীরা রাজ্য স্তরে খুব ভালো খেলছে। যাতে স্কুলের বাকি ছাত্রীদেরও আগ্রহ বাড়ে সেজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' তিনি জানান, স্কুলে যেসব ছাত্রীর খেলাধুলোয় প্রতিভা রয়েছে তাদের চিহ্নিত করা হবে। তাদের মেন্টরদের সঙ্গেও কথা বলা হবে। প্রতিভাবান ছাত্রীদের যে খেলার প্রতি ঝোঁক রয়েছে, তাদের সেই খেলাই শেখানো হবে।

অনেকেরই প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় খেলাধুলো চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সংশয় রয়ে যায়। এই স্কুলের অনেক পড়ুয়াই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের। খেলাধুলোর জন্য যে শরীরচর্চা এবং তার সঙ্গে ভালো খাওয়াদাওয়াও জরুরী বিষয়। কিন্তু অভাবী পরিবারে এই খাবার জোগাড় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্কুলের শিক্ষক সুব্রত দত্ত বলেন, 'স্কুলের অনেক ছাত্রী খুব ভালো খেলাধুলো করছে। তা আমাদের নজরে এসেছে।' স্কুলের শারীরশিক্ষা দুজন শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও দীপু দাস নতুন বছরের শুরু থেকে স্কুলে ছাত্রীদের এই বাছাই শুরু করবেন।

কন্যাশ্রীর লক্ষ্য

- শিলিগুড়িতে একটি ফুটবল অ্যাকাডেমিতে খেলা শেখে প্রমীলা
- এখন কল্যাণীর একটি ফুটবল অ্যাকাডেমিতে খেলা শিখছে
- কন্যাশ্রী কাপে বিভিন্ন স্কুলের মেয়েদের টেক্কা দিয়ে ছয় গোল করেছে
- এবার ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখছে সে

কলকাতার মাঠে অপ্রতিরোধ্য প্রমীলা দাস।

মলে ফিকে মেহেন্দির রং

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : একটা সময় বিয়ের মরশুমে শিলিগুড়ির মলগুলির সামনে ভিড় লেগে থাকত কনেদের। শুধুই কনে কেন তাঁদের সঙ্গে মেহেন্দি পরতে ভিড় জমাতেন তাঁদের বোন, দিদিরাও। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বিয়েতে মেহেন্দির জন্য একমাত্র ভরসা ছিলেন আরয়ান, অমিতরা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাঁদের গুরুত্ব কমেছে, বেড়েছে বাড়িতে আসা মেহেন্দি আর্টিস্টদের চাহিদা। এই বিয়ের মরশুমে একের পর এক কনে ও তাঁদের পরিবারের লোকেদের মেহেন্দি পরানোর কাজে ব্যস্ত প্রিয়া, মধুরিমারা।

অন্যদিকে গ্রাহক আসায় প্রমাদ গুনছেন শহরের বিভিন্ন শপিং মল, দোকানের সামনে অস্থায়ীভাবে বসা মেহেন্দি আর্টিস্টরা।

এদিন শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের কাছে এক শপিং মলের সামনে বসে অধীর আগ্রহে ক্রেতাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন আরয়ান সিং। বিয়ের মরশুমে সারাদিনে একটিও ক্রেতার দেখা নেই, তাতে হতাশ এই মেহেন্দিশিল্পী। নিজের হতাশার কথা জানিয়ে বলছিলেন, 'একটা সময় বিয়ের মরশুমে গ্রাহকদের বসার জায়গা দিতে পারতাম না। তবে এখন এমন দিনই বেশি কাটে যেদিন গ্রাহকের দেখা পাওয়া যায় না।' তিনি জানান, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হতে হয়। তাই খুব বেশি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সঙ্গে কাজ করেন না বলে জানাচ্ছিলেন এই শিল্পী।

শিলিগুড়ি সেবক রোডের একটি শপিং মলের সামনে বহু বছর ধরে মেহেন্দির পসরা সাজিয়ে বসেন অমিত সিং। এদিন তিনি গ্রাহকদের হাতে পরিয়ে দেওয়া অনেক মেহেন্দির ছবি দেখিয়ে বলছিলেন, 'গ্রাহকরা যেমন বলবেন, ঠিক তেমনিই মেহেন্দি পরিয়ে দেব। তবে এখন আমাদের কাছে গ্রাহকদের আনাগোনা অনেকটাই কমেছে। সবাই বাড়িতে ডাকিয়েই মেহেন্দি পরতে পছন্দ করেন। এমন চললে, একটা সময় হয়তো পেশাটাই ছেড়ে দিতে হবে।'

> **একটা সময় বিয়ের মরশুমে গ্রাহকদের বসার জায়গা দিতে পারতাম না। তবে এখন এমন দিনই বেশি কাটে যেদিন গ্রাহকের দেখা পাওয়া যায় না।**
>
> –আরয়ান সিং

২০০ থেকে শুরু করে ব্রাইডাল মেহেন্দি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত রয়েছে। তবে তাঁদের দোকানগুলিতে এসে মেহেন্দি পরার পক্ষে অনেকেই আর নেই। এমনই একজন হলেন সুতপা দত্ত। তিনি বলছিলেন, 'আগে একবার দিদির সঙ্গে মলে গিয়েছিলাম মেহেন্দি পরতে। তবে সামনে আমার বিয়ে। আমি নিজের বিয়েতে বাড়িতে এসে পরাবে এমন মেহেন্দি আর্টিস্টই বুক করেছি। বিয়ের আগের দিন আর বাইরে যেতে ইচ্ছে হয় না।'

এবছর বিয়েতে বাড়িতে গিয়ে অনেকগুলো কনেকে মেহেন্দি পরানোর বুকিং পেয়েছেন পায়েল সরকার। এখনকার মেহেন্দি আর্টিস্টদের সঙ্গে দোকানের মেহেন্দি আর্টিস্টদের প্রধান পার্থক্য হিসেবে বলছিলেন, 'আমরা গ্রাহকদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সুবিধা অনুযায়ী পরাই। অনেক ধরনের নতুন ডিজাইন ও কাস্টমাইজড ডিজাইন পরিয়ে থাকি।' সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহক কমেছে অমিত, রাজাদের মতো দোকান নিয়ে বসা মেহেন্দি আর্টিস্টদের। সুদিনের অপেক্ষায় আজও তাঁরা মেহেন্দির পসরা সাজিয়ে বসে আছেন।

সিংগিং বারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় একটি সিংগিং বারে অবৈধভাবে বেশি রাত পর্যন্ত চলছে ডান্সিং। বার বন্ধ হওয়ার পর ডান্সিং বারে কাজ করা যুবতীদের কেউ কেউ আবার চলে যাচ্ছেন খদ্দেরদের মনপসন্দ হোটেলে। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসল আবগারি দপ্তর। প্রতি ১০ দিন অন্তর ওই বারের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দার্জিলিংয়ের আবগারি সুপারের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি দপ্তরের আধিকারিকদের ডেকে বৈঠক করে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন সুপার।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে আবগারি দপ্তরের তরফে ওই বার কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়ে সতর্কও করা হয়েছে। তবে এদিনও ফোন না ধরায় দার্জিলিংয়ের আবগারি সুপার প্রবীণ থাপার বক্তব্য মেলেনি। এক আবগারি কর্তার কথায়, 'নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অবৈধ কিছু হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিয়ের টোপ দিয়ে সহবাস, ধৃত

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম ইমতিয়াজ আলি। ওই ব্যক্তি ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, এক যুবতীর সঙ্গে ইমতিয়াজের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই যুবক ওই যুবতীর সঙ্গে সহবাস করে। কিন্তু পরে সে ধীরে ধীরে ওই যুবতীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। ওই যুবতী ২৮ নভেম্বর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। তদন্ত চলছে।

ল্যাপটপ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : প্রধাননগর থানার পুলিশ চুরি যাওয়া একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করল। এই ঘটনায় সোনা সরকার, সঞ্জয় মাহালি ও উমেশ ছেত্রী নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৭ নভেম্বর প্রধাননগর থানার অন্তর্গত দেবীডাঙ্গার বাবুভাষা এলাকায় একটি খালি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। একটি ল্যাপটপ চুরি যায়। পরদিন মালিক বাড়ি ফিরে এসে চুরির ঘটনা জানতে পারেন। তিনি অভিযোগ দায়ের করার পর তদন্ত চালিয়ে পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্ত চলছে।

পুলিশি অভিযান

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : খবর প্রকাশিত হতেই শিলিগুড়ি থানার পুলিশ টিকিয়াপাড়ায় মাদক বিরোধী অভিযান শুরু করল। টিকিয়াপাড়ায় যে সমস্ত এলাকায় মাদকের আসর বসে সাদা পোশাকের পুলিশ শুক্রবার রাতে সেই এলাকাগুলিতে অভিযান চালায়। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

ইসলামপুরে ক্ষোভ জমছে

বিনোদনের ব্যবস্থা নেই, দমবন্ধ শহরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ ডিসেম্বর : ইসলামপুর শহরে বিনোদনের জন্য গত পাঁচ দশকেও কোনও পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। চারটি সিনেমাহল উঠে গিয়েছে। শহরের শিল্পীদের জন্য একটি মঞ্চ পর্যন্ত নেই। শহরে বিনোদনের জন্য একটি শিশু উদ্যান ছাড়া সরকারি স্তরে কোনও পদক্ষেপ পর্যন্ত দেখা যায়নি। এসব নিয়ে মানুষের ক্ষোভের অন্ত নেই। পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সমস্যার কথা স্বীকার করে উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

বাম আমল থেকেই ইসলামপুর শহরে বিনোদনের বুনিয়াদি ব্যবস্থা নিয়ে উদাসীনতা প্রকট। সরকারি স্তরে বাম আমলেও শহরের এই দিক নিয়ে ভাবা হয়নি। তেমনি বর্তমান সরকারের আমলেও এই নিয়ে খুব বেশি ভাবনাচিন্তা নেই।

প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা সঞ্জয় ঠাকুরের বক্তব্য হল, বিনোদন নিয়ে আমরা সত্যিই বঞ্চিতের তালিকায় রয়েছি। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সময় কাটানোর মতো বিনোদনের কিছুই ইসলামপুরে নেই। ফলে এই নিয়ে ভাবতে গেলে আগে আমাদের বাজেটের কথা ভাবতে হয়। কারণ অত্যন্ত কাছে শিলিগুড়িতে পরিবার নিয়ে দিনভর কাটিয়ে এলে মোটা টাকা খরচ হয়ে যায়। সংগীত শিক্ষক সৌমেন দত্ত বলছেন, বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকায় দমবন্ধকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে চলতে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম মহকুমার সদর শহরের এই হাল অবশ্যই দুঃখের। এর ফলে যুব প্রজন্মও অনেক সময় বিপথে পরিচালিত হচ্ছে।

কানাইয়া বলেছেন, 'ব্লক পুকুরে সুইমিং পুল এবং বোটিংয়ের ব্যবস্থা নিয়ে এর আগে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। তেমনি শহর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে সাপনিকলা ফরেস্টে পর্যটনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্যও সরকারিভাবে মন্ত্রী স্তরে কথা হয়েছিল। বেসরকারি দিকগুলি নিয়ে আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই। তবে সরকারি স্তরে যেগুলি সম্ভব তা নিয়ে আবারও উদ্যোগ নেব।'

ধ্রুপদি নাচে কামাল

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : রাজ্য স্তরে কলা উৎসব প্রতিযোগিতায় ধ্রুপদি নৃত্যে নজর কাড়ল শিলিগুড়ির ভাস্বতী রায়। শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ভাস্বতী। কলকাতায় দু'দিন ধরে এই প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে অন্য জেলার প্রতিযোগীদের টপকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে এই ছাত্রী।

ছোট থেকেই নাচের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল ভাস্বতীর। স্কুল স্তরে নাচের প্রতিযোগিতায় অনেকবার অংশগ্রহণও করেছে। তবে রাজ্য স্তরে এই স্বীকৃতি প্রথমবার। চলতি বছর রাজ্য কলা উৎসবে নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের তিনজন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এর জন্য পুজোর ছুটির মধ্যেই তাদের ই-প্রোজেক্ট তৈরি ও প্রস্তুতিতে সহযোগিতা করেছেন স্কুলের শিক্ষিকা রাজশ্রী সোম। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় স্কুলের ছাত্রীর এই সাফল্যে খুশি প্রধান শিক্ষিকা রুম্পা সাহা ভৌমিক। তিনি বলেন, 'স্কুলের ছাত্রীরা যাতে বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য সবসময়ই নজর রাখা হয়।'

গতবছরও রাজ্য কলা উৎসবে ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল স্কুলের শ্বেতা সরকার। চলতি বছর কলা উৎসবে শ্বেতা ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রী কেয়া লাহা টু ডাইমেনশনাল আর্ট-এ অংশগ্রহণ করে।

বড়দিনের প্রস্তুতি শহরের মলে

শিলিগুড়ির মলে ক্রিসমাস ডেকোরেশনের ফাইল ছবি।

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : 'জিঙ্গল বেল, জিঙ্গল বেল, জিঙ্গল অল দ্য ওয়ে' গানটি শুনলেই বড়দিনের আমেজ পাওয়া যায়। বড়দিন মানেই শীতের আবহাওয়ায় কেকের মিষ্টি গন্ধ। বেলুন, ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে সাজানো শহরের মোড় থেকে রেস্তোরাঁ,মল, চার্চগুলি। প্রতিবছর ডিসেম্বরের শুরু থেকেই শহরের বিভিন্ন মলে বড়দিনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই সেবক রোড থেকে শুরু করে মাটিগাড়া সংলগ্ন মলগুলিতে বড়দিনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

এবছর কোথাও বড়দিন উপলক্ষ্যে লাইট শো আবার কোথাও সুউচ্চ ক্রিসমাস ট্রি বানিয়ে নানাভাবে বড়দিনের আদলে মলগুলিকে সাজিয়ে নজর কাড়ার চেষ্টায় রয়েছে বিভিন্ন মল কর্তৃপক্ষ। দুর্গাপুজো হোক বা নববর্ষ কিংবা বড়দিন সবকিছুতেই মলটিকে বিশেষভাবে সাজানোর ব্যবস্থা করে মাটিগাড়া সংলগ্ন একটি শপিং মল কর্তৃপক্ষ। এবছরও ডিসেম্বরের শুরু থেকেই মলটি সাজানো শুরু হচ্ছে। গোটা মলে বাঁশ, বেত দিয়ে নানা ধরনের ডিজাইন করা হবে। এছাড়া ২০-২৫ ফিটের সুউচ্চ ক্রিসমাস ট্রি-ও বানানো হবে।

মলের সিনিয়ার ম্যানেজার মহেশ গুরুং বলেন, 'এবার আমরা মলে বেশ কিছু অনুষ্ঠান করব। ১৬-১৮ তারিখ পর্যন্ত টুরিজম মেলা চলবে। এছাড়া অন্য দিনগুলিতে ক্যারল, ক্রিসমাসের সংগীত সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকছে।'

একইভাবে ক্রিসমাসের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি মলে।

মলের দায়িত্বে থাকা হিমাঙ্কর সেন শর্মা বলেন, 'পুজোয় সিকিমের মানুষ সেরকম না আসায় আমাদের ব্যবসায় বেশ প্রভাব পড়েছিল। তবে ক্রিসমাসকে কেন্দ্র করে আমরা আশায় বুক বাঁধছি। সেই অনুযায়ী মল সাজানোর চেষ্টা করছি।'

৭ তারিখের পরে সেবক রোডের আর একটি শপিং মলেও বড়দিনের থিমে সাজানোর কাজ শুরু হবে। এই শপিং মলে বিশেষ আলোকসজ্জা ছাড়াও ক্রিসমাস ট্রি, সান্তাক্লজ সহ আরও অনেক কিছু দিয়েই গোটা মল সাজানো হবে।

বড়দিনে চার্চের পাশাপাশি অনেকেই সময় কাটাতে মলগুলিতেও যান। কেউ সেলফি তোলেন আবার কেউ এই সজ্জা উপভোগ করেন। এবছরও তাই ডিসেম্বর পড়তেই মল সাজানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এছাড়া, মলগুলির তরফে একাধিক অনুষ্ঠানও থাকছে।

অকেজো পথবাতি নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : খোদ বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদের ওয়ার্ডেই আলোর সমস্যা। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন পার্কের পেছনের রাস্তায় থাকা বাতিগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। একটা সময় ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল বাতি সংস্কার ও এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর আশ্বাস দিলেও কোনও কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। সূর্য সেন পার্কের পেছনের রাস্তাটি বর্তমানে বহিরাগতদের আড্ডাস্থলে পরিণত হয়েছে। দুষ্কৃতীরা পথবাতিগুলি ভেঙে দেওয়ায় সমস্যায় এলাকার সাধারণ মানুষ।

১০ নম্বর ওয়ার্ডের এই রাস্তাটি দিয়ে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে যাওয়া যায়। তবে বর্তমানে এই রাস্তাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষ রাস্তাটি ব্যবহার করা বন্ধ করেছেন। বাতিগুলির সংস্কারের দাবি জানিয়ে একাধিকবার অভিযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি এলাকার বাসিন্দা সৌরভ পালের। তাঁর কথায়, 'এই রাস্তা দিয়ে এখন যাতায়াত দুরূহ হয়ে উঠেছে। রাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অনেকেই অবৈধ কার্যকলাপ চালাচ্ছে। এলাকাটিতে অতিদ্রুত বাতির প্রয়োজন।' আরেক বাসিন্দা বাসন্তী সাহা বলেন, 'রাস্তাটি দিয়ে আগে অন্য এলাকায় যাওয়ার সুযোগ ছিল। তবে এখন আর যাওয়া যায় না। প্রায় দেড় বছর ধরে এই পরিস্থিতি।' একই বক্তব্য মনোজ পালেরও। একসময় কাউন্সিলার বাতি সারাইয়ের আশ্বাস দিলেও সেই কাজ অধরা রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। সকলেই দ্রুত সমস্যার সমাধান চেয়েছেন।

এব্যাপারে কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'সিসিটিভির টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। বাতিও দ্রুত বসানো হবে।'

১০ নম্বর ওয়ার্ডে

> এই রাস্তা দিয়ে এখন যাতায়াত দুরূহ হয়ে উঠেছে। রাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অনেকেই অবৈধ কার্যকলাপ চালাচ্ছে। এলাকাটিতে অতিদ্রুত বাতির প্রয়োজন।
>
> –সৌরভ পাল, *স্থানীয় বাসিন্দা*

রংদার রোববার

প্রচ্ছদ কাহিনী শীতের আমেজ

শীত এসেই গেল। এক এক জায়গায় শীত এক এক রকম। কোথাকার শীত কেমন? উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বা রাজধানী নয়াদিল্লিতে। ইউরোপে আর আমেরিকায়। প্রচ্ছদে ছয় জায়গা থেকে রইল হাফডজন লেখা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : সুকন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দীপ বসু, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রম্যাণী গোস্বামী, সায়ন্তন দাস অধিকারী ও মুদাসির কুলোঁ

ছোটগল্প : রূপক সাহা

সাক্ষাৎকার : জাদু সম্রাট পিসি সরকারের মুখোমুখি অতীন্দ্র দানিয়াড়ী

কবিতাগুচ্ছ : সমীর চট্টোপাধ্যায়

কবিতা : অংশুমান কর, মেঘ বসু, সোমা দে, দেবলীনা দে ও সমরেশেন্দু বৈদ্য

কাজের কথা

নৌবন্দরে ২৭৫ ট্রেনি অ্যাপ্রেন্টিস

বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে ২৭৫ জনকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দিচ্ছে বিশাখাপত্তনমের ন্যাভাল ডকইয়ার্ডে। ট্রেনিং হবে অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুযায়ী। ট্রেনিং শুরু হবে ১ এপ্রিল, ২০২৪।

ইলেক্টনিক্স মেকানিক: ৩৬টি। ফিটার: ৩৩টি। শিট মেটাল ওয়ার্কার: ৩৩টি। কার্পেন্টার: ২৭টি। মেকানিক (ডিজেল): ২৩টি। পাইপ ফিটার: ২৩টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান: ২১টি। পেইন্টার (জেনারেল): ১৬টি। আর অ্যান্ড এসি মেকানিক: ১৫টি। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক): ১৫টি। মেশিনিস্ট: ১২টি। ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক: ১০টি। মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স: ৬টি। ফাউন্ড্রিম্যান: ৫টি।

মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ এসএসসি ম্যাট্রিক দশম শ্রেণি পাশ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৬৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের আইটিআই (এনসিভিটি) সার্টিফিকেটধারী হলে আবেদন করতে পারেন।

জন্মতারিখ হতে হবে ২-৫-২০১০ বা তার আগে। সংরক্ষিত প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক মাপজোক হতে হবে নিয়ম অনুযায়ী।

সবক্ষেত্রেই ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ১ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড প্রথম বছর মাসে ৭৭০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বছর মাসে ৮০৫০ টাকা।

প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, নথিপত্র যাচাই ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ম্যাথমেটিক্স, জেনারেল সায়েন্স, জেনারেল নলেজের প্রশ্ন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ লিখিত পরীক্ষা। পরীক্ষার ফল প্রকাশ ২ মার্চ। ইন্টারভিউ, নথিপত্র যাচাই ইত্যাদি পরীক্ষার তারিখ জানতে পারবেন ওয়েবসাইটে। ডাক্তারি পরীক্ষা ১৬ মার্চ।

আবেদনের জন্য প্রথমে অনলাইনে www.apprenticeshipindia.org ওয়েবসাইটে নাম এনরোলমেন্ট করবেন। পাবেন এনরোলমেন্ট আইডি। এরপর প্রোফাইল থেকে পূরণ করা অ্যাপ্লিকেশন এবং হল টিকেটের প্রিন্ট নেবেন। নির্দিষ্ট জায়গায় ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ছবি সেঁটে দেবেন।

সঙ্গে দেবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের জেরক্স। এগুলি সহ আবেদনপত্র ডাকযোগে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: "The Officer-in-Charge (for Apprenticeship), Naval Dockyard Apprentices School, VM Naval Base S.O., P.O., Visakhapatnam – 530 014, Andhra Pradesh". পৌঁছোনো চাই ১ জানুয়ারি ২০২৪-এর মধ্যে। আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন https://www.indiannavy.nic.in/ ওয়েবসাইটে।

আইডিবিআই ব্যাংকে ২১০০ ম্যানেজার, এগজিকিউটিভ

জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও এগজিকিউটিভ পদে ২১০০ জনকে নিচ্ছে আইডিবিআই ব্যাংকে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ হবে গ্রেড 'ও' পদে এবং চুক্তির ভিত্তিতে এক্সিকিউটিভ নিয়োগ হবে সেলস অ্যান্ড অপারেশন্স শাখায়।

জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার: শূন্যপদ ৮০০টি। অন্তত ৬০ (তপশিলি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫) শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখার ব্যাচেলর ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারেন।

এগজিকিউটিভ সেলস অ্যান্ড অপারেশনস: শূন্যপদ ১৩০০টি। যে কোনও শাখার ব্যাচেলর ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারেন। থোক মাইনে প্রথম বছর মাসে ২৯০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বছর মাসে ৩১০০০ টাকা।

সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১-১১-২০২৩ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

প্রার্থীবাছাই হবে ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে অনলাইন টেস্ট, নথিপত্র যাচাই, ইন্টারভিউ এবং ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। এক্সিকিউটিভ পদের ক্ষেত্রে থাকবে অনলাইন টেস্ট, নথিপত্র যাচাই এবং ডাক্তারি পরীক্ষা।

আবেদন করবেন অনলাইনে https://www.idbibank.in/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে। অনলাইন আবেদন করতে বসার আগে যাবতীয় নথি স্ক্যান করে রাখবেন। ফি বাবদ দিতে হবে ১০০০ (তপশিলি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ২০০) টাকা। জমা দেবেন অনলাইনে। অতিরিক্ত ফি প্রার্থীকেই বহন করতে হবে।

আগ্রহীরা বিস্তারিত জানতে পারবেন প্রতিবেদনে উল্লিখিত ওয়েবসাইটে।

এয়ারপোর্ট অথরিটিতে ৯০৬ সিকিউরিটি স্ক্রিনার

সিকিউরিটি স্ক্রিনার (ফ্রেশার) পদে ৯০৬ জনকে নিয়োগ করবে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কার্গো লজিস্টিক্স অ্যান্ড এলিয়েড সার্ভিসেস কোম্পানি লিমিটেডে। এটি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সম্পূর্ণ ভর্তুকিপ্রাপ্ত একটি সংস্থা। নিয়োগ হবে ৩ বছরের চুক্তির ভিত্তিতে।

অন্তত ৬০ (তপশিলিদের ক্ষেত্রে ৫৫) শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারেন। প্রার্থীদের ইংরেজি, হিন্দি এবং অথবা স্থানীয় ভাষা পড়তে ও কথা বলতে জানতে হবে।

বয়স হতে হবে ১-১১-২০২৩ তারিখের হিসেবে ২৭ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

শুরুতে ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ১৫০০০ টাকা। এরপর ট্রেনিং পরীক্ষায় সফল হলে থোক পারিশ্রমিক প্রথম বছর মাসে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছর মাসে ৩২,০০০ টাকা এবং তৃতীয় বছর মাসে ৩৪,০০০ টাকা।

প্রার্থীবাছাই হবে দরখাস্তের ভিত্তিতে। এরপর নথিপত্র যাচাই ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

আবেদন করবেন অনলাইনে https://aaiclas.aero/career ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে। আবেদনের ফি বাবদ দিতে হবে ৭৫০ (তপশিলি, আর্থিকভাবে দুর্বল ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ১০০) টাকা। এবার যাবতীয় তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের প্রিন্ট নিয়ে নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে। আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন ওপরে বলা ওয়েবসাইটে।

রেলটেল কর্পোরেশনে অ্যাপ্রেন্টিস

আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর

রেলটেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া কোম্পানিতে বিভিন্ন শাখাতে ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। এখানে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশের যে কোনো প্রান্তে পোস্টিং দেওয়া হতে পারে। সমস্ত ইচ্ছুক প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারেন। বিস্তারিত জেনে নিন এই প্রতিবেদনে।

যে পদে নিয়োগ করা হবে

গ্র্যাজুয়েট বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার

শূন্যপদ

এখানে মোট ১৪টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা

এখানে আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা অথবা বিটেক ডিগ্রি পাশ করে থাকতে হবে।

বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ২৭ বছর বয়স অবধি প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

মাসিক বেতন

প্রতি মাসে ১২০০০-১৪০০০ টাকা করে বেতন দেওয়া হবে প্রার্থীকে।

নিয়োগ পদ্ধতি

প্রার্থীদের ইন্টারভিউ এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি

অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এর জন্য www.railtel.in ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্রটি নিজের সমস্ত তথ্য দিয়ে ফিলাপ করতে হবে। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের ফোটোকপি এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবি আপলোড করতে হবে। এরপর ফর্মটি সাবমিট করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে ২৬১৪৬ কনস্টেবল

কনস্টবল (জেনারেল ডিউটি) ও রাইফেলম্যান পদে ২৬১৪৬ জন তরুণ-তরুণীকে নিচ্ছে ৫ কেন্দ্রীয়বাহিনী, অসম রাইফেলস ও সেক্রেটারিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে (এসএসএফ)। রাইফেলম্যান নিয়োগ হবে কেবলমাত্র অসম রাইফেলসে। বাকি পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ হবে কনস্টেবল পদে। প্রার্থীবাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন।

মাধ্যমিক সমতুল প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ২১৭০০-৬৯১০০ টাকা।

শারীরিক মাপ হতে হবে পুরুষের ক্ষেত্রে উচ্চতায় ১৭০ সেমি ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি। বুকের ছাতি পুরুষের ক্ষেত্রে না-ফুলিয়ে ৮০ ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকা চাই।

প্রার্থীবাছাই হবে 'Constable (GD) in Central Armed Police Force (CAPFs), SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2024'-এর মাধ্যমে। হবে কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোক, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

আবেদন করবেন অনলাইনে https://ssc.nic.in বা www.ssconline.nic.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। জমা দেবেন ভীম/ ইউপিআই/ ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড/ নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১ জানুয়ারির মধ্যে। তপশিলি, মহিলা ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের এই ফি দিতে হবে না। আগ্রহীরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন প্রতিবেদনে উল্লিখিত ওয়েবসাইট থেকে।

ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার সহ বিভিন্ন পদ

আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর

স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (SAIL)- এর একটি ইউনিট রৌরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট (RSP)। এই সংস্থায় অপারেশন কাম টেকনিশিয়ান পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক। প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

নিয়োগের বিস্তারিত তথ্য

যে পদে নিয়োগ করা হবে

ক. অপারেশন কাম টেকনিশিয়ান

১. বয়লার অপারেটর।

শূন্যপদ ঃ এখানে ২০টি শূন্যপদ রয়েছে।

২. ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার

শূন্যপদ ঃ এখানে ১০টি শূন্যপদ রয়েছে।

খ. অ্যাটেনডেন্ট কাম টেকনিশিয়ান

শূন্যপদ ঃ এখানে ৮০টি শূন্যপদ রয়েছে। উল্লিখিত প্রতিটি বিভাগে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, মেশিনিস্ট, ইলেকট্রনিক্স, ডিজেল মেকানিক প্রভৃতি।

যোগ্যতা

মাধ্যমিক সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ বছরেরডিপ্লোমা থাকলেই এই পদগুলিতে আবেদন করা যাবে।

বয়সসীমা

প্রথম পদের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ বছর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের জন্য সর্বোচ্চ ২৮ বয়স অবধি প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন

প্রথম পদের জন্য বার্ষিক ১০.৪ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় পদের জন্য ৯.৯ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় পদের জন্য মাসিক ১২,৯০০ টাকা করে প্রার্থীদের বেতন দেওয়া হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি

লিখিত পরীক্ষা এবং ট্রেড টেস্টের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি

অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এর জন্য www.sailcareers.com ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের রেজিস্টার করে তারপর নিজেদের তথ্য দিয়ে ফর্মটি ফিলাপ করতে হবে। এরপরে আবেদন মূল্য জমা দিয়ে ফর্মটি সাবমিট করতে হবে।

আবেদন মূল্য

বিভিন্ন পদের জন্য জেনারেল প্রার্থীদের এবং তপশিলি জাতি, উপজাতি, আর্থিকভাবে দুর্বলদের আলাদা আলাদা আবেদন মূল্য ধার্য করা হয়েছে। যে পদের জন্য আবেদন করতে চান, সেই পদের জন্য নির্ধারিত আবেদন মূল্যের পরিমাণ লিংক থেকে অফিসিয়াল নোটিসটি ডাউনলোড করে দেখে নিন।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

অনলাইনে আবেদন করার শেষ দিন ১৬ ডিসেম্বর।

স্টেট ব্যাংকে ৮২৮৩ জুনিয়ার অ্যাসোসিয়েট

জুনিয়ার অ্যাসোসিয়েট (কাস্টমার সাপোর্ট অ্যান্ড সেলস) পদে ৮২৮৩ জনকে নিচ্ছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায়। দেশের রাজ্য কেন্দ্রশাসিত এলাকায় ব্যাংকের শাখাগুলিতে নিয়োগ হবে ক্লারিক্যাল ক্যাডারে। শুরুতে ৬ মাসের প্রবেশন।

প্রার্থীরা কোনও একটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত এলাকার জন্য আবেদন করবেন। প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্দিষ্ট নির্বাচিত স্থানীয় ভাষায় লিখতে, পড়তে, বুঝতে ও কথা বলতে জানতে হবে।

১-৪-২০২৩ তারিখের হিসেবে বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ (বেঙ্গল): শূন্যপদ ১১৪টি। বাংলা বা নেপালি ভাষা পড়তে, লিখতে, বলতে, বুঝতে হবে। সিকিম: শূন্যপদ ৪টি। নেপালি ইংরিজি ভাষা পড়তে, লিখতে, বলতে, বুঝতে হবে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: শূন্যপদ ২০টি। হিন্দি বা ইংরেজি ভাষা পড়তে, লিখতে, বলতে, বুঝতে হবে। ত্রিপুরা: মোট শূন্যপদ ২৬টি। বাংলা/ ককবোরক ভাষা পড়তে, লিখতে, বলতে, বুঝতে হবে। অসম: শূন্যপদ ৪৩০টি। অসমিয়া/ বাংলা/ বোরো ভাষা পড়তে, লিখতে, বলতে, বুঝতে হবে। বাকি শূন্যপদগুলি জানতে পারবেন নীচে বলা ওয়েবসাইটে।

প্রার্থীবাছাই হবে ২টি ফেজে লিখিত পরীক্ষা, ভাষার পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। তবে যাঁরা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুলে নির্দিষ্ট স্থানীয় ভাষা পড়েছেন এবং মার্কশিট বা সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারবেন তাঁদের ভাষা পরীক্ষা দিতে হবে না। জুনিয়ার অ্যাসোসিয়েট পদের মাইনে ১৭৯০০-৪৭৯২০ টাকা। শুরুতে বেসিক পে (ইনক্রিমেন্ট সহ) ১৯৯০০ টাকা।

আবেদন করবেন অনলাইনে https://bank.sbi/careers বা https://www.sbi.co.in/careers ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে। আবেদনের ফি বাবদ দিতে হবে ৭৫০ টাকা। ফি জমা দেবেন অনলাইনে। তপশিলি/ প্রতিবন্ধী/ ইএসএম/ ডিইএসএম প্রার্থীদের ফি দিতে হবে না।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় প্রোজেক্ট টেকনিসিয়ান

আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর

আইসিএমআর, সেন্টার ফর এজিং অ্যান্ড মেন্টাল হেলথে কলকাতাতে তিন ধরনের শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। নূন্যতম যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। পদগুলি চুক্তিভিত্তিক।

যে পদে নিয়োগ করা হবে

১. প্রোজেক্ট টেকনিক্যাল সাপোর্ট

শূন্যপদ ঃ ২টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা ঃ আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের সাইকোলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা গ্র্যাজুয়েশনের সঙ্গে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা ঃ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন ঃ মাসিক ৩৫৫৬০ টাকা বেতন দেওয়া হবে প্রার্থীদের।

২. প্রোজেক্ট টেকনিক্যাল সাপোর্ট

শূন্যপদ ঃ ৩টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা ঃ আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পাশের সঙ্গে MIT/DMIT ডিপ্লোমা এবং ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা ঃ সর্বোচ্চ ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন ঃ মাসিক ২৫৪০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে কর্মীদের।

৩. প্রোজেক্ট রিসার্চ সায়েন্টিস্ট

শূন্যপদ ঃ ১টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা ঃ আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের মাস্টার্স ডিগ্রি সহ পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে।

বয়সসীমা ঃ সর্বোচ্চ ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন ঃ মাসিক ৮৫০৯০ টাকা বেতন দেওয়া হবে প্রার্থীদের।

নিয়োগ পদ্ধতি

ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে প্রার্থীদের।

আবেদন পদ্ধতি

এখানে আবেদন করতে হবে অফলাইনে। এর জন্য নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তথ্য দিয়ে একটি সিভি তৈরি করতে হবে। এরপর নিজেদের ছবি এবং স্বাক্ষর বসিয়ে সেটিকে পাঠিয়ে দিতে হবে নীচের ঠিকানায়।

আবেদন জমা দেওয়ার ঠিকানা

আইসিএমআর, ডি পি ব্লক, বিধাননগর, কলকাতা-৯১।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পদগুলিতে আবেদন করা যাবে।

ইন্টারভিউয়ের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর, সকাল ১০টার মধ্যে।

মেধাবী খেলোয়াড়দের ডাক বিভাগে নিয়োগ

আবেদনের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর

ভারত সরকারের পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের তরফে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বহুসংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হবে। এখানকার সমস্ত পোস্টগুলিই গ্রুপ সি পদের জন্য।

তবে কেবলমাত্র মেধাবী স্পোর্টস ব্যক্তিরাই এই পোস্টগুলিতে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

যে পদে নিয়োগ করা হবে

১. পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

শূন্যপদ ঃ ৫৯৮টি শূন্যপদ আছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েশনের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২. সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

শূন্যপদ ঃ ১৪৩টি শূন্যপদ আছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েশনের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. পোস্টম্যান এবং মেল গার্ড

শূন্যপদ ঃ ৫৮৫টি শূন্যপদ রয়েছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. মাল্টি টাস্কিং স্টাফ

শূন্যপদ ঃ ৫৭০টি শূন্যপদ রয়েছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. মেইল গার্ড

শূন্যপদ ঃ ৩টি শূন্যপদ রয়েছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা

১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তারা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন

পদ অনুযায়ী লেভেল ১ থেকে লেভেল ৪ পর্যন্ত বেতন দেওয়া হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি

স্পোর্টস কোটার মাধ্যমে এখানে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি

এখানে আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদন করার জন্যে https://indiapostgdsonline.gov.in/ ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রার্থীদের নিজেদেরকে রেজিস্টার করতে হবে। এরপর নিজেদের তথ্য দিয়ে আবেদনপত্রের ফর্মটি ফিলাপ করতে হবে। এবার নিজেদের ছবি এবং সই আপলোড করতে হবে। অবশেষে আবেদন মূল্য দিয়ে, আবেদনপত্রের ফর্মটি সাবমিট করে দিতে হবে।

আবেদন মূল্য

মহিলা এবং এসসি, এসটি প্রভৃতি প্রার্থীদের জন্য কোনো আবেদন মূল্য নেই, তবে জেনারেল, ওবিসি এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পুরুষ প্রার্থীদের ১০০ টাকা আবেদন মূল্য বাবদ দিতে হবে।

এয়ার ফোর্সে গ্রাউন্ড ডিউটি সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ

আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর

ভারতীয় বায়ুসেনায় উপযুক্ত কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশেই এখানে চাকরির জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। এই প্রতিবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবেদন পদ্ধতি সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানানো হল।

যে পদে নিয়োগ করা হবে

১. ফ্লাইং ব্রাঞ্চ

২. গ্রাউন্ড ডিউটি (টেকনিক্যাল)

৩. গ্রাউন্ড ডিউটি (নন টেকনিক্যাল)

শূন্যপদ

সব মিলিয়ে ৩১৭টি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হবে।

যোগ্যতা

ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ যোগ্যতায় চাকরির জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। তবে, উচ্চতর পদের ক্ষেত্রে আবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ডিগ্রি পাশ করে থাকতে হবে। এছাড়াও উচ্চতা, বুকের ছাতি, ওজন ইত্যাদি আরও কিছু যোগ্যতা পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা আলাদা করে পূরণ করতে হবে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইটে উল্লিখিত লিংকটি ক্লিক করে অফিসিয়াল নোটিসটি ডাউনলোড করে নিন। পদ অনুযায়ী বিস্তারিত জানতে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন অনুসরণ করুন।

বয়সসীমা

আবেদনকারীদের বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে।

মাসিক বেতন

মাসিক বেতন সর্বনিম্ন ৫৬১০০ টাকা।

নিয়োগ পদ্ধতি

এখানে লিখিত পরীক্ষা এবং মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি

এখানে আবেদন করতে হবে অনলাইনে। https://careerindianairforce.cdac.in বা https://afcat.cdac.in আবেদন করার জন্যে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রার্থীদের রেজিস্টার করতে হবে। এরপর নিজেদের তথ্য দিয়ে আবেদনপত্রের ফর্মটি ফিলাপ করতে হবে।

ক্রমে নিজেদের ছবি এবং সাইন আপলোড করতে হবে। অবশেষে আবেদনপত্রের ফর্মটি সাবমিট করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন করার শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর।

‘বিরাটদের বিশ্রামটা দরকার ছিল’

সৌরভের পছন্দ রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : হতাশার মঞ্চ থেকে নতুন স্বপ্ন দেখা।

পঞ্চাশের বিশ্বসেরার মুকুট হাতছাড়ার পর আপাতত চোখ টি২০ বিশ্বকাপে। তবে সিনিয়ার-জুনিয়ারের মিশেল নাকি তরুণ ব্রিগেডে আস্থা? নেতৃত্বেই বা কে? এরকম একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে কুড়ির সম্ভাব্য বিশ্বকাপ দল ঘিরে।

হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবের নাম ভাসছে অধিনায়ক হিসেবে। যদিও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভোট রোহিত শর্মার দিকেই। প্রাক্তনের সাফ কথা, তিন ফরম্যাটে রোহিত ফিরলে অধিনায়ক হিসেবে আর কারও কথা বিবেচনা করা উচিত নয়। আগামী টি২০ বিশ্বকাপে হিটম্যানের নেতৃত্বেই নামুক ভারত। শুক্রবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন মহারাজ।

এক প্রশ্নের জবাবে সৌরভ বলেন, ‘যথার্থ অর্থেই রোহিত লিডার। আশাকরি টি২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেতৃত্বেও থাকবে ও। আগামী বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের নেতা হিসেবে রোহিতই সঠিক ব্যক্তি। অধিনায়ক হিসেবে খুব ভালো কাজ করছে। ওডিআই বিশ্বকাপে দায়িত্ব দারুণভাবে সামলেছে। ওরই নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।’

পৃথক ফরম্যাটে আলাদা আলাদা অধিনায়ক। পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিন ব্রিগেডে তিনজন দায়িত্বে। টি২০ সিরিজে সূর্যকুমার যাদব, ওডিআইয়ে লোকেশ রাহুল। টেস্টে রোহিত। সৌরভের যুক্তি, রোহিত যেহেতু এখনও সব ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন করেনি, তাই বাধ্য হয়েই একাধিক অধিনায়কের রাস্তায় হাঁটতে হচ্ছে। টেস্টে রোহিত অধিনায়ক হিসেবেই খেলছে। বাকি দুই ফরম্যাটেও যখন প্রত্যাবর্তন করবে, তখন সব ফরম্যাটেই দলের নেতৃত্বের ভার দেওয়া উচিত হিটম্যানের ওপর।

> “ যথার্থ অর্থেই রোহিত লিডার। আশা করি টি২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেতৃত্বেও থাকবে ও। আগামী বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের নেতা হিসেবে রোহিতই সঠিক ব্যক্তি। অধিনায়ক হিসেবে খুব ভালো কাজ করছে। ওডিআই বিশ্বকাপে দায়িত্ব দারুণভাবে সামলেছে। ওরই নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।
> –সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

মাস ছয়েকের মধ্যে বিশ্বকাপের আসর ওয়েস্ট ইন্ডিজ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে টি২০ দলে বিরাট, রোহিতের অনুপস্থিতি অনেক প্রশ্ন তুলছে। যদিও সৌরভ বিশ্রামের পক্ষেই। রোহিতদের হয়ে তাঁর যুক্তি, বিশ্বকাপ পর্যন্ত টানা ক্রিকেট খেলেছে। সামনেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট রয়েছে। ১৯ নভেম্বরের ফাইনালের তিনদিনের মধ্যেই আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ শুরু হয়ে যায়। বিশ্রাম নিয়ে তাই সঠিক কাজ করেছে বিরাটরা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে তাজা হয়ে ফিরতে পারবে। শুধু সিনিয়াররাই নয়, সৌরভের যুক্তি, কোনও ক্রিকেটারের পক্ষেই একটানা খেলা সম্ভব নয়। তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিশ্রাম দিয়ে খেলানো উচিত।

ব্যাটার বিরাট-রোহিতের বিকল্প ভারতীয় দলে এই মুহূর্তে নেই বলেও মনে করেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি। কারণ, দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আর বিশ্বকাপ সম্পূর্ণ আলাদা মঞ্চ। চাপও আলাদা। আর গত ওডিআই বিশ্বকাপে বিরাট-রোহিতরা দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিয়েছেন। বুঝিয়েছেন এই ভারতীয় দলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ওঁরা। ৬-৭ মাসের মধ্যে টি২০ বিশ্বকাপ। সৌরভের বিশ্বাস, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতেও ফের নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকবেন বিরাট-রোহিত।

মেয়াদ বেড়েছে হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়েরও। অবশ্য কতদিনের জন্য, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এখনও পরিষ্কারভাবে জানানো হয়নি। যে প্রসঙ্গে সৌরভের পরামর্শ, দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণে যতদিন দল ভালো খেলবে, ততদিন রেখে দেওয়া উচিত তাঁকে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি থাকাকালীন প্রায় জোর করে ‘মিঃ ডিপেন্ডেবল’-এর হাতে সিনিয়ার দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন সৌরভ।

নজরে টি২০ বিশ্বকাপ

হিটম্যানকে রাজি করাতে মরিয়া চেষ্টায় বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : আছেন হার্দিক পান্ডিয়া।

বর্তমানে দল সামলাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কর্তারা মরিয়া টি২০ বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মাকে ফেরাতে! এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বোর্ডের অন্দরমহল থেকে।

২০২২-এ টি২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারত ছিটকে যায়। তারপর সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে দেখা যায়নি রোহিত শর্মাকে। ভারতের হয়ে আর টি২০-তে খেলতে চান না, সেই বার্তাও নাকি দিয়েও রেখেছেন। গত এক বছরে কোনও টি২০ ম্যাচে দেখাও যায়নি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই রোহিতের শরণাপন্ন বোর্ড।

মাস ছয়েকের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টি২০ বিশ্বকাপ। টি২০-তে বিকল্প অধিনায়ক হিসেবে গুরুত্ব পাওয়া হার্দিক আপাতত চোটের তালিকায়। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে আরও মাস খানেক। সূর্য চলতি অজি সিরিজে নেতৃত্ব দিলেও অভিজ্ঞ রোহিতের বিকল্প এঁরা কেউ নন।

বোর্ডের শীর্ষমহল এবং নির্বাচকদের তরফে রোহিতকে রাজি করানোর প্রয়াস চলছে। ওডিআই বিশ্বকাপের পর বিরাট কোহলির মতো রোহিতও মাসখানেকের ছুটি চেয়েছিলেন। চলতি অস্ট্রেলিয়া এবং পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সাদা বলের ফর্ম্যাটে রাখা হয়নি। যা নিয়ে অন্য অঙ্কও চলছে। খবর, বোর্ডের শীর্ষকর্তারা চাইছেন বিশ্রাম কাটিয়ে রোহিত টি২০ দলেরও হাল ধরুক।

বল আপাতত রোহিতের কোর্টে। রাজি হলে, হার্দিক-সূর্য নয়, হিটম্যানের নেতৃত্বে টি২০ বিশ্বকাপেও ভারতের খেলতে নামা প্রায় নিশ্চিত। বোর্ডের একটি সূত্রের দাবি এরকমই। তিনি বলেছেন, ‘টি২০ দলে নেতৃত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে রোহিতকে। আপাতত লম্বা ছুটিতে রয়েছেন। টানা ক্রিকেটের ধকলের পর বিশ্রাম চেয়েছিল। বোর্ড চাইছে ছুটি কাটিয়ে টি২০ দলেরও ভার নিক রোহিত। অধিনায়ক হিসেবে দলের প্রত্যেকের কাছে সম্মান আদায় করে নিয়েছে। রাজি থাকলে, রোহিতের নেতৃত্বেই টি২০ বিশ্বকাপ খেলবে ভারত।’

চাহালকে নিয়ে ‘খেলা’ চলছে, তোপ হরভজনের

এদিকে, গতকাল ঘোষিত দক্ষিণ আফ্রিকার সফরের তিন দলে একাধিক চমক, নতুন মুখ। টেস্টে যেমন চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানেদের জায়গা হয়নি। অপরদিকে, দীর্ঘদিন পর সাদা বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে যুযবেন্দ্র চাহাল, সঞ্জু স্যামসনদের। টি২০-তে সাফল্যের সুবাদে রিঙ্কু সিংয়ের প্রোমোশন ঘটেছে ওডিআই দলেও।

চাহাল আবার লম্বা অপেক্ষার পর ওডিআই দলে ডাক পেয়ে আবেগতাড়িত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছোট্ট পোস্টে লিখেছেন, ‘আবার এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।’ তবে যা নিয়ে হরভজন সিংয়ের গলাতে অভিযোগের সুর। অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটিকে একহাত নিয়েছেন।

প্রাক্তন অফস্পিনারের অভিযোগ, গত এক বছর ধরেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না চাহালকে। প্রশ্ন তুলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ডাক পেলেও তা ওডিআইয়ে। কেন চাহালের প্রিয় ফর্ম্যাট টি২০-তে নয়। নির্বাচকদের যে যুক্তি তার বোধগম্য নয়। দাবি, মন ভোলানোর জন্য চাহালকে কার্যত ‘ললিপপ’ (ওডিআই দলে ডাক) দেওয়া হয়েছে।

পূজারা-রাহানের বাদ পড়া নিয়ে হরভজন বলেন, ‘দুইজনের প্রত্যাবর্তন কঠিন। ওদের নিয়ে বোর্ড বা নির্বাচকরা কী চাইছে, তা পূজারাদের সঙ্গে কথা বলে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। নতুনদের সুযোগ দিতে হবে। আগামীর ভাবনায় সদর্থক পদক্ষেপ। কিন্তু একইসঙ্গে সিনিয়ারদের সম্মানও দেওয়া জরুরি। আমার মনে হয় না, বাদ দেওয়ার আগে পূজারা-রাহানের সঙ্গে নির্বাচকরা আদৌ কথা বলেছে।’

> “ রাহানে-পূজারার প্রত্যাবর্তন কঠিন। ওদের নিয়ে বোর্ড বা নির্বাচকরা কী চাইছে, তা ওদের সঙ্গে কথা বলে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। নতুনদের সুযোগ দিতে হবে।
> –হরভজন সিং

উমরান মালিককে কাল ঘোষিত কোনও দলে না দেখে অবাক ইরফান পাঠান। প্রাক্তনের মতে, সিনিয়ার দল না হোক, ‘এ’ দলে ডাকা উচিত ছিল কাশ্মীরি স্পিডস্টারকে। সামাজিক মাধ্যমে উমরানের হয়ে সওয়াল করে ইরফানের যুক্তি, ‘চলতি বছরেই ভারতীয় ওডিআই, টি২০ টিমে ছিল। সেই উমরানকে ভারতীয় ‘এ’ দলেও না দেখে আমি সত্যিই অবাক।’

ICC WORLD T20

বিশ্বকাপ থেকে সরল ডমিনিকা

রোসিউ, ১ ডিসেম্বর : আগামী বছর হতে যাওয়া টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন থেকে সরে দাঁড়াল ডমিনিকা। ৩ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রতিযোগিতা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে আয়োজন করতে চলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাতটি দেশের মধ্যে অন্যতম আয়োজক ছিল ডমিনিকা। কিন্তু শুক্রবার ডমিনিকার সরকারের তরফে জানানো হয়, ‘পরিকাঠামো নির্মাণকারীরা জানিয়েছে, বিশ্বকাপের আগে নির্মাণকাজ শেষ করা সম্ভব নয়। তাই ডমিনিকার সরকার ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন থেকে সরে আসাই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে।’

এই নিয়ে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখ্য আধিকারিক জনি গ্রেভ বলেন, ‘আমরা ডমিনিকা সরকারের বিশ্বকাপ আয়োজনের চেষ্টাকে সম্মান জানাই। তাদের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণও বুঝি। আমরা ভবিষ্যতে ডমিনিকার সরকার ও ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় থাকব।’ গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইট মিলিয়ে মোট ৩টি ম্যাচ ডমিনিকার উইন্ডসোর পার্ক স্পোর্টস স্টেডিয়ামে খেলা হওয়ার কথা ছিল। প্রতিযোগিতার সাত সপ্তাহ আগে এই ঘোষণা আয়োজকদের সমস্যায় ফেলবে।

ছবি বিতর্কে মুখ খুললেন মার্শ

সিডনি, ১ ডিসেম্বর : দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে হারার ক্ষত ভারতীয় সমর্থকদের মনে এখনও টাটকা। অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড সংখ্যক ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের পর অজি অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা বিতর্কিত ছবি দেশে রীতিমতো তোলপাড় ফেলে দেয়। ট্রফির ওপর পা রেখে মার্শ বিশ্বকাপের অসম্মান করেছেন, এমন দাবি করতে শুরু করেন ভারতীয় নেটিজেনদের একাংশ। এমনকি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি মহম্মদ সামিও মার্শের ভঙ্গিকে ভালোভাবে নেননি। এসবের মধ্যে এতদিন চুপ থাকার পর শুক্রবার অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন অজি তারকা।

> “ ছবিতে অবশ্যই অসম্মানজনক কোনও বার্তা দিতে চাইনি। আমি এই নিয়ে বিশেষ ভাবিওনি। সোশ্যাল মাধ্যমে এই নিয়ে বিতর্কের কথা সবার মুখে শুনলেও নিজে তেমন কিছু দেখিনি। ঘটনাটি তেমন কিছু নয়। –মিচেল মার্শ

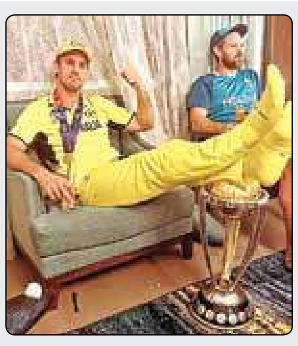

অস্ট্রেলিয়ার এক সম্প্রচারকারী সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘ছবিতে অবশ্যই অসম্মানজনক কোনও বার্তা দিতে চাইনি। আমি এই নিয়ে বিশেষ ভাবিওনি। সোশ্যাল মাধ্যমে এই নিয়ে বিতর্কের কথা সবার মুখে শুনলেও নিজে তেমন কিছু দেখিনি। ঘটনাটি তেমন কিছু নয়।’

মার্শ স্বয়ং এর গভীরতা উপলব্ধি করতে না পারলেও ঘটনাটি নিয়ে আইনি তর্জা শুরু হয়ে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা পণ্ডিত কেশব দেব ইতিমধ্যেই এই নিয়ে আলিগড়ের দিল্লি গেট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে তা মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মৃগাঙ্ক শেখর।

ম্যাচ শুরুর আগে দিমিকে নিয়ে সিদ্ধান্ত : ফেরান্দো

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এএফসি কাপের শেষ দুটো ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস ও ওডিশা এফসির কাছে হেরে গেলেও আইএসএলে এখনও কোনও পয়েন্ট না খুইয়ে শনিবার লিগ টেবিলের ১২ নম্বর দল হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে মাঠে নামছে মোহনবাগান।

ডুরান্ড কাপেও একমাত্র ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আর কোনও দলের বিরুদ্ধে হারেনি মোহনবাগান। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে মোহনবাগান অন্তত মানসিকভাবে খুব ভালো জায়গায় যে নেই, তার বড় কারণ একাধিক চোট-আঘাত। তাছাড়া এএফসি থেকে ছিটকে যাওয়ার ধাক্কাও আছে। যদিও হুয়ান ফেরান্দো মুখে বলছেন, ‘আমরা পেশাদার। সবসময় সামনের দিকে তাকাই। পিছনের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। এএফসি কাপের ব্যর্থতা খুবই হাতাশাজনক। আমাদের মন খারাপ অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু এখন সামনের দিকে তাকাতে চাই। হায়দরাবাদ এফসি-কে হারিয়ে তিন পয়েন্ট ঘরে তোলাই এখন লক্ষ্য।’ প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ ৭ ম্যাচ খেলে মাত্র ৩ পয়েন্ট নিয়ে একেবারে শেষে। দুই মরশুম আগের চ্যাম্পিয়ন ও গতবারের সেমিফাইনালিস্টরা এখনও একটা ম্যাচও জেতেনি। দল ছেড়েছেন একাধিক ফুটবলারের সঙ্গে হেড কোচ মানলো মার্কুয়েজও। তাছাড়া হায়দরাবাদের উপর ফের ট্রান্সফার ব্যানের খাঁড়া নেমে এসেছে ফুটবলারদের বকেয়া না মেটানোয়। অর্থাৎ আগামী মাসে ট্রান্সফার উইন্ডোতে নতুন ফুটবলার নিতে হলে আগে বকেয়া মেটাতে হবে।

আইএসএলে আজ
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম **হায়দরাবাদ এফসি**
স্থান : কলিঙ্গ স্টেডিয়াম
সময় : রাত ৮টা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

আশিক কুরুনিয়ান, আনোয়ার আলি, মনবীর সিং ও দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা চোটের কবলে পড়ায় ওডিশা ম্যাচ বিশ্রীভাবে হারতে হয় মোহনবাগানকে। এঁদের মধ্যে কোনও ফুটবলার এই ম্যাচে ফিরে আসছেন কি না জানতে চাওয়া হলে ফেরান্দো বলেন, ‘যে ফুটবলাররা ম্যাচের আগে ফিট থাকবে তাদের নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। চোট-আঘাত ফুটবলের অঙ্গ। আমরা দল হিসাবে কাজ করি। তাতে সাফল্যের মতো ব্যর্থতাও আসে। ম্যাচের আগে দিমিত্রিকে দেখেই সিদ্ধান্ত নেব, ওকে খেলানো সম্ভব কি না।’ এএফসি কাপের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে এই ম্যাচে জয় পাওয়াটা যে জরুরি তা জানেন ফেরান্দো ও তাঁর ফুটবলাররা। আর সেই কারণেই হায়দরাবাদকে ছোট করে দেখতে নারাজ বাগান কোচ, ‘কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ দুর্দান্ত খেলেছে। পরে একটা ছোট্ট ভুলের জন্য গোল খায়। চেন্নাইয়ান এফসির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওদের জেতার সুযোগ ছিল। পরিকল্পনামাফিক খেলে। তাই আমাদের কাছে কাজটা কঠিন হবে। অ্যাওয়ে ম্যাচ সবসময়ই কঠিন হয়। জামশেদপুরের বিপক্ষেও আমাদের সমস্যা হয়। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেই একমাত্র জয় আসতে পারে।’

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে জয়ে ফেরাতে তৈরি হচ্ছেন সাহাল আব্দুল সামাদ (বাঁয়ে) ও জেসন কামিংস। শুক্রবার।

> যে ফুটবলাররা ম্যাচের আগে ফিট থাকবে তাদের নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। চোট-আঘাত ফুটবলের অঙ্গ। আমরা দল হিসাবে কাজ করি। তাতে সাফল্যের মত ব্যর্থতাও আসে। ম্যাচের আগে দিমিত্রিকে দেখেই সিদ্ধান্ত নেব, ওকে খেলান সম্ভব কিনা। –হুয়ান ফেরান্দো

প্রতিপক্ষ দলের রাইট উইং ব্যাক নিখিল পূজারি এই মুহূর্তে ভালো ফর্মে। তবে তাঁকে আলাদা করে গুরুত্ব দিচ্ছেন না ফেরান্দো, ‘প্রতিপক্ষের একজন-দুজন নয়, গোটা দলটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি। এগারোর বিরুদ্ধে এগারোজন খেলবে। জিতলে দল জেতে।’ একইভাবে তাঁর দলের স্ট্রাইকাররা কেন গোল পাচ্ছেন না সেই প্রশ্নেও দলের কারও কথা আলাদা করে বললেন না। বরং তাঁর বক্তব্য, ‘কোনও ক্ষেত্রেই কোনও একজনের ওপর দায়িত্ব থাকে না। আমরা আক্রমণের জায়গা তৈরি করেছি। প্রত্যেকেই জায়গা তৈরি করতে পারছি। দলের স্ট্রাইকারের প্রথম কাজই হল জায়গা তৈরি করা। এটা জরুরি। কে গোল করল, সেটা বড় কথা নয়।’ গোল যেই করুক, গোল আসুক এটাই প্রার্থনা গোটা দলের। কারণ এবার হায়দরাবাদ ম্যাচে ফের জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া মোহনবাগান।

কপিল দেবের সঙ্গে গলফের কোর্টে হরভজন সিং।

পাক নির্বাচক প্যানেলে বাট

লাহোর, ১ ডিসেম্বর : ক্রিকেটবিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ওয়াহাব রিয়াজের নেতৃত্বাধীন নতুন নির্বাচক প্যানেলে তাঁর পরামর্শদাতা হিসেবে একদা গড়াপেটার দায়ে অভিযুক্ত প্রাক্তন ক্রিকেটার সলমন বাটের নাম ঘোষণা করল পিসিবি। ২০১০ সালে লর্ডসে আয়োজিত টেস্ট ম্যাচে গড়াপেটার অপরাধে ৫ বছর নির্বাসিত ছিলেন এই ৩৯ বছর বয়সি প্রাক্তন ওপেনার। একসময়ের কলঙ্কিত ক্রিকেটারের ওপরই পাকিস্তান ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিল তাদের বোর্ড। তাঁকে ছাড়াও কামরান আকমল ও রাও ইফতিখার আঞ্জুম প্যানেলে আছেন।

পাকিস্তানের জাতীয় টি২০ চ্যাম্পিয়নশিপে ধারাভাষ্য দেওয়ার জন্য গতমাসেই বাট পিসিবি-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। প্যানেলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে পিসিবি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ‘প্রধান নির্বাচকের পরামর্শদাতা হিসেবে তাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। যখন তাঁদের নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ থাকবে না, তখন ক্রিকেটারদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ ক্যাম্প আয়োজনের সঙ্গেও তাঁরা যুক্ত থাকবেন।’

ফ্লোরিডায় মামলা রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১ ডিসেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখে অনেকেই বিতর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনান্সে বিনিয়োগ করেছিলেন। আর তারপরই প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন তাঁরা। এরপরই গত ২৭ নভেম্বর ফ্লোরিডার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ২০২২ সালে রোনাল্ডো বিনান্সের সঙ্গে যুক্ত হন। এরপরই বাণিজ্যিকভাবে সাফল্যের মুখ দেখে তারা। শেষপর্যন্ত সেই সাফল্যই কাঁটা হয়ে বিঁধছে রোনাল্ডোকে।

জয়ের দোরগোড়ায় বাংলাদেশ

চতুর্থ দিনে চার উইকেট নিলেন তাইজুল ইসলাম।

সিলেট, ১ ডিসেম্বর : নাজমুল হোসেন শান্তর শতরানে গতকালই চালকের আসনে ছিল বাংলাদেশ। শুক্রবার মুশফিকুর রহিমের (৬৭) চওড়া ব্যাট ও তাইজুল ইসলামের (৪০/৪) স্পিনে প্রথম টেস্ট হারের মুখে নিউজিল্যান্ড। দিনের শেষে ১১৩/৭ স্কোরে ধুঁকছে কিউয়িরা। বৃহস্পতিবারের ২১২/৩ স্কোরে শুরু করে এদিন শুরুতেই ফিরে যান গতকাল বাংলাদেশের নায়ক শান্ত (১০৫)। এরপর মেহেদি হাসান মিরাজের (অপরাজিত ৫০) সঙ্গে বাংলার ইনিংসকে সামলান মুশফিকুর। তবে লোয়ার অর্ডারের ব্যর্থ হওয়ায় ৩৩৮ রানে থামে বঙ্গ ইনিংস। ১৪৮ রান খরচ করে ৪টি উইকেট পেয়েছেন এজাজ প্যাটেল। ইশ সোধির ঝুলিতে রয়েছে জোড়া উইকেট। ৩৩২ রানের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমে প্রথম ওভারেই শূন্য রানে টম ল্যাথামকে হারায় কিউয়িরা। প্রথম ইনিংসে শতরানের পর এদিন ১১ রানেই ফিরে যান কেন উইলিয়ামসন। এরপর ডেভন কনওয়ে (২২) প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন। মিডল অর্ডারের ফ্লপ শোয়ে বাংলাদেশকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসেন আগের ইনিংসেও ৪ উইকেট তোলা তাইজুল। দিনের শেষে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ড্যারিল মিচেল (অপরাজিত ৪৪) ও কাইল জেমিসন (অপরাজিত ৭)। জয়ের জন্যে এই মুহূর্তে পাহাড়সম ২১৯ রান তুলে মিরাকল ঘটাতে হবে কিউয়িদের। যেখানে শান্তর দলের প্রয়োজন শুধু তিনটি উইকেট।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

Suprotim & Sukriti : বাবা-মা ও দাদু-দিদার পক্ষ থেকে জন্মদিনের আশীর্বাদ। হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

অক্সিজেন জোগালেন রিঙ্কু, জেতালেন অক্ষর

ভারত– ১৭৪/৯
অস্ট্রেলিয়া– ১৫৪/৭

৩-১ এগিয়ে সিরিজ ভারতের

রায়পুর, ১ ডিসেম্বর : ম্যাচ শুরুর আগে বিতর্কে রায়পুরের ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

দীর্ঘদিন ইলেক্ট্রিক বিল নাকি জমা দেয়নি স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থা। পাঁচ বছর আগেই বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে! আর সেখানেই কিনা রাতের ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। বিতর্ক থামাতে রীতিমতো নাজেহাল আয়োজকরা।

দাবি বিদ্যুৎ সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। আর ইমার্জেন্সি পরিস্থিতি তৈরি হলে ব্যাকআপ হিসেবে জেনারেটরও প্রস্তুত। কুড়িকুড়ির ইন্দো-অজি যুদ্ধে কোনও সমস্যা হবে না। হয়ওনি। ফ্লাডলাইটের ঝলমলে আলো, সমর্থকদের উৎসাহ, ভারতের সিরিজ জয়ে ধামাচাপা সব বিতর্ক।

ইন্দো-অজি ডুয়েলে দর্শকরা ফিরলেন তরুণ ভারতের দুরন্ত জয়ের সাক্ষী হয়ে। বিশ্বকাপ ফাইনালে কিছুটা প্রলেপ, রায়পুরেই সিরিজের ফয়সালা সেরে নিল টিম সূর্য। ৩-১ ব্যবধানে অনতিক্রম্য ব্যবধানে এগিয়ে সিরিজ পকেটে। রবিবার বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচ নিয়মরক্ষার।

ম্যাথু ওয়েড টসে জিতে ভারতকে যখন ব্যাট করতে পাঠান, ছবিটা মোটেই স্বস্তির ছিল না। ভারতীয় ইনিংসজুড়ে আলো-আধারির খেল। যশস্বী জয়সওয়াল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা রান পেলেন। তবে আগুনটা দেখা গেল না। শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব ব্যর্থ 'আলো' ছড়াতে। লড়াই বলতে দুই নবাগত রিঙ্কু সিং (২৯ বলে ৪৬) এবং জিতেশ শর্মার (১৯ বলে ৩৫)।

ওপেনিং জুটিতে যশস্বী-রুতুরাজের পঞ্চাশ রানের পার্টনারশিপ। মাঝে রিঙ্কু-জিতেশের ৬৬। কোণঠাসা পরিস্থিতিতে অক্সিজেন জোগালেন। ১৭৪/৯ স্কোরের যে অক্সিজেন ভর করে বাকি কাজ সারেন বোলাররা। নেতৃত্বে অক্ষর প্যাটেল। অলরাউন্ডার তকমা পেলেও ব্যাটে রান নেই। আজ তো খাতা খুলতে পারেননি। আক্ষেপ মেটালেন সাদা বলে স্পিন-কেরামতিতে।

ট্রাভিস হেডের (১৬ বলে ৩১) বিস্ফোরক শুরুতে তৈরি আতঙ্ক সরিয়ে অক্ষর (১৬/৩) হাসি ফোটান। সঙ্গী রবি বিষ্ণোই (১৭/১)। নতুন বলে দীপক চাহার (৪৪/২) ও বিয়ের পর্ব মিটিয়ে ফেরা মুকেশ কুমারের (৪২/০) ব্যর্থতা ঢেকে প্রথম আঘাত হানেন বিষ্ণোই। নিজের প্রথম বলেই জোশ ফিলিপকে (৮) ফেরান। এরপর অক্ষর-ঘূর্ণি, যা পড়তে ব্যর্থ হেড, অ্যারন হার্ডি (৮), বেন ম্যাকডারমটরা (১৯)।

গুয়াহাটিতে শেষ ২ ওভারে ৪৩-এর টার্গেটে উতরে দিয়েছিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আজ দরকার ছিল ৪১। কিন্তু টিম ডেভিড (১৯), ম্যাথু শর্ট (২২), ওয়েডরা (অপরাজিত ৩৬) 'ম্যাক্সওয়েল' হয়ে উঠতে পারেননি। শুরুর ব্যর্থতা ঝেড়ে ডেথে সেই সুযোগ দেননি মুকেশ, আবেশ খানরা। নিটফল ১৫৪/৭ স্কোরে অস্ট্রেলিয়াকে আটকে দিয়ে ২০ রানে ম্যাচ ও সিরিজ জয়।

ভারতীয় দলে এদিন চারটি পরিবর্তন। প্রসিধ কৃষ্ণা, অর্শদীপ সিং, তিলক ভার্মা, ঈশান কিষানের জায়গায় দীপক চাহার, মুকেশ কুমার, শ্রেয়স আইয়ার, জিতেশ শর্মা। অজি দলে ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়িনিস, জোশ ইংলিস সহ পাঁচজন নেই।

যথার্থ অর্থেই তারুণ্যের টক্কর। অজি বোলিংয়ে যেখানে নেতৃত্ব দেন অ্যারন হার্ডি (১/২০), তনভীর সাঙ্ঘা (৩০/২), বেন ডোয়ারহুসরা (৪০/৩)। টসের সময় দলের ব্যাটিং নিয়ে রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল সূর্যকে। বলেন, রান তাড়া করতে পারলে ভালো হত। তবে ব্যাটিং ইউনিট ছন্দে রয়েছে। আরও একটা আগুনে পারফরমেন্সের অপেক্ষা করছেন।

যদিও শুরুতে সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক দেখা যায়নি। অজি বোলিংয়ের ফাঁস আলগা করতে পারেননি ভারতীয় টপ-ফোর। যশস্বী (২৮ বলে ৩৭), রুতুরাজ (২৮ বলে ৩২) ইনিংসে গতি আনতে ব্যর্থ। চাপ বাড়িয়ে দ্রুত ফেরেন শ্রেয়স (৮), সূর্য (১)। এরমধ্যে তিন বলের মধ্যে সূর্য-শ্রেয়সকে হারিয়ে ব্যাকফুটে চলে যায় ভারত।

৬৩/৩ থেকে গায়কোয়াড়-রিঙ্কুর প্রতিরোধ। শেষে রিঙ্কু-জিতেশের ছটফটানি, ব্যতিক্রমী কিছু করার প্রচেষ্টা। বিগহিট আর খুচরো রানের সমন্বয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন। শেষ দুইয়ে ফের ধস। ১৮ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ১৬১/৪। রিঙ্কুরা ক্রিজে জমে গিয়েছে। দুশোর কাছাকাছি রানের প্রত্যাশা যদিও মেটেনি।

অন্তিম ১২ বলে ৫ উইকেট খুইয়ে বসে ভারত। ঈশানের বদলে খেলতে নামা উইকেটকিপার-ব্যাটার জিতেশ ফিরতে সাজঘরে ফেরার লাইন লেগে যায়। বিগহিট নিতে গিয়ে আউট রিঙ্কু। গতকালই ওডিআই দলে ডাক পেয়েছেন। রিঙ্কু এদিন নির্বাচকদের আস্থার মর্যাদা রাখেন ২৯ বলে ভারতীয় ইনিংসে সর্বাধিক ৪৬ করে।

অক্ষর-দীপক রানের খাতা খুলতে পারেননি। বল হাতে যা মিটিয়ে দেন তাঁরা। ১৭৪-এর পুঁজি নিয়ে ১৫৪-তে অজি-দৌড় থামিয়ে দিয়ে সিরিজে কবজা।

মারমুখী ব্যাটিংয়ে আবারও নজর কাড়লেন রিঙ্কু সিং (উপরে)। তিন উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস অক্ষর প্যাটেলের। রায়পুরে শুক্রবার।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া সিরিজে রিচা

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর : ৭ বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট খেলবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ১৪-১৭ ডিসেম্বর রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট। পরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও একটি টেস্ট খেলবে ভারতীয় দল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথমবার টেস্টে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত কাউর। জোড়া টেস্টেই উইকেটকিপার হিসেবে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষকে দলে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে রিচা সুযোগ পেয়েছেন ৬ ডিসেম্বর থেকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শুরু ৩ ম্যাচের টি২০ সিরিজে। দুই ফরম্যাটের দলেই রিচার সঙ্গে উইকেটকিপার হিসেবে রাখা হয়েছে ইয়াস্তিকা ভাটিয়াকে। টেস্ট ও টি২০ দলে বাংলা থেকে অপর প্রতিনিধি পেসার তিতাস সাধু ও স্পিনার সাইকা ইশাক। স্ট্রেস ফ্র্যাকচার সারিয়ে দলে ফিরেছেন পেসার রেণুকা সিং ঠাকুরও।

শীর্ষে লিভারপুল

লিভারপুল, ১ ডিসেম্বর : ইউরোপা লিগে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ছুটছে লিভারপুল। বৃহস্পতিবার এলএএসকে লিনজকে সহজেই ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল তারা। সৌজন্যে কোডি গাকপোর জোড়া গোল। ১২ মিনিটেই লুইজ দিয়াজের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ১৫ মিনিটে মহম্মদ সালাহের সহযোগিতায় ব্যবধান বাড়ান গাকপো। দ্বিতীয়ার্ধে গাকপোর পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করেন সালাহ। শেষলগ্নে ম্যাচের চতুর্থ গোলটি করে আত্মবিশ্বাস বাড়ালেন গাকপো। ম্যাচের পর দলের শীর্ষস্থান দখলে খুশি জুরগেন ক্লপ।

অন্যদিকে, ইউরোপায় টানা পঞ্চম জয়ে উড়ছে জাভি অ্যালোন্সোর দল বেয়ার লেভারকুসেন। বিকে হাকেনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে খেতাবের অন্যতম ফেভারিটরা। আয়াখস অ্যামস্টারড্যামকে ৪-৩ গোলে পরাস্ত করল অলিম্পিক মার্সেই।

আইএফএ-বাগান তর্জা অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : গতকাল কলকাতা লিগের ডার্বি ম্যাচে দল না নামানোকে কেন্দ্র করে শুক্রবারও আইএফএ-কে আক্রমণ করলেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গলের ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপে খেলতে যাওয়া নিয়ে অভিযোগ করে মোহন সচিব বলেন, 'আইএফএ সংবিধানের ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী লিগের মাঝপথে অন্য প্রতিযোগিতায় খেলতে গেলে আইএফএ গভর্নিং বডির অনুমতি লাগবে। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আইএফএ গভর্নিং বডিতে কোনও মিটিং হয়নি।' গতবারের বকেয়া টাকা পাওনা নিয়ে আইএফএ'র অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মোহন সচিব বলেন, 'আমরা গতবছর কোথাও বলিনি, বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিলে কলকাতা লিগ খেলব। বকেয়া পাওনার সঙ্গে গতবছর কলকাতা লিগে না খেলার কোনও সম্পর্ক নেই।' সচিবের সঙ্গে একই সুরে সুর মিলিয়েছেন ক্লাবের ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'প্রয়াত সচিব অঞ্জন মিত্র আগেই বলেছিলেন, আইএফএ যদি এইভাবে অসহযোগিতা করে তাহলে আমরা অন্য রাজ্যের ফুটবল সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হবে। এই বিষয়টিকে নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছি। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে দল না নামানোর সিদ্ধান্তকে আমাদের কার্যনির্বাহী কমিটি সমর্থন জানিয়েছে। পাশাপাশি আইএফএ'র সঙ্গে কোনও আপষ নয় এই সিদ্ধান্তও কমিটিতে পাশ হয়েছে।' মোহনবাগানের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আইএফএ সংবিধানের ৩৩ নং ধারায় বাইরে কোনও প্রতিযোগিতা খেলতে গেলে গভর্নিং বডির অনুমতি নিতে হবে, এইরকম কোনও উল্লেখ নেই। আর মোহনবাগান অন্য কোনও রাজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'গতবছরই মিডিয়ার সামনে মোহন সচিব জানিয়েছিলেন, বকেয়া টাকা পেলে তারা কলকাতা লিগ খেলবেন।' এদিকে খুব শীঘ্রই আইএফএ লিগ কমিটির বৈঠক বসতে চলেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে গেলেন সরফরাজ আহমেদ, শান মাসুদরা।

ট্রাকে জিনিস তুললেন শানরা

সিডনি, ১ ডিসেম্বর : তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে শুক্রবার অস্ট্রেলিয়া পৌঁছাল পাকিস্তান। ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া সিরিজে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে তারা। নতুন অধিনায়ক শান মাসুদের নেতৃত্বে পাক দলের উন্নতির আশায় বুক বেঁধে আছেন সমর্থকরা। যদিও অজি সফরের শুরুটা ভালো হল না বাবর আজমদের। মাঠের ভেতরে নয়, বরং মাঠের বাইরে হয়রান হতে হল তাঁদের। বিমানবন্দরে নিজেদের মালপত্র নিজেদেরই ট্রাকে তুলতে হল মহম্মদ রিজওয়ানদের। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নিজেদের লাগেজ ও খেলার সামগ্রী একে একে ট্রাকে ভরছেন ক্রিকেটাররা। মাঠের বাইরেও বিমানবন্দরে এই কাজে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শান। কোনও কর্মী উপস্থিত না থাকায় এই অবস্থা বলে জানা গিয়েছে। এরপর অনেকে এই ঘটনার সমালোচনা করলেও অনেকেই আবার ঠাট্টাও করছেন সামাজিক মাধ্যমে।

হামবুর্গে আজ ইউরোর ড্র

বার্লিন, ১ ডিসেম্বর : শনিবার ২০২৪ ইউরো কাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে জার্মানির হামবুর্গ শহরে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের ২৪টি দেশ আগামী গ্রীষ্মে ইউরোপ সেরার যুদ্ধে মাঠে নামবে। ১৪ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে ২০২৪ ইউরো কাপ। গত বিশ্বকাপের রানার আপ ফ্রান্স গত ইউরোর রানার আপ ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, বেলজিয়াম ও জার্মানিকে প্রথম পটে রাখা হয়েছে। গতবার রানার আপ হওয়া ইংল্যান্ডের ওপর চাপ থাকবে এবারের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এবারের ইউরো জয়ের অন্যতম দাবিদার বলেই মনে করছে ফুটবল মহল। অন্যদিকে আয়োজক দল জার্মানি অবশ্য নিজেদের চেনা ছন্দের ধারেকাছেও নেই। গত বিশ্বকাপের গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেওয়ার পর জার্মানি শেষ ১১টি ম্যাচের ৬টিতেই হেরেছে। দ্বিতীয় পটে স্থান পেয়েছে রোমানিয়া, ডেনমার্কের মতো দল। অন্যদিকে পট তিনে রয়েছে নেদারল্যান্ডস, ক্রোয়েশিয়া এবং পট চারে রয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি। টানা দ্বিতীয়বার ইউরোপ সেরা হওয়ার হাতছানি ডোনারুমাদের সামনে। ১৪ জুন মিউনিখে আয়োজক দেশ জার্মানির খেলা দিয়েই শুরু হবে ২০২৪ ইউরোপ সেরার লড়াই। বার্লিনে ১৪ই জুলাই ইউরো কাপের ফাইনাল হবে।

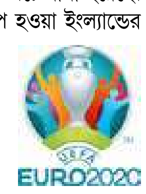

সেমিতে এইচবি, নর্থ পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : এইচবি বিদ্যাপীঠের নবম পালিরাম আগরওয়াল ট্রফি ছেলেদের আন্তঃস্কুল ভলিবলে সেমিফাইনালে উঠল আয়োজকরা ও নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্টসিয়াল স্কুল। শুক্রবার এইচবি ১০-১৫, ১৫-৮ ও ১৮-১৬ পয়েন্টে হারিয়েছে ইমানুয়েল অ্যাকাডেমিকে। পরে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে তারা ১৫-১২, ১৫-৪ পয়েন্টে জিতেছে। নর্থ পয়েন্ট ৮-১৫, ১৫-১১ ও ১৫-১১ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় বিএসএফ কদমতলাকে। হেব্রন স্কুলের বিরুদ্ধে তাদের জয় আসে ১৫-৪, ১৫-১০ পয়েন্টে। বিএসএফ ১৫-৯, ১৫-১৩ অক্সিলিয়াম কনভেন্টকে হারিয়েছে। তারা ১৫- ১২, ১৫-৪ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় ডিএভি-কে। দার্জিলিং পাবলিক ১৫-১০, ১৫-৬ পয়েন্টে নারায়ণার বিরুদ্ধে জয় পায়। শনিবার জোড়া সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে।

মোহনবাগানের নামে রাস্তা দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : অমর এগারোর মূর্তি বসছে মোহনবাগান ক্লাবে।

বর্তমান কমিটি দায়িত্বে আসার পরই এই উদ্যোগ নেয়। এরপর এক শিল্পীকে দিয়ে এই মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করার খবরও এর আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের দেওয়া হয়। এবার সেই মূর্তিই বসছে ক্লাবে ঢোকার মুখে ডানদিকে যে লন আছে, সেখানে। শুধু তাই নয়, এদিন কার্যনির্বাহী কমিটির সভার পর সচিব দেবাশিস দত্ত বলেছেন, '১৯১১ সালের শিল্ডজয়ী দলের ওই ১১ জন ফুটবলারের একটা ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা ওঁদের মর্মর মূর্তি তৈরির কাজ আগেই শুরু করিয়েছিলাম। যেভাবে ওই ছবিতে ১১ জন ফুটবলারকে দেখা যাচ্ছে ঠিক সেভাবেই লনে রাখা থাকবে এই মূর্তি। অমর এগারোর বেঞ্চটাও ব্যবহার করা হবে এক্ষেত্রে। অর্থাৎ ছবিতে যাঁরা সামনে বসে আছেন তাঁদের মূর্তি বেঞ্চে বসানো হবে। আর যাঁরা পিছনে দাঁড়িয়ে, তাঁদের দাঁড় করানো থাকবে।' মোটামুটিভাবে ১৬ ডিসেম্বর এই মূর্তি বসানোর অনুষ্ঠান করার ভাবনা তাঁদের। তবে যাঁদের দিয়ে উদ্বোধন করাতে চান, তাঁদের তারিখ পাওয়ার উপর বিষয়টি নির্ভর করছে বলে জানান দেবাশিস। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির মতোই আগামী রবিবার নিউ দুর্গাপুরের প্রধান রাস্তার নামকরণ হতে চলেছে মোহনবাগান এভিনিউ। ওই অনুষ্ঠানে থাকবেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

অমর এগারোর মূর্তি ক্লাবে

জিতল কিশোর, নকশালবাড়ি ইউনাইটেড

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুছন্দা বিশ্বাস ও প্রভা চৌধুরী ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুক্রবার চাঁদমণি মাঠে শুরু হয়েছে। সকালে উদ্বোধনী ম্যাচে গ্রুপ-'এ'-র খেলায় নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ৭৮ রানে হারিয়েছে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবকে। টসে হেরে ইউনাইটেড ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৪ রান করে। ম্যাচের সেরা কুমার রায় ৪৬ বলে করেন ৭১ রান। শাহিদ আফ্রিদি ৩৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন অনিকেত উপাধ্যায়ও (২২/২)। জবাবে উল্কা ১৭.৫ ওভারে ৬৬ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ২৪ রান শাহিদের। প্রতীক মুখোপাধ্যায় ৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। তন্ময় রায় ২১ রানে নিয়েছেন।

পরে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ১২২ রানে জিতেছে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। টসে জিতে কিশোর ২০ ওভারে ১ উইকেটে ১৭২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মানস মহন্তর অবদান ৫৯ রান। অঞ্জন সাহা ৪৫ ও মৃন্ময় মুখোপাধ্যায় ৩৯ রানে অপরাজিত থাকেন। এরপর বিধান ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৫০ রানে থামে। তাদের সর্বাধিক ৬ রান মহম্মদ সেলিম ও শিবম বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ভালো বোলিং করেছেন আশিক রায় (৩/২), আব্দুল খালেক (৬/২) ও প্রণব চন্দের (১৩/২)।

সাহিলের হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পিসি মিত্তাল, সুলোচনাদেবী আগরওয়াল ও গুরুদাসী বিশ্বাস ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শুক্রবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ৩-১ গোলে হারিয়েছে এসএসবি-কে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমার্ধেই সাহিল হরিজন হ্যাটট্রিক সেরে ফেলেন। এসএসবি-র গোলটি ডি ভার্মার। ম্যাচের সেরা হয়ে ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি পেয়েছেন সাহিল। শনিবার খেলবে ওয়াইএমএ ও বান্ধব সংঘ।

জিতল তরাই

বাগডোগরা, ১ ডিসেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে শুক্রবার তরাই মর্নিং কোচিং সেন্টার টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে ওয়ারিয়র এফসি-কে হারিয়েছে। পাইওনিয়ার মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচটি ১-১ ছিল। তরাইয়ের অংশু পাসোয়ান। ও ওয়ারিয়রের চন্দন কাপের গোল করেন। শনিবার খেলবে মাটিগাড়া বাগচি ব্রাদার্স ও ব্যাংডুবি সেন্ট্রাল ফরেস্ট।

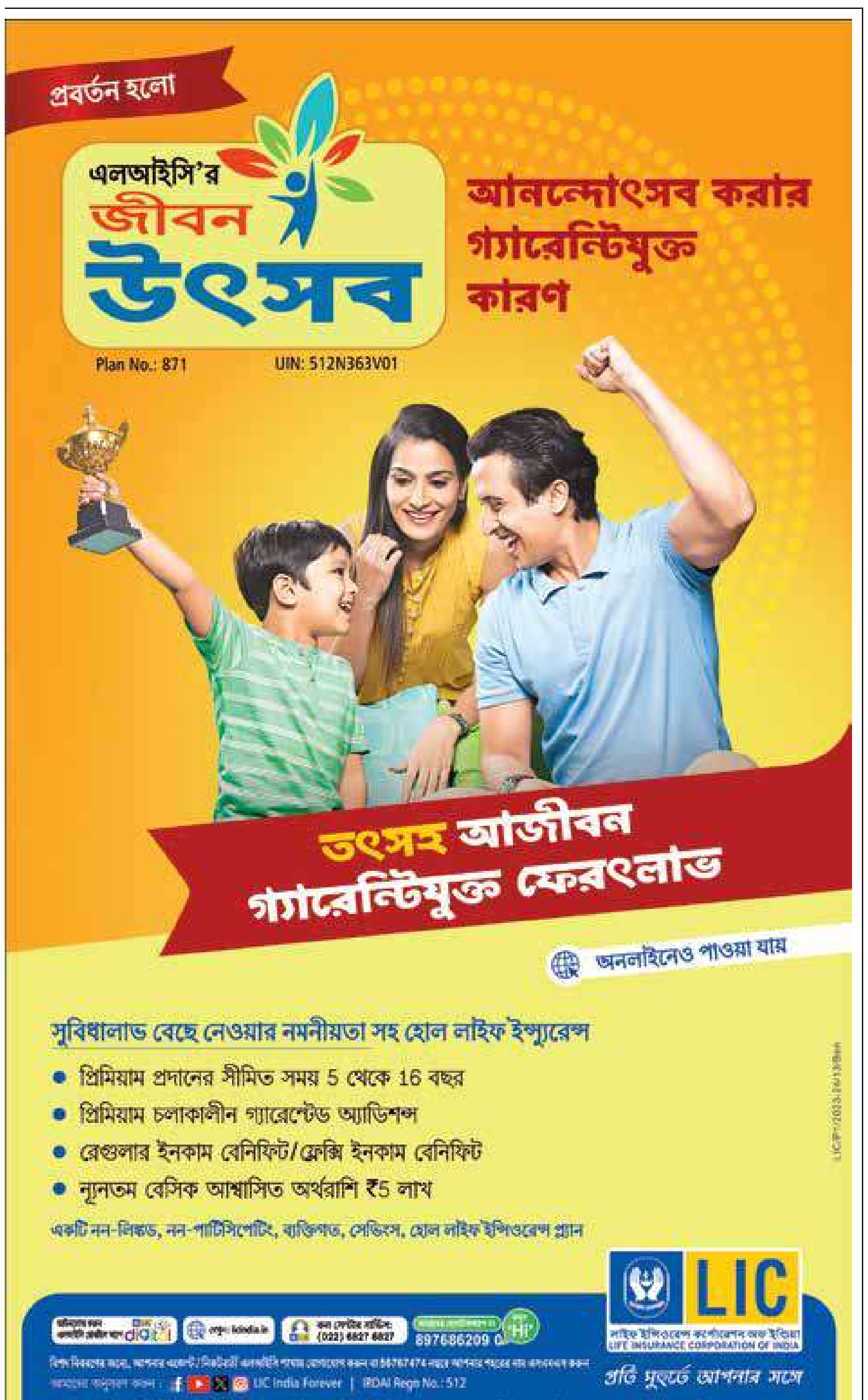

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শ্রীকান্ত নায়ক - কে 28.09.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88C 11739 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি হল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লটারি কারণ এটি রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত করা হয় এবং ড্র গুলি সরাসরি দেখানো হয়। আমরা কেবল ডিয়ার লটারিতে বিশ্বাস করতে পারি এবং সামান্য কিছু টাকা খরচ করে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারি। ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি যা আমাকে অনেক সুখী এবং আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য করে তুলতে সাহায্য করবে। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষকে দেওয়া এই চমৎকার সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in